জেন অস্টেন-এর

প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস

রূপান্তর

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

বেশিরভাগ মানুষের ধারণা, টাকাওয়ালা ধনী যুবক পেলেই তাকে সুন্দরী একটি স্ত্রী জুটিয়ে দেয়া দরকার। মিসেস বেনেটও এ ধারণার সঙ্গে একমত।

ভদ্রমহিলা একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন, 'ওগো শুনছ, নেদারফিল্ড পার্কে ভাড়াটে এল শেষ পর্যন্ত।'

মিস্টার বেনেট জানালেন খবরটা তিনি শোনেননি।

'এসেছে। মিসেস লং এসেছিল। তার মুখেই শুনলাম।'

মিস্টার বেনেট জবাব দিলেন না।

'কে ভাড়া নিল জানতে চাও না?' অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন মিসেস বেনেট।

'বুঝতে পারছি বলার জন্যে মুখিয়ে আছো। বলে ফেলো, শুনতে আপত্তি নেই আমার।'

'মিসেস লং বলল উত্তর ইংল্যান্ডের কোন এক পয়সাঅলা ছোকরা নাকি নিয়েছে ওটা। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আসছে সে। ওর কাজের লোকেরা অবশ্য এ সপ্তাহ নাগাদ এসে পড়বে।'

'নাম কি ওর?'

'বিংলে।'

'বিয়ে করেছে, নাকি করেনি?'

'ধ্যাৎ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। অবিবাহিত ছেলে—বিরাট বড়লোক—বছরে চার পাঁচ হাজার পাউন্ড রোজগার! ভাবো একবার! আমাদের মেয়েগুলোর কপাল খুলে গেল!'

'বুঝলাম না। ওর রোজগারের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের কি সম্পর্ক?'

'বুঝলে না?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিসেস বেনেট। 'তোমার বুদ্ধি বড় মোটা। আমাদের কোন এক মেয়েকে নির্ঘাৎ বিয়ে করবে ও।'

'সেজন্যেই এখানে আসছে বুঝি?'

'সেজন্যে হবে কেন!' রেগে উঠলেন মিসেস বেনেট। 'আমি বলতে চাইছি মেয়েদের কারও না কারও প্রেমে ও পড়বেই। কাজেই ও আসামাত্র পরিচয় করতে যাবে তুমি।'

'প্রয়োজন দেখছি না। মেয়েদেরই পাঠাও না কেন? সেটাই সবচেয়ে কাজে দেবে! আরও ভাল হয় তুমিও ওদের সঙ্গে গেলে। বলা যায় না, মিস্টার বিংলে হয়ত তোমাকেই পছন্দ করে বসতে পারে। ভাবতে পারে মেয়েদের চেয়ে মা-ই বেশি সুন্দরী।'

'আমাকে ফোলাচ্ছ তো? জানি, খুবই সুন্দরী ছিলাম। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। পাঁচ পাঁচটা বড় বড় মেয়ে ঘরে। নিজের রূপের কথা ভাবার সময় কোথায়! শোনো, তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে।'

'দেখি...'

'দেখি-টেখি বুঝি না। তুমি যাবে। তুমি ওর সঙ্গে আগে পরিচয় না করলে আমরা যাব কিভাবে?'

'ওকে চিঠি লিখব। বলব আমার মেয়েদের যে কাউকে বিয়ে করতে পারে ও, আমার পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। তবে আমার লিজির প্রশংসা করে দু কলম বেশি লিখব।'

'অমন কাজ করতে যেয়ো না। লিজির মধ্যে তুমি কি এমন পেয়েছ শুনি? সব সময় তুমি ওর পক্ষ টেনে কথা বলো।'

'বলবই তো। ও ছাড়া বাকিগুলো তো সব গর্দভ।'

'ছিঃ! নিজের মেয়েদের সম্পর্কে এভাবে বলতে পারলে? তুমি আসলে আমাকে খুঁচিয়ে মজা পাও, জানি আমি। আমার প্রতি কোন সহানুভূতি নেই তোমার।'

মিস্টার বেনেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সত্যিই কঠিন। ভদ্রলোক রসিক এবং বিচক্ষণ, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান। তবে তাঁর রসিকতাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আহত করে মানুষকে। ভদ্রলোক স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন বহু আগেই। সাধারণ ঘরের মেয়ে, বোকা-সোকা মিসেস বেনেটের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভাল ঘরে মেয়েদের পাত্রস্থ করা। পাড়া বেড়িয়ে আর আড্ডা দিয়ে কেটে যায় তাঁর সময়।

দুই

মিস্টার বেনেটই সকলের আগে দেখা করলেন বিংলের সঙ্গে। তবে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে এ ব্যাপারে কিছুই জানালেন না। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর মেজ মেয়ে লিজি তখন একটা হ্যাট ঠিকঠাক করার কাজে ব্যস্ত।

'এটা মিস্টার বিংলের খুব পছন্দ হবে,' মেয়েকে বললেন তিনি।

'মিস্টার বিংলে কি পছন্দ করে না করে তা জানার কোন উপায় আছে?' মিসেস বেনেটের কণ্ঠে রাগ। 'তুমি তো তার সঙ্গে দেখাই করলে না। এত করে বললাম, কথা তো কানেই গেল না।'

'মা,' বলল এলিজাবেথ। ওর ডাক নাম লিজি। 'মিস্টার বিংলের সঙ্গে বল আর পার্টিতে দেখা তো হবেই। এত উতলা হওয়ার কি আছে? তাছাড়া মিসেস লং কথা দিয়েছেন পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

'মিসেস লং-এর আর খেয়ে কাজ নেই,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন মিসেস বেনেট। 'তার নিজেরই দু দুটো আইবুড়ো বোনঝি পড়ে রয়েছে। মহিলা যেমন স্বার্থপর তেমনি মিথ্যুক। ওকে কখনোই পছন্দ নয় আমার।'

'আমারও,' বললেন মিস্টার বেনেট। 'তুমি যে তাঁর ওপর ভরসা রাখছ না সেটা জেনে খুশি হলাম।'

মিসেস বেনেট জবাব দিলেন না। প্রচণ্ড রেগে রয়েছেন তিনি। গায়ের ঝাল ঝাড়লেন এক মেয়ের ওপর।

'সব সময় খুক খুক করিস না তো। মেজাজ বিগড়ে যায়।'

'ইচ্ছে করে কাশি নাকি?' প্রতিবাদ জানাল কিটি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আগামী বলটা কবে হবে, লিজি?'

'আরও সপ্তাহ দুয়েক।'

'তবে মিসেস লং আর পরিচয় করিয়ে দিতে পারছে না,' বললেন মিসেস বেনেট। 'সে ফিরতে ফিরতেই দু সপ্তাহ। মিস্টার বিংলের সঙ্গে তার নিজেরই পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকছে না।'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'সেক্ষেত্রে,' শান্তস্বরে বললেন মিস্টার বেনেট। 'তুমিই বরং তাঁকে মিস্টার বিংলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারো।'

মেয়েরা অবাক হয়ে চাইল বাবার দিকে।

'থাক, আর খোঁচাতে হবে না,' ক্ষুব্ধ শোনাল মিসেস বেনেটের কণ্ঠ।

'কি আর করা। আমাকেই তবে কাজটা করতে হবে।'

'ওহ্, থাম তো! বিংলের কথা আর শুনতে চাই না,' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মিসেস বেনেট।

'সেকথা আগে বলোনি কেন?' সরল গলায় প্রশ্ন করলেন মিস্টার বেনেট। 'আজ সকালে আমি তবে ওখানে যেতামই না। বিরাট ভুল হয়ে গেল!'

বোমা ফাটালেন যেন মিস্টার বেনেট। ফলাফলটাও হল তেমনি। প্রায় লাফিয়ে উঠল মেয়েরা। তবে তাদেরকে ছাড়িয়ে গেলেন মিসেস বেনেট। প্রাথমিক বিস্ময় আর আনন্দ কেটে যাওয়ার পর মিসেস বেনেট ঘোষণা করলেন তিনি ঠিক এমনটিই চেয়েছিলেন।

'কি কাণ্ড দেখো দেখি! তোমাকে চেনা বড় ভার,' মিসেস বেনেট বললেন স্বামীকে। খুশি ধরছে না তাঁর।

'কিটি, এখন যত ইচ্ছা কাশতে পারো,' বললেন মিস্টার বেনেট। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রীর ছেলেমানুষী মানসিকভাবে ক্লান্ত করে দিয়েছে তাঁকে।

'এমন বাপ কটা হয় রে?' মিস্টার বেনেট বেরিয়ে গেলে মেয়েদের বললেন মা। 'আমাদের মত মা-বাপ সবার কপালে জোটে না, বুঝলি?'

সন্ধ্যা কেটে গেল আলাপচারিতায়। বিংলে পাল্টা কবে আসবে ওদের বাড়িতে তাই নিয়ে জল্পনা করতে লাগল মেয়েরা।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

তিন

কদিন বাদেই বিংলে এল ওদের বাড়িতে। লাইব্রেরিতে বসল সে, মিস্টার বেনেটের সঙ্গে। এ বাড়ির মেয়েদের রূপের প্রশংসা ইতোমধ্যেই কানে গেছে তার। ওদেরকে এক নজর দেখার জন্যে অধীর হয়ে বসে রইল সে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, দেখা মিলল না মেয়েদের। মেয়েরা অবশ্য ওকে আসার সময় ঠিকই দেখে নিয়েছে, জানালা দিয়ে।

যাহোক, বিংলে বিদায় নিয়ে চলে গেল তখনকার মত। খানিক পরেই তাকে ডিনারের জন্যে দাওয়াত পাঠানো হলো। মিসেস বেনেট ভেবেও ফেললেন হবু জামাইকে (!) কোন্ কোন্ পদ রেঁধে খাওয়াবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হয়ে গেল। বিংলে লিখে জানিয়েছে পরদিনই তাকে জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে লন্ডনে। ফলে দাওয়াত রক্ষা করতে পারছে না সে। মনে বড় চোট পেলেন মিসেস বেনেট। তিনি ভেবে পেলেন না এ তল্লাটে আসতে না আসতেই শহরে কি এমন জরুরী কাজ পড়ে গেল বিংলে ছোকরার। আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর ধারণা হল, ভবঘুরের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভেসে বেড়ায় বিংলে। নেদারফিল্ডেও স্থায়ীভাবে বাস করার কোন ইচ্ছে তার নেই। তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন লেডি লুকাস। বললেন বিংলে শহরে গেছে বল-এর জন্যে সঙ্গে করে লোক নিয়ে আসতে। খবর এল বারোজন মহিলা আর সাতজন পুরুষ

সঙ্গীসহ বল-এ যোগ দেবে বিংলে। মহিলাদের আধিক্যের কথা শুনে মুষড়ে পড়ল মেয়েরা। কিন্তু বল-এর আগেরদিন জানা গেল বারোজন নয় মাত্র ছজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বিংলে, লন্ডন থেকে। তাদের পাঁচজন তার বোন আর একজন কাজিন।

পরদিন সন্ধ্যায় সদলবলে বলরুমে প্রবেশ করল বিংলে। তবে সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচজন এসেছে তারা। বিংলে, তার দু বোন, বড় বোনটির স্বামী মিস্টার হার্স্ট; এবং আরেকজন যুবক মিস্টার ডার্সি। বিংলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সবগুলো চোখ গোগ্রাসে গিলছে বিংলেকে। সুদর্শন, ভদ্র যুবকটির প্রতি নারী পুরুষ সকলেরই চরম আগ্রহ। তার দু বোন সুন্দরী, পরনে জমকালো পোশাক। তবে মুহূর্ত কয়েক বাদেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল ডার্সি, লম্বা-চওড়া, সুন্দর চেহারার যুবকটি। কানাঘুষা চলতে লাগল, ডার্সির রোজগার বছরে দশ হাজার পাউন্ড।

সবাই ডার্সির তারিফ করছে। কিন্তু সময় গড়াতেই বন্ধ হয়ে গেল সেটা। সকলের মনে হতে লাগল সে খুব অহঙ্কারী, সবাইকে ছোট চোখে দেখছে। এর কারণ, বিংলে আর তার পরিবারের লোক-জন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলেনি ডার্সি। ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাল সে।

ওর ওপর সবচেয়ে বেশি খাপ্পা হলেন মিসেস বেনেট। তাঁর এক মেয়েকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে সে।

ডার্সি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কিছুটা দূরে বসে এলিজাবেথ। একা। এ সময় এগিয়ে এল বিংলে। এতক্ষণ নাচছিল সে। বন্ধুকেও নাচে যোগ দেয়ার জন্যে ডাকতে এসেছে।

'ডার্সি, একা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? নাচবে এসো।'

'উহুঁ। তোমার বোনেরা নাচছে। ওরা ছাড়া আর কেউ নেই যার সঙ্গে নাচা যায়।'

'কেন, সুন্দরী মেয়ে তো বেশ কয়েকজন আছে এখানে।'

'একজনই, যার সঙ্গে নাচলে তুমি,' বলল ডার্সি। মিসেস বেনেটের বড় মেয়ে জেনের দিকে দেখিয়ে বলল সে।

'হ্যাঁ, ও নিঃসন্দেহে সুন্দরী। তবে ওই যে ওখানে ওর এক বোন বসে রয়েছে,' এলিজাবেথের দিকে চেয়ে বলল বিংলে। 'ও-ও যথেষ্ট সুন্দরী। তুমি চাইলে আমার পার্টনারকে বলতে পারি, পরিচয় করিয়ে দেবে।'

এলিজাবেথের দিকে চাইল ডার্সি। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মন্দ নয়। তবে আমার মন কাড়ার মত রূপ ওর নেই। আমার জন্যে ভেবো না। তুমি তোমার পার্টনারের সঙ্গে নাচোগে।'

দুজনই হেঁটে চলে গেল। ওদের সব কথাই শুনতে পেয়েছে এলিজাবেথ। চুপ করে বসে রইল সে। পরে এটা নিয়ে ও গল্প করল বান্ধবীদের সঙ্গে, হাসাহাসি করল। ব্যাপারটা মজার ঠেকেছে ওর কাছে।

সন্ধেটা চমৎকার কাটল ওদের। খুশি মনে লংবার্নে ফিরে চলল ওরা।

'ওহ্, তুমি যদি যেতে,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন মিসেস বেনেট। 'সবাই জেনের যা প্রশংসা করেছে! বিংলে দুবার নেচেছে ওর সঙ্গে। ওর পরিচয় জানতে চেয়েছে। অবশ্য মিস কিং, মারিয়া লুকাস, শার্লট লুকাস, লিজি, বুলেঞ্জার ওদের সঙ্গেও নেচেছে।'

'আমার জন্যে যদি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকত ওর,' অসহিষ্ণু গলায় বলে

উঠলেন মিস্টার বেনেট, 'তবে এত নাচানাচি করত না।'

'শোনো না,' বলে চললেন মিসেস বেনেট, 'বিংলের এক বন্ধুও গিয়েছিল। কী তার দেমাগ, বাপরে বাপ! নিজেকে বিরাট কিছু একটা মনে করে। তুমি থাকলে খুব ভাল হত। এক ঘুসিতে ব্যাটাকে শুইয়ে দিতে পারতে। জঘন্য একটা লোক!'

চার

লং বার্ন থেকে খানিক দূরে বাস করে লুকাস পরিবার। বেনেটরা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্যার উইলিয়াম লুকাস ছিলেন মেরিটন শহরের একজন সফল ব্যবসায়ী। তখন তাঁকে 'স্যার' উপাধি দেয়া হয়। পরে অবশ্য তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে 'লুকাস লজ'-এ এসে আবাস গেড়েছেন। বাড়িটা চমৎকার।

স্যার উইলিয়াম যদিও তাঁর উপাধির জন্যে গর্বিত, তবে ভদ্রলোক যে বন্ধুবৎসল সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তাঁর স্ত্রী লেডি লুকাস খোলামেলা স্বভাবের মহিলা। মিসেস বেনেটের মত তিনিও বেড়িয়ে আর গল্প গুজব করে সময় কাটাতে ভালবাসেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বেশ কয়েকজন। সবার বড়টি মেয়ে, শার্লট। বিচক্ষণ মেয়েটির বয়স সাতাশ। অবশ্য বয়সে কিছু আসে যায় না, সে এলিজাবেথের অন্তরঙ্গ বান্ধবী।

বল-এর পরদিন। সকাল। লুকাস লজের মেয়েরা লংবার্নে তাদের বান্ধবীদের বাড়িতে বেড়াতে এল। তবে তাদের আগমনের প্রধান হেতু যে গতকালের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা করা, তা বলাই বাহুল্য।

'কাল চমৎকার শুরু করেছিলে, শার্লট,' মিসেস বেনেট বললেন, 'বিংলে সবার আগে তোমাকে পছন্দ করেছিল।'

'হ্যাঁ, তবে আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করেছিল দ্বিতীয় জনকে।'

'জেনের কথা বলছ তো? হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দুবার নেচেছে। দেখে মনে হচ্ছিল প্রেমে পড়ে গেছে। পড়ারই কথা। কি কথা যেন কানেও এল···মিস্টার রবিনসন কি যেন বলছিলেন···'

'আপনাকে বলিনি? মিস্টার রবিনসন আর মিস্টার বিংলে কথা বলছিলেন, আমি শুনে ফেলেছি। মিস্টার রবিনসন জিজ্ঞেস করছিলেন কেমন লাগছে মিস্টার বিংলের। মিস্টার বিংলে বললেন খুব নাকি ভাল লাগছে। মিস্টার রবিনসন তারপর জানতে চাইলেন সবচেয়ে সুন্দরী কাকে মনে হয়েছে তাঁর। তিনি বললেন, বেনেটদের বড় মেয়েটার সঙ্গে ঘরের আর কারও তুলনা চলে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন মিসেস বেনেট। তারপর মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ থেকে যোগ করলেন, 'অবশ্য কপালের কথা তো আর বলা যায় না! কার কপালে যে কি আছে!'

'বেচারা লিজি!' শার্লট বলল। 'ডার্সি আসলেই একটা ফালতু লোক।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় জানালেন মিসেস বেনেট। 'ওকে কেউ পছন্দ করেনি। মিসেস লং বলছিল তার পাশে নাকি আধ ঘন্টা বসে ছিল ব্যাটা, একটা কথাও বলেনি।'

'কথাটা বোধহয় ঠিক নয়, মা,' বলল জেন। 'আমি তো তাঁদেরকে কথা বলতে দেখেছি।'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'বলেছে, তবে না বলার মতই। কথা শুরু করেছিল মিসেস লং। সে জন্যে নাকি বেশ রেগেও গিয়েছিল ডার্সি।'

'মিস বিংলে বলছিল অচেনা লোকজনের সঙ্গে বেশি গল্প করতে পারে না ডার্সি,' বলল জেন।

'মিসেস লং-এর সঙ্গে কথা বলেনি সেটা কোন ব্যাপার নয়,' বলল শার্লট। 'তবে লিজির সঙ্গে ওর নাচা উচিত ছিল।'

'শোন, লিজি,' বললেন তার মা, 'আর কখনও নাচবি না ওর সঙ্গে, জীবনেও না।'

'সে আর বলে দিতে হবে না, মা।'

'তবে ওর গর্ব করার কারণও আছে,' বলল শার্লট। 'ভাল বংশের ছেলে, দেখতে সুন্দর, বড়লোক—গর্ব তো হতেই পারে।'

'ঠিক,' বলল এলিজাবেথ। 'আমাকে অপমান না করলে সহজেই মেনে নিতে পারতাম ব্যাপারটা।'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

পাঁচ

লং বার্নের মেয়েরা বেড়াতে গেল নেদারফিল্ডে। নেদারফিল্ডের মেয়েরাও লংবার্নে এল। মিসেস হার্স্ট আর মিস বিংলে জেনের ভক্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। অবশ্য মিসেস বেনেটকে অমার্জিত, মূর্খ মহিলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি ওরা। জেন আর এলিজাবেথ ছাড়া তাঁর অন্য মেয়েদেরকে কথা বলার যোগ্য মনে করেনি।

জেন মনে মনে খুব খুশি। কিন্তু এলিজাবেথের কাছে বিংলের দু বোনের ব্যবহার উদ্ধত এবং কৃত্রিম মনে হয়েছে। ওদেরকে পছন্দ করতে পারেনি সে। তার ধারণা জেনের সঙ্গে ছলনা করছে ওরা। তবে বিংলে যে জেনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও। জেন যদিও প্রকাশ করেনি তবে সেও যে দুর্বল হয়ে পড়েছে বিংলের প্রতি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই এলিজাবেথের।

ওদিকে ডার্সিও অনেকখানি নরম হয়ে এসেছে। প্রথম দেখায় এলিজাবেথকে তার যথেষ্ট সুন্দরী মনে না হলেও ইদানীং ওর চোখ দুটো টানছে তাকে। মেয়েটির ফিগারও চমৎকার, আচার-আচরণও মন্দ নয়। ফলে এলিজাবেথকে আরও বেশি জানার আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে সে।

লুকাস লজে দুজনের দেখা হল আবার। ঘরের এক প্রান্তে কজন তরুণী নাচছে, অফিসারদের সঙ্গে। অন্য প্রান্তে স্যার উইলিয়ামের পাশে দাঁড়িয়ে রইল ডার্সি। ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন তখন স্যার উইলিয়াম, এসময় ওদের দিকে এগিয়ে এল এলিজাবেথ।

'এই, এলিজাবেথ,' ডাকলেন স্যার উইলিয়াম, 'নাচছ না তুমি?' ডার্সির দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। 'মিস্টার ডার্সি,' বললেন তিনি। 'এ মেয়েটি কিন্তু চমৎকার পার্টনার হতে পারে।'

এলিজাবেথের হাত ধরলেন তিনি, এগিয়ে দিলেন ডার্সির দিকে। ডার্সি হয়ত আপত্তি করত না। কিন্তু ঝট করে সরে গেল এলিজাবেথ।

'স্যার উইলিয়াম,' নরম গলায় বলল সে, 'নাচতে ইচ্ছে করছে না। আমি আসলে পার্টনার খুঁজতে আসিনি।'

ওকে অনেক করে রাজি করানর চেষ্টা করলেন স্যার উইলিয়াম। ডার্সিও বিনীত অনুরোধ জানাল, কিন্তু সব অনুরোধ ফিরিয়ে দিল এলিজাবেথ। নাচবে না সে।

এলিজাবেথের প্রত্যাখ্যানে অসন্তুষ্ট হলো না ডার্সি, বরঞ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েটির প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ল তার।

ছয়

লং বার্ন থেকে মেরিটন শহর বেশি দূরে নয়। বেনেট কন্যারা সপ্তাহে প্রায় তিন চারবার যায় ওখানে, পায়ে হেঁটে। ওদের খালা মিসেস ফিলিপসের বাড়িতে। ছোট দুজন অর্থাৎ কিটি আর লিডিয়া প্রতিবারই শহর থেকে রঙিন সব খবর নিয়ে ঘরে ফেরে। এবার তাদের আলোচনার প্রধান খোরাক হচ্ছে একটি রেজিমেন্টের অফিসাররা। পুরো শীতকালটা শহরে কাটাবে তারা।

এক সকালে ওদের কথা কানে গেল মিস্টার বেনেটের। 'তোরা দুজন হচ্ছিস এক্কেবারে বোকা মেয়ে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন তিনি।

কিটি লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল, কিন্তু লিডিয়ার হুঁশ নেই। সে অফিসারদের কথা বকেই চলেছে।

'কি ব্যাপার বলো তো,' মিসেস বেনেট অবাক হলেন। 'ওদের বোকা বলছ কেন? ওরা মোটেও বোকা নয়, দুজনই খুব চালাক।'

'আমার মতে নয়।'

মিসেস বেনেট কিছু বলার আগেই এক ফুটম্যান ঘরে এসে ঢুকল। জেন বেনেটের জন্যে একটি চিরকুট আছে। নেদারফিল্ড থেকে পাঠানো হয়েছে। মিসেস বেনেটের দু চোখের তারা জ্বলে উঠল। চিরকুটটা নিয়ে পড়তে লাগল জেন। ও যখন পড়ছে তখন রীতিমত চেঁচাতে লাগলেন মিসেস বেনেট:

'কে পাঠিয়েছে রে? কি লিখেছে বিংলে? জলদি পড় না!'

'মিস বিংলে পাঠিয়েছে,' বলল জেন। জোরে জোরে পড়ে শোনাল চিরকুটটা:

'প্রিয় জেন,

আজ আমাদের বাসায় একবার আসবে? একসঙ্গে ডিনার করতে খুব ইচ্ছে করছে। আমার ভাই আর অন্যান্য ভদ্রলোকরা অফিসারদের সঙ্গে ডিনার করছে। আমরা দু বোন বড্ড একা পড়ে গেছি। যত শীঘ্রি সম্ভব চলে এসো।

তোমারই,
ক্যারোলিন বিংলে।'

'অফিসারদের সঙ্গে ডিনার!' ককিয়ে উঠল লিডিয়া। 'কই খালা তো কিছু বলল না।'

'মা, ক্যারিজটা নেয়া যাবে?' জানতে চাইল জেন।

'উঁহু। তুই বরং ঘোড়ায় চেপে যা, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। হলেই পোয়াবারো, রাতটা ওখানেই কাটাবি তুই।'

'বুদ্ধিটা ভালই,' মৃদু হেসে বলল এলিজাবেথ। 'কিন্তু তারপরও যদি জেনকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়?'

'কিভাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিসেস বেনেট। 'মিস্টার বিংলের শেইজটা রয়েছে মেরিটনে আর অন্যটার ঘোড়া নেই।'

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'আমি বরং কোচেই যাই।'

'কিন্তু, সুন্দরী তোর বাপ তো ঘোড়া দিতে পারবে না। ওগুলোকে ফার্মের কাজে লাগছে। কিগো, ঠিক বলেছি না?'

'ঠিকই বলেছ। তবে দরকার হলে দিতে পারি।'

'দিয়ো না,' বলল এলিজাবেথ, 'দিলে মায়ের বুদ্ধিটা মাঠে মারা যাবে।'

শেষ পর্যন্ত জেন ঘোড়ায় চেপেই রওনা হতে বাধ্য হল। মা দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানালেন ওকে। খারাপ আবহাওয়া কামনা করে নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। বিধাতা ফেরালেন না তাঁকে, তাঁর মনের আশা পূর্ণ করলেন। জেন বেশিদূর যেতে পারেনি, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বোনেরা তার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ল, কিন্তু মায়ের খুশি ধরে না। তাঁর হাসি গিয়ে ঠেকল দু কানে। সারাটা সন্ধ্যাই অবিরাম বর্ষণ হলো। বলাই বাহুল্য জেনের আর ফেরা হলো না।

'কি ফন্দিই না এঁটেছিলাম!' বারবার কথাটা বলতে লাগলেন মিসেস বেনেট। যেন বৃষ্টি নামানর কৃতিত্বটা পুরোপুরি তাঁরই। তবে তাঁর জন্যে আরও সুসংবাদ অপেক্ষা করছিল। পরদিন সকালে নাস্তার পরপরই এবাড়িতে লোক এল, নেদারফিল্ড থেকে। এবার চিরকুট এসেছে এলিজাবেথের জন্যে, জেন পাঠিয়েছে। জানিয়েছে গতকাল বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে তার। ফলে বান্ধবীরা তাকে আসতে দিতে রাজি হয়নি।

'জেনের কিছু হলে কিন্তু তুমি দায়ী থাকবে,' স্ত্রীকে বললেন মিস্টার বেনেট।

'কিছু হবে না!' খুশি খুশি গলায় বললেন ভদ্রমহিলা। 'সামান্য ঠাণ্ডায় কোন ক্ষতি নেই। তাছাড়া ওরা তো সেবা শুশ্রূষা করবেই। জেন যত বেশিক্ষণ ওখানে থাকবে ততই ভাল। ক্যারিজটা পেলে ওকে দেখতে যাব।'

এলিজাবেথ অবশ্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না। তক্ষুণি নেদারফিল্ডের উদ্দেশে রওনা দিল সে, হেঁটে। বৃষ্টির কারণে রাস্তা কাদা-পানিতে একাকার। দ্রুত পা চালাল এলিজাবেথ, ফলে কাপড়চোপড়ে কাদা আর পানি ছিটকে লেগে নোংরা হয়ে গেল। শেষমেষ নেদারফিল্ডে পৌঁছল। পথশ্রমে মুখ লাল হয়ে রয়েছে তার।

একজন কাজের লোক ওকে নাস্তার টেবিলে নিয়ে গেল। ওখানে জেন ছাড়া সবাই বসে রয়েছে। ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। সে এই প্যাচপেচে কাদার মধ্যে, সক্কাল বেলা তিন মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে শুনে; মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মিসেস হার্স্ট আর মিস বিংলে। ওদের ভাইকে সেজন্যে অবশ্য সন্তুষ্ট দেখাল। ডার্সি কোন কথা বলল না। এলিজাবেথের ক্লান্ত, লাল মুখটার প্রশংসা করল সে মনে মনে।

সারা রাত প্রায় নির্ঘুম কাটিয়েছে জেন। গায়ে জ্বর রয়েছে তার, সঙ্গে মাথা ব্যথা। ওর সঙ্গে তিনটে পর্যন্ত রইল এলিজাবেথ। তারপর বাড়ি ফেরার কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু অসুস্থ বোনকে রেখে চলে যেতে মন চাইছে না তার, জেনও বোনকে ছাড়তে রাজি নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এলিজাবেথকে নেদারফিল্ডে থাকার জন্যে অনুরোধ করল মিস বিংলে। খুশি মনে রাজি হলো সে। লংবার্নে লোক পাঠানো হলো। খবরটা জানাবে, দু বোনের জন্যে কাপড়ও নিয়ে আসবে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সাত

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ডিনারের সময় মিসেস হার্স্ট আর তার বোন জেনের জন্যে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করল। এলিজাবেথ অনুভব করল মন থেকে কথাগুলো বলছে না ওরা। তবে মিস্টার বিংলে যে সত্যিই উদ্বিগ্ন, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না তার। এলিজাবেথের প্রতিও অত্যন্ত আন্তরিক ব্যবহার করছে সে। তবে এলিজাবেথ বুঝল অন্যদের কাছে ও উটকো ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ডিনার শেষ হলে জানে বাঁচল সে, চলে গেল জেনের ঘরের দিকে।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ওর সমালোচনা শুরু করল মিস বিংলে। তার মতে এলিজাবেথের রূপ, গুণ, স্টাইল, আড্ডা জমানর ক্ষমতা কোন কিছুই নেই। সর্বান্তকরণে তার সঙ্গে একমত তো হলই মিসেস হার্স্ট আরও কিছু যোগ করলঃ

'একটাই গুণ আছে ওর—প্রচুর হাঁটতে পারে। সকালে ওকে যা দেখাচ্ছিল—জীবনে ভুলব না আমি।'

'ওর চুলগুলো দেখেছিলে? একেবারে পাগলের মত! আর স্কার্টটারও কাদা লেগে যা দশা হয়েছিল—' মিস বিংলে চাইল ডার্সির দিকে। 'মিস্টার ডার্সি, ধরুন আপনার বোন যদি ওভাবে আসত, ভাল লাগত আপনার?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'এতদূর হেঁটে এল! তাও আবার একা! কারণটা কি?'

'বোনকে দেখার জন্যে ছুটে এসেছে,' শান্তস্বরে বলল বিংলে।

'আমার মনে হয়, মিস্টার ডার্সি,' বলল মিস বিংলে, 'ওর চোখ দুটোর প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছেন আপনি। ওর আজকের এই অভিযানের ফলে।'

'একটুও না,' বলল ডার্সি। 'হাঁটার কারণে ওর চোখ দুটো আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

দু বোন মুখে কুলুপ আঁটল। খানিক বাদে মিসেস হার্স্ট বলল, 'যাই বলুন না কেন জেনকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি চাই ভাল ঘরে ওর বিয়ে হোক। কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। ওর বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনদের তো দেখলাম, একেবারে ছোটলোক।'

'সেক্ষেত্রে বেচারির কপাল খারাপ,' বলল ডার্সি। চিন্তিত দেখাল বিংলেকে। কিছু একটা ভাবছে, চুপ করে রইল সে। দু বোন সমর্থন করল ডার্সিকে। পরবর্তী কিছুক্ষণ দু বোন মিলে 'প্রিয়' বান্ধবীর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হাসাহাসি করল।

আট

এলিজাবেথ রাতের বেশিরভাগ সময় বোনের ঘরে কাটাল। সকালের দিকে জেনকে খানিকটা সুস্থ মনে হলো। এলিজাবেথ তখুনি চিঠি লিখে পাঠাল লংবার্নে। মাকে আসতে বলল, জেনকে দেখার জন্যে।

মিসেস বেনেট তাঁর ছোট দু মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন নেদারফিল্ডে।

জেনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দেখলে ভেঙে পড়তেন তার মা। কিন্তু যখনই বুঝতে পারলেন চিন্তার কিছু নেই, তখনই তাঁর মনে হলো এত তাড়াতাড়ি জেনের সেরে ওঠা ঠিক হবে না। তাঁর মেয়ে নেদারফিল্ডে যত বেশিক্ষণ থাকবে ততই মঙ্গল।

জেনের সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় কাটালেন মিসেস বেনেট। তারপর মিস বিংলের আমন্ত্রণে নাস্তার টেবিলে গেলেন।

'কেমন দেখলেন ওকে?' জানতে চাইল বিংলে।

'ভাল না খুব একটা,' গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা। 'ওকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করাটা ঠিক হবে না।'

'তা তো অবশ্যই,' বলে উঠল বিংলে। 'তাছাড়া আমার বোনেরাও ওকে এ অবস্থায় যেতে দেবে না।'

তাকে বারবার করে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানালেন মিসেস বেনেট। তারপর খুশিতে বাকবাকুম করতে করতে বাড়ি ফিরে গেলেন।

এদিনটাও কেটে গেল আগের দিনের মতই। বেশির ভাগ সময় বোনের ঘরে রইল এলিজাবেথ। সন্ধ্যায় ড্রইংরুমে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। ডার্সি চিঠি লিখছে। কাছেই বসে তাকে লক্ষ করছে মিস বিংলে। মিস্টার হার্স্ট আর বিংলে তাস খেলতে ব্যস্ত। খেলা দেখছে মিসেস হার্স্ট।

সময় কাটানর জন্যে সুঁই সুতো নিয়ে বসল এলিজাবেথ। ওর কানে এল মিস বিংলে আর ডার্সির কথাবার্তাঃ

'চিঠি পেয়ে খুব খুশি হবে আপনার বোন।'

ডার্সি জবাব দিল না।

'আপনি খুব দ্রুত লেখেন দেখছি।'

'ভুল বললে। আমার হাত চলতেই চায় না।'

'আপনাকে অনেক চিঠি লিখতে হয়। বিজনেস লেটারও। এত চিঠি লিখতে হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।'

'ভাগ্যিস লিখতে হয় না!' খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মিস বিংলে। তারপর আবার শুরু করলঃ

'আপনার বোনকে লিখে দিন, ওকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।'

'লিখেছি।'

'ওকে কি সব সময়ই এত লম্বা লম্বা আর মজার চিঠি পাঠান?'

'লম্বা চিঠি পাঠাই। মজার কিনা জানি না।'

চিঠি লেখা শেষ হলে ডার্সি মিস বিংলেকে পিয়ানো বাজাতে অনুরোধ করল। সে বাজাতে শুরু করলে তার সঙ্গে গলা মেলাল মিসেস হার্স্ট। পুরোটা সময়ই এলিজাবেথ অনুভব করল ডার্সির চোখ জোড়া তার ওপর স্থির। ও বুঝতে পারল না কারণটা কি। ও কি এমন কিছু করেছে বা করছে যা এদের কাছে অস্বাভাবিক? করলেও ক্ষতি নেই, কিছু যায় আসে না। ডার্সিকে খুশি করতে ঠেকা পড়েনি ওর।

মিস বিংলে তখন স্কটিশ নাচের চমৎকার একটা বাজনা বাজাচ্ছে। এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে এল ডার্সি। 'নাচবেন?' প্রশ্ন করল সে।

মৃদু হাসল এলিজাবেথ। জবাব দিল না। প্রশ্নটা আবারও করল ডার্সি। অবাক হয়েছে তার নীরবতায়।

'প্রথমবারই শুনেছি,' শান্তস্বরে এবার উত্তর দিল এলিজাবেথ। 'কিন্তু কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। আপনি চাইছিলেন আমি "হ্যাঁ" বলি, তাতে আমাকে

বেহায়া ভাবতে সহজ হত আপনার।' সামান্য থামল সে, 'কাজেই আমি "না" বলছি। আমাকে এখন যাচ্ছেতাই ভাবতে পারেন।'

'সে সাহস আমার নেই।'

এলিজাবেথ ডার্সিকে আঘাত দিতে চাইলেও ব্যর্থ হলো। ওর প্রতি ডার্সির আকর্ষণ বরঞ্চ বাড়ল এতে। ডার্সি ইদানীং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, মেয়েটির আত্মীয় স্বজনরা যদি নিচু শ্রেণীর না হত; তবে এতদিনে হয়ত সে ওর প্রেমে পড়ে যেত।

পুরো ব্যাপারটা মিস বিংলের নজর এড়ায়নি। এলিজাবেথকে এ মুহূর্তে অসহ্য লাগছে তার। ঈর্ষান্বিত মিস বিংলে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, 'প্রিয়' বান্ধবী জেনের খবরাখবর নেয়ার ছুতোয়।

পরদিন সকালে জেনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হল অনেকখানি। হাঁফ ছাড়ল সবাই। মিস্টার বিংলের ক্যারিজে চেপে বাড়ি ফিরে এল দুবোন। জেনকে দেখে মোটেও খুশি হতে পারলেন না তার মা। তিনি বললেন এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা ওর উচিত হয়নি। মিস্টার বেনেট অবশ্য দু মেয়ে ফিরে এসেছে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। ওদের অভাবে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন তিনি। এ দুজনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পান ভদ্রলোক। তাঁর মতে স্ত্রী আর বাকি তিন মেয়ের মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের সঙ্গে তাই কথা বলা না বলা সমান।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

নয়

'শোনো,' পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে মিস্টার বেনেট বললেন স্ত্রীকে। 'আজ একজন মেহমান আসবে। ভাল খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'কে আসবে? শার্লট লুকাসের কথা বলছ? ও তো আমাদের বাড়ির মেয়ের মতই।'

'ও নয়। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস বেনেটের মুখ। 'বুঝতে পেরেছি, বিংলের কথা বলছ। কিরে, জেন, খবরটা এতক্ষণ পেটের মধ্যে রাখলি কিভাবে? আমি এক্ষুণি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

'বিংলের কথা বলছি না। এমন একজন আসবে যাকে আগে কোনদিন দেখিনি।'

তাঁর দিকে গোল গোল চোখ করে তাকাল স্ত্রী আর মেয়েরা। মিস্টার বেনেটের স্বভাবই এই, একটা কিছু বলে সবাইকে চমকে দিতে চান।

'মিস্টার কলিন্স আসছে, আমার কাজিন। আমি মরলেই যে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে এবাড়ি থেকে।'

কথাটা সত্যি। মিস্টার বেনেটের যেহেতু কোন পুত্রসন্তান নেই, সেহেতু তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তাঁর সবচেয়ে কাছের পুরুষ আত্মীয়।

'ভাবতেই অসহ্য লাগছে, জঘন্য লোক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস বেনেট।

'ওর চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছি। তাতে হয়ত ওর সম্পর্কে মত কিছুটা বদলাতেও পারে তোমার।'

মিস্টার বেনেট মিস্টার কলিন্সের পাঠানো চিঠিটা জোরে পড়ে শোনালেন:

দ্য হানসফোর্ড পারসোনেজ;
কেন্ট।
১৫ অক্টোবর।

প্রিয় স্যার,

আমার প্রতি আপনার পরিবারের বিরূপ মনোভাব সব সময়ই পীড়া দিয়েছে আমাকে। আমি সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চাই। তার অবশ্য কারণও রয়েছে একটা।

আমি এখন যাজকের কাজ করছি। লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ নামে এক ভদ্রমহিলা হানসফোর্ড পারসোনেজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমার ওপর। তাঁর অসীম দয়া, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

যাজক হিসেবে আমার দায়িত্ব, সুষ্ঠু সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা। আমি জানি আপনার মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না। করার কথাও নয়। অচেনা অপরিচিত এক লোক যদি বাবার সম্পত্তি হাতিয়ে নেয় তবে কে সেটা সহ্য করতে পারে, বলুন। ওদের এ নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করবেন। আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষাতে বিস্তারিত আলাপ করব।

আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি আগামী ১৮ নভেম্বর, সোমবার দিন বিকেল চারটের দিকে আপনাদের বাড়িতে আসতে চাই। আমার ইচ্ছে আপনাদের সবার সঙ্গে শনিবার পর্যন্ত কাটানো।

আপনার স্ত্রী এবং মেয়েদের জন্যে আমার শুভেচ্ছা রইল।

আপনার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী
উইলিয়াম কলিন্স।

'ও চারটের দিকে আসবে,' চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বললেন মিস্টার বেনেট। 'চিঠি পড়ে মনে হয়েছে খুব ভদ্র ছেলে।'

'মেয়েদেরকে সম্পত্তির ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছে,' চিন্তিত মুখে বললেন মিসেস বেনেট।

'তাতে লাভ কি?' প্রশ্ন করল জেন। 'আইনগতভাবে সব তো তারই প্রাপ্য।'

মিস্টার কলিন্সের আগমনের জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ও বাড়িতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা একদম শান্ত রইলেন মিসেস বেনেট। তাঁকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাল। চিঠিটা পড়ার আগ পর্যন্ত মিস্টার কলিন্সকে যিনি 'জঘন্য লোক' বই আর কিছু ভাবতে পারছিলেন না, তাঁর এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সবাই।

দশ

নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছলেন মিস্টার কলিন্স। লম্বা, শক্ত সমর্থ এক যুবক। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। ভদ্রলোক গম্ভীর অথচ বিনীত। সকলকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত মনে হল তাঁকে।

মিসেস বেনেটের সুন্দরী মেয়েদের প্রশংসা করতে বেশি দেরি করলেন না তিনি।

'কোন সন্দেহ নেই,' মিসেস বেনেটকে বললেন ভদ্রলোক, 'যোগ্য জামাই পাবেন আপনি, পাঁচ মেয়ের জন্যেই।'

'তাই তো চাই সব সময়,' বললেন মিসেস বেনেট, 'এখন দেখা যাক কপালে কি আছে।'

'আপনার মেয়েদের দেখার জন্যেই কিন্তু আমার আসা। পরে কথা...'

ডিনার বেল থামিয়ে দিল মিস্টার কলিন্সকে। ডাইনিংরুমে গেল সকলে। রান্না থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, ছবি প্রত্যেকটা জিনিসেরই প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। মিসেস বেনেট খুশিতে গদগদ হতে গিয়েও পারলেন না। কারণ সব কিছুই একদিন মিস্টার কলিন্সের খপ্পরে চলে যাবে।

ডিনারের সময় খুব একটা কথা বলেননি মিস্টার বেনেট। খাওয়া শেষে আলাপ জুড়লেন, 'লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গের খুব ভক্ত আপনি, তাই না? চিঠি পড়ে মনে হলো।'

লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ মিস্টার কলিন্সের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। তাঁর কথা উঠতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তিনি। ভদ্রমহিলার দয়ার শরীর! এমন ভালমানুষ হয় না! দুবার তিনি মিস্টার কলিন্সকে দাওয়াত করে খাইয়েছেন! একবার পারসোনেজে এসে দেখাও করে গেছেন। ভদ্রমহিলা সব সময় ভাল চান মিস্টার কলিন্সের। বলেছেন তাঁর বিয়ে করা উচিত!

মনে হলো অনন্তকাল ধরে যেন লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গের প্রশস্তি গেয়ে যেতে পারবেন মিস্টার কলিন্স। মন দিয়ে শুনতে লাগলেন মিস্টার বেনেট। লোকটির ছেলেমানুষীতে আমোদ পাচ্ছেন তিনি। এতক্ষণ ভ্যাজর ভ্যাজর শোনার পর মুখ খুললেন মিসেস বেনেট।

'লেডি ক্যাথরিনের ছেলে মেয়ে নেই?'

'ছেলে নেই, একটামাত্র মেয়ে। সব সম্পত্তির মালিক হবে ভবিষ্যতে। বেচারি অসুস্থ, গ্রামের বাড়িতে থাকে। নইলে লন্ডনের লোকদের মাথা ঘুরিয়ে ছাড়ত।'

মিস্টার বেনেট অনেক শুনেছেন, এবার আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। মিস্টার কলিন্সকে তিনি অনুরোধ করলেন কিছু একটা পড়ে শোনাতে। লিডিয়া একটা বই তুলে দিল তাঁর হাতে। কিন্তু নামটা দেখেই আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'আমি উপন্যাস পড়ি না,' তীক্ষ্ণস্বরে বললেন তিনি। তাঁকে বলা হলো নিজের পছন্দসই বই বেছে নিতে। ধর্মোপদেশের বই তুলে নিলেন তিনি। তারপর ওটা থেকে পড়ে চললেন একঘেয়ে স্বরে। তিনি পৃষ্ঠা তিনেক পড়ার পর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল লিডিয়ার। মায়ের দিকে ফিরে বলল সে, 'মা, কাল আমি মেরিটন যাব।'

বাধা পড়ায় আহত হলেন মিস্টার কলিন্স। পড়া থামালেন। লিডিয়ার হয়ে ক্ষমা চাইলেন মিসেস বেনেট, তাঁকে পড়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

এগারো

নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা মিস্টার কলিন্সের। হানসফোর্ডের যাজক হয়ে নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক ভাবতে শুরু করেছেন তিনি।

মিস্টার বেনেটের কোন একজন মেয়েকে বিয়ে করার খায়েশে লংবার্নে এসেছেন ভদ্রলোক। বিয়ে করলে খুশি হবেন লেডি ক্যাথরিন, তিনি নিজেও খুশি হবেন। তাঁর বাড়িটা দেখা শোনার জন্যে কাউকে দরকার, তাঁকে দেখাশোনার জন্যেও। তাছাড়া বেনেট কন্যাদের কাউকে বিয়ে করলে নিজেকে উদার প্রমাণ

করা সহজ হবে। কারণ সেক্ষেত্রে বেনেটদের সম্পত্তি নিজেদের লোকের কাছেই থাকছে।

মিস্টার কলিন্সের প্রথম পছন্দ জেন। মিসেস বেনেট যখন বললেন শীঘ্রিই হয়ত বাগদান হয়ে যেতে পারে ওর, তখন মত বদলালেন মিস্টার কলিন্স। পাত্রী খুঁজতে দেরি হল না তাঁর। এবারের পছন্দ এলিজাবেথ।

পরদিন সকালে বেনেট কন্যাদের সঙ্গে মেরিটনের দিকে হাঁটা দিলেন মিস্টার কলিন্স। সারাটা রাস্তাই বকবক করে গেলেন ভদ্রলোক। ভদ্রতা করে শুনলও মেয়েরা। কিন্তু মেরিটনে পৌঁছা মাত্রই তাঁর প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারাল ওরা।

ছোট তিন মেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে। হঠাৎ সবার নজর পড়ল এক আগন্তুকের ওপর। মিস্টার ডেনির সঙ্গে হাঁটছে লোকটি। লম্বা, সুদর্শন।

মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে দাঁড়িয়ে পড়ল লোক দুজন। মিস্টার ডেনি ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন লোকটির সঙ্গে। উইকহ্যাম তার নাম। মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের ভজিয়ে ফেলল সে।

ওরা যখন কথা বলছে তখন ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। বিংলে আর তার বন্ধু ডার্সি দুটো ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঘোড়ার রাশ টানল ওরা। বিংলে জেনকে বলল ওকে দেখতেই যাচ্ছিল সে, লংবার্নে। ডার্সি যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে এলিজাবেথের দিকে চাইবে না। সে একদৃষ্টে উইকহ্যামকে দেখতে লাগল। উইকহ্যামও চাইল ওর দিকে। এলিজাবেথ অবাক হয়ে লক্ষ করল দুজনেরই চেহারার রং বদলে গেছে। একজনের মুখ সাদা হয়ে গেছে, অন্য জনেরটা লাল। এর কারণ কি?

বিংলে অবশ্য কিছুই খেয়াল করল না। সে জেনের সঙ্গে গল্পে মশগুল। মিনিট কয়েক বাদে চলে গেল দু বন্ধু।

মিস্টার ফিলিপসের বাসায় মেয়েদেরকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল উইকহ্যাম আর মিস্টার ডেনি। বোনঝিদের দেখে খুশি হয়ে উঠলেন মিসেস ফিলিপস, সব সময়ই হন। বড় দুজনকে বেশ কয়েকদিন পর দেখলেন তিনি। তাদেরকে আদর করে বসালেন। মিস্টার কলিন্সকেও সাদর আমন্ত্রণ জানানো হলো। ছোট তিন বোন খালার কাছে শুধু উইকহ্যামের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। তাদেরকে এ ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারলেন না খালা। তবে কথা দিলেন পরদিন সন্ধ্যায় দাওয়াত দেবেন উইকহ্যামকে, অন্যান্য অফিসারদেরও। মিস্টার কলিন্স এবং মেয়েদেরকেও নিমন্ত্রণ করলেন তিনি।

•

বারো

পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা খোশ মেজাজে মেরিটনের উদ্দেশে রওনা দিল। ক্যারিজে তাদের পাশে গোমড়ামুখে বসে রইলেন মিস্টার কলিন্স। তাঁর কথায় কান দিচ্ছে না কেউ। সবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পার্টির চিন্তা। তবে মিস্টার কলিন্সের কথা মন দিয়ে শোনার ভান করতে ভুলছে না ওরা।

ওদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন খালা। গল্পগুজব করে সময় কাটাতে লাগল ওরা। কিন্তু উইকহ্যাম ঘরে ঢুকতেই আলো হয়ে গেল যেন চারদিক। উজ্জ্বল হয়ে

উঠল মেয়েদের মুখ, জ্বলে উঠল সব কটা চোখ। সব অফিসারদের মধ্যে উইকহ্যামকে ঠিক যেন রাজপুত্রের মত লাগছে।

বেশির ভাগ অতিথিই কার্ড খেলতে বসে পড়ল। এলিজাবেথ অবশ্য খেলছে না। ওর পাশে এসে বসল উইকহ্যাম। নানা মজাদার বিষয় টেনে এনে খানিকক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে তুলল সে। ওর কথাগুলো যেন গিলতে লাগল এলিজাবেথ। ডার্সির সঙ্গে উইকহ্যামের সম্পর্ক কি জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে সে। দুজনের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন, সেটাই জানার কৌতূহল ওর। তবে মুখ খুলল না ও। খানিক বাদে উইকহ্যামই তুলল ডার্সির কথা।

প্রথমে জিজ্ঞেস করল মেরিটন থেকে নেদারফিল্ডের দূরত্ব কিরকম হতে পারে। তারপর জানতে চাইলঃ

'ডার্সি ওখানে কদ্দিন ধরে আছে?'

'এই তো মাস খানেক হবে,' জবাব দিল এলিজাবেথ। তারপর যোগ করল, 'ডার্বিশায়ারে ওঁর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ। পেমবার্লিতে ওর এস্টেট। বছরে পাক্কা দশ হাজার পাউন্ড আসে ওখান থেকে। আমি ওদেরকে ভাল করে চিনি।'

ওর দিকে চমকে চাইল এলিজাবেথ।

'অবাক হচ্ছেন বুঝি? কাল ওর চেহারা দেখে কিছু বোঝেননি? ওকে কতখানি চেনেন আপনি?'

'খুব একটা না। তবে এটুকু জানি ভদ্রলোক ডাঁটিয়াল।'

'ঠিকই বলেছেন।' এক মুহূর্ত চুপ রইল উইকহ্যাম। তারপর প্রশ্ন করল, 'ও নেদারফিল্ডে অনেকদিন থাকবে নাকি?'

'তা জানি না। ওঁর কারণে এখান থেকে নিশ্চয়ই চলে যাবেন না আপনি?'

'তা তো নয়ই। ওকে এড়ানর প্রয়োজন নেই আমার। ও-ই বরং আমাকে এড়িয়ে চলবে। ও আমার সঙ্গে যা জঘন্য ব্যবহার করেছে—আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি। কিন্তু নিজের বাবার সঙ্গে ওর দুর্ব্যবহার কিছুতেই মানা যায় না।'

পরম আগ্রহে ওর কথা শুনছে এলিজাবেথ। ওর আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হল উইকহ্যাম। বলে চললঃ

'আমার কপালটাই খারাপ, মিস বেনেট। অফিসারের জীবন আমার জন্যে নয়। আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করা হয়েছে গির্জার জন্যে। ওই ডার্সি বাগড়া না দিলে আজ আমি গির্জার যাজক হতাম।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। ডার্সির বাবা উইলে আমার জন্যে একটা পারসোনেজ রেখে গেছেন। খুব ভালবাসতেন আমাকে, পেলে পুষে বড় করেছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। পারসোনেজটা দিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য আরেকজনকে।'

'সে কি! উকিলের কাছে যাননি কেন? ওটা তো আইনত আপনারই।'

'উইলে পরিষ্কার করে কিছু বলা ছিল না। সেটারই সুযোগ নিয়েছে ডার্সি। আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার ব্যবহার নাকি খারাপ! আসল ব্যাপার ও আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না, আমাকে ঘৃণা করে।'

'দুঃখজনক!' বলে উঠল এলিজাবেথ। 'ব্যাপারটা সবাইকে জানানো দরকার।'

'আমি কিছুই বলব না। যে ভদ্রলোককে এত বেশি শ্রদ্ধা করি, তাঁর ছেলের

বিরুদ্ধে কিছু বলি কিভাবে?'

'আপনার মনটা খুব ভালো।'

এলিজাবেথের প্রশংসায় উদ্দীপ্ত হল উইকহ্যাম। বলতে লাগলঃ

'আমাদের দুজনেরই জন্ম পেমবারলিতে। এক সঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। আমার বাবা ওদের সরকার ছিলেন, খুব বিশ্বস্ত। বাবা মারা গেলে ডার্সির বাবা আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। কারণ বাবাকে খুব পছন্দ করতেন তিনি, আমাকেও ভালবাসতেন।'

'মিস্টার ডার্সির খুব অহংকার,' বলল এলিজাবেথ। 'ভদ্রলোক যদি সৎ হতেন তবে অহংকার করলে মানাত।'

'আমারও একই কথা,' বলল উইকহ্যাম। 'তবে প্রজাদের প্রতি ও খুব উদার আর বোনটাকেও অসম্ভব ভালবাসে।'

'তাঁর বোনটা কেমন?'

উইকহ্যাম দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'ভাল বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু মেয়েটি ঠিক তার ভাইয়েরই মত—ভীষণ দেমাগী। দেখতে সুন্দর, বয়স এই পনেরো ষোলো হবে। খুব চালু মেয়ে!'

'মিস্টার ডার্সির সঙ্গে মিস্টার বিংলের এত বন্ধুত্ব হল কি করে, বুঝে পাই না। তাঁর বোধহয় জানা নেই মিস্টার ডার্সি কেমন লোক।'

'একদম ঠিক। ডার্সি আবার একেকজনের সঙ্গে একেক রকম। ভোল পাল্টাতে ওস্তাদ।'

ইতোমধ্যে তাস খেলা শেষ হয়েছে। এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে এলেন মিস্টার কলিন্স, কথা বলতে লাগলেন। তারপর কথা বলার জন্যে ফিরলেন মিসেস ফিলিপসের দিকে। তাঁর মুখে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গের নাম। নামটা কানে গেল উইকহ্যামের।

'মিস্টার কলিন্স ভদ্রমহিলাকে চেনেন নাকি?' এলিজাবেথকে প্রশ্ন করল সে। তারপর বলল, 'লেডি ক্যাথরিন ডার্সির খালা। তিনি চান ডার্সির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে।'

কথাটা শুনে মৃদু হাসল এলিজাবেথ। 'বেচারী মিস বিংলে!' ভাবল সে, 'তোমার পোড়া কপাল!'

রাতের খাবার এল। উইকহ্যাম অন্য মেয়েদের সঙ্গ দিতে লাগল। ওকে লক্ষ করছে এলিজাবেথ। কত সুন্দরভাবে সবার সঙ্গে মিশে যায়, ব্যবহারও কত মিষ্টি। সে রাতে বাড়ি ফিরে এল এলিজাবেথ, মানসপটে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে উইকহ্যামের সুন্দর মুখটা।

তেরো

পরদিন সকাল। এলিজাবেথ উইকহ্যামের কথাগুলো খুলে বলল জেনকে। জেন তো বিশ্বাসই করতে চাইল না। 'কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে,' বলল সে। 'মিস্টার বিংলে অমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই পারেন না।' কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগছে উইকহ্যামের মত ভদ্রলোকই বা মিথ্যে বলবে কেন?

ওদের আলোচনা থেমে গেল বিংলে আর তার বোনদের আগমনে। বেনেটদেরকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে তারা, নেদারফিল্ডে বল হবে।

সবাই খুশি হয়ে উঠল, বিশেষ করে মিসেস বেনেট। তাঁর বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তাঁর ধারণা, জেনের জন্যেই পার্টি দেয়া হচ্ছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল জেন। এলিজাবেথও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল, উইকহ্যামের সঙ্গে নাচবে।

এলিজাবেথ খুব একটা কথা বলে না মিস্টার কলিন্সের সঙ্গে। কিন্তু পার্টির উত্তেজনায় তাঁকে সে জিজ্ঞেস করে বসল নেদারফিল্ডে তিনি যাবেন কিনা। নাচের অনুষ্ঠানে ভদ্রলোক যাবেন শুনে অবাক হল। 'তোমার সঙ্গে বার দুয়েক নাচব আমি,' বললেন মিস্টার কলিন্স।

রাজি হতে হলো এলিজাবেথকে। মিস্টার কলিন্সের সঙ্গে নাচতে হবে ভেবে মনটা বিষিয়ে উঠল তার। তবে তার চেয়েও বেশি পীড়া দিচ্ছে একটি চিন্তাঃ হানসফোর্ড পারসোনেজের কর্ত্রী হওয়ার জন্যে সবার মধ্য থেকে কি ওকেই বেছে নিয়েছেন মিস্টার কলিন্স?

চোদ্দ

নেদারফিল্ডের পার্টির সন্ধ্যা সেদিন। লংবার্নের মেয়েরা প্রচুর সময় নিয়ে সাজল। যখন বলরুমে প্রবেশ করল তখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে ওরা।

ঢুকেই উইকহ্যামকে খুঁজতে লাগল এলিজাবেথ। কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে, উইকহ্যাম নেই। ওকে কি দাওয়াত দেয়া হয়নি? লিডিয়ার আবার লাজ লজ্জা কম। সে মিস্টার ডেনিকে সোজা উইকহ্যামের কথা জিজ্ঞেস করে বসল।

'ও লন্ডনে গেছে, কাজে,' মিস্টার ডেনি বললেন। 'তবে,' যোগ করলেন তিনি, 'বিশেষ একজন ভদ্রলোককে এড়ানও একটা কারণ।'

মুষড়ে পড়ল এলিজাবেথ। মিস্টার কলিন্স এ সময় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নাচতে অনুরোধ করলেন তাকে। এলিজাবেথ নেচে বুঝল ভদ্রলোক একেবারে আনাড়ি। পা মাড়িয়ে দিলেন ওর, উল্টো পাল্টা নাচ নাচতে লাগলেন।

এলিজাবেথ পরে একজন অফিসারের সঙ্গে নাচল। উইকহ্যামের কথা উঠলে লোকটি বলল, 'খুব ভাল মানুষ, সবাই পছন্দ করে ওকে।'

এরপর ডার্সি নাচতে চাইল ওর সঙ্গে। অনেকটা ঘোরের মধ্যেই রাজি হয়ে গেল এলিজাবেথ। নাচ শেষ না হওয়া তক চুপ করে রইল ডার্সি। তারপর জানতে চাইল ওরা প্রায়ই মেরিটনে বেড়াতে যায় কিনা। 'হ্যাঁ,' বলল এলিজাবেথ। তারপর যোগ করল, 'যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হলো ওখানে, সেদিন উইকহ্যাম নামে একজন অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের।'

'ও বন্ধুত্ব করতে ওস্তাদ,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ডার্সি। 'তবে সেটা কতখানি টেকসই সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আপনার সঙ্গে উনি বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখেননি এটা স্পষ্ট বোঝা যায়,' বলল এলিজাবেথ।

জেনকে খুঁজতে চলে গেল ও। দেখতে পেল পার্টি দারুণ উপভোগ করছে ওর

বোন। খুশি হয়ে উঠল এলিজাবেথের মন।

'মিস্টার উইকহ্যামের কথা জানতে পারলে আর কিছু?' প্রশ্ন করল সে।

'মিস্টার বিংলে ওকে চেনেন না বড় একটা। শুধু এটুকু বললেন লোক নাকি সুবিধের নয় ও।'

'মিস্টার বিংলে আদৌ চেনেন ওকে?'

'না। সেদিনই প্রথম দেখেছেন।'

'তবে ডার্সির কথাগুলোই বলেছেন তিনি। আমি উইকহ্যামকে বিশ্বাস করি। তাকে ঠকিয়েছে ডার্সি।'

দু বোনে কথা হল আরও খানিকক্ষণ। তারপর জেনকে ডেকে নিয়ে গেল বিংলে। এলিজাবেথ গেল শার্লট লুকাসের সঙ্গে গল্প করতে। ওরা যখন কথা বলছে তখন হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে ছুটে এলেন মিস্টার কলিন্স।

'এইমাত্র শুনলাম,' বললেন তিনি, 'লেডি ক্যাথরিনের বোনপো রয়েছেন এখানে। তাঁর সঙ্গে কথা আছে আমার। তাঁকে বলা দরকার কদিন আগে তাঁর খালা ভাল ছিলেন, সুস্থ ছিলেন।'

এলিজাবেথ তাঁকে নিরস্ত করতে চাইল। 'অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন না মিস্টার ডার্সি,' বলল সে। কিন্তু তার কথা শোনার পাত্র নন মিস্টার কলিন্স। গেলেন তিনি। শীতলভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলো ডার্সি। নিজের আত্মীয়ের আদিখ্যেতা দেখে মরমে মরে গেল এলিজাবেথ।

ব্যাপারটিকে মন থেকে তাড়ানর জন্যে অন্য চিন্তায় ডুবে গেল সে। বিংলে আর জেনের কথা ভাবতে লাগল। এটা পরিষ্কার বিংলে পছন্দ করে জেনকে। জেনও করে, তবে গোপনে; প্রকাশ করতে চায় না। এ ব্যাপারে মিসেস বেনেটেরও কোন সন্দেহ নেই। খাবার সময় কথা ওঠালেন তিনি। তাঁর পাশে বসা লেডি লুকাসকে বললেন শীঘ্রিই ওদের বিয়ে করা উচিত। কাছেই ছিল ডার্সি, কথাটা কানে গেল তার। সেটা লক্ষ করে এলিজাবেথ লজ্জায় লাল। ওর মায়ের কোন আক্কেল-পছন্দ নেই!

খাওয়া শেষে আরও বেশি লজ্জা পেতে হলো এলিজাবেথকে। তার বোন মেরি সবার উদ্দেশে গান পরিবেশন করল, দুর্বল কণ্ঠে। দুটো গান গাইল সে। আরও গাইত, যদি না এলিজাবেথ ওর বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সবাইকে বিরক্ত করে ছেড়েছে মেরি। মিস বিংলে আর মিসেস হার্স্টের চোখে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য ফুটে উঠতে দেখল এলিজাবেথ।

বাকিটা সময় এলিজাবেথের কাছেপিঠে ঘুরঘুর করলেন মিস্টার কলিন্স। মেজাজ খিচড়ে গেল ওর। ভদ্রলোকের সঙ্গ অসহ্য ঠেকছে ওর কাছে। ভাগ্যক্রমে শার্লট লুকাস যোগ দিল ওদের সঙ্গে। মিস্টার কলিন্সের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প কবল সে।

এলিজাবেথের কাছে পার্টি অসহ্য ঠেকলেও মিসেস বেনেট খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি নিশ্চিত, আগামী তিন চার মাসের মধ্যেই বিংলে তাঁর বড় মেয়ের জামাই হতে যাচ্ছে। আর এলিজাবেথ তো মিস্টার কলিন্সকে বিয়ে করছেই। তবে আর ভাবনা কিসের?

এলিজাবেথ ওর বাপের প্রিয়পাত্রী। কিন্তু মিসেস বেনেট পাঁচ মেয়ের মধ্যে ওকে সবচেয়ে কম ভালবাসেন। তাঁর ধারণা, এলিজাবেথের তুলনায় মিস্টার কলিন্স যথেষ্ট উপযুক্ত।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

পনেরো

পরদিন মিস্টার কলিন্স বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

এলিজাবেথ, তার মা আর কিটি বসে ছিল নাস্তার টেবিলে। মিস্টার কলিন্স এলেন এ সময়।

'ম্যাডাম,' শান্তস্বরে তিনি ডাকলেন মিসেস বেনেটকে, 'আমি এলিজাবেথের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই, আপনার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের?' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'অবশ্যই কথা বলবেন। চল, কিটি আমরা ওপরে যাই।'

হন্তদন্ত হয়ে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর ছেড়ে, এলিজাবেথ থামাল তাঁকে।

'যেয়ো না, মা। মিস্টার কলিন্সের সঙ্গে আমার এমন কোন কথা নেই যা অন্যদের শোনা বারণ, সেরকম হলে আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।'

'বলিস কি!' আঁতকে উঠলেন মিসেস বেনেট। 'বোকামি করিস না, লিজি। মিস্টার কলিন্স কি বলতে চান শোন।'

বসে পড়ল এলিজাবেথ, খুকখুক করে কেশে নিয়ে বলতে শুরু করলেন মিস্টার কলিন্সঃ

'বিশ্বাস করুন, মিস এলিজাবেথ, আপনার বিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ বাড়িতে ঢুকেই আপনাকে আমি বেছে নিয়েছি, আমার জীবন সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে। আমার বিয়ে করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, সব যাজকেরই উচিত অন্যদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করা। দ্বিতীয় কারণ, বিয়ে করলে সুখী হতে পারব, শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিয়ে করলে লেডি ক্যাথরিন খুব খুশি হবেন। তিনিই আমাকে বিয়ে করতে বলেছেন কিনা। তিনি আমার জন্যে অনেক করেছেন, আপনার জন্যেও করবেন।' লেডি ক্যাথরিনের কথা বলে সন্তুষ্ট হলেন মিস্টার কলিন্স। বলে চললেন তিনিঃ

'আমি অবশ্য হানসফোর্ডের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারতাম। আপনাকে পছন্দ করেছি কারণ আমি আপনার বাবার উত্তরাধিকারী। আমাকে বিয়ে করলে তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ভোগ করবেন। জানি আপনার নামে কিছুই নেই, কিন্তু কথা দিচ্ছি সেজন্যে কখনও ছোট করব না আপনাকে। আমি...'

আর সহ্য করতে পারল না এলিজাবেথ। থামাতে বাধ্য হলো তাঁকে।

'আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার,' বলল সে। 'কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না।'

মৃদু হেসে হাত নাড়লেন মিস্টার কলিন্স।

'বুঝেছি,' বললেন তিনি। 'লজ্জা পাচ্ছেন, তাই তো?'

'মিস্টার কলিন্স,' ক্রুদ্ধ শোনাল এলিজাবেথের গলা। 'আমি আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি। আমি রাজি নই।'

'জানি আমি,' শান্ত স্বরে বললেন ভদ্রলোক, 'দ্বিতীয়বার প্রস্তাব দিলে ঠিক উত্তরটা পাব। আমাকে ফিরিয়ে দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, আপনার নামে একটি ফুটো পয়সাও নেই। আপনাকে আর কেউ এমন প্রস্তাব

দেবেও না। আপনি আসলে চান আমি আরেকবার প্রস্তাব দিই। ঠিক কি না?'

'মোটেও না,' রাগে কাঁপছে এলিজাবেথ। 'আপনাকে আমি কখনোই বিয়ে করব না। আরও সহজ করে বুঝিয়ে বলতে হবে?'

ওর কথা বিশ্বাসই হচ্ছে না যেন মিস্টার কলিন্সের। হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এলিজাবেথের দিকে। তক্ষুণি ঘর ছাড়ল এলিজাবেথ, বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

ষোলো

মিসেস বেনেট হলরুমে অপেক্ষা করছিলেন। এক ছুটে তাঁকে অতিক্রম করল এলিজাবেথ, কোন কথা না বলে সোজা চলে গেল ওপরতলায়। মিসেস বেনেট খাবার ঘরে এলেন, ভাবী জামাইকে অভিনন্দন জানাতে। তিনি নিশ্চিত, রাজি হয়ে গেছে তাঁর মেয়ে। মিস্টার কলিন্স এলিজাবেথের কথাগুলো খুলে বললেন তাঁকে। সব শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মিসেস বেনেট। তবে মিস্টার কলিন্সের মত তাঁরও ধারণা জন্মাল, লজ্জা পেয়েছে এলিজাবেথ; তাই মুখ ফুটে কবুল করতে পারেনি।

'মিস্টার কলিন্স,' বললেন তিনি, 'লিজি বোকা আর জেদি, ভাল-মন্দ কিচ্ছু বোঝে না। ওকে আমি ঠিক বুঝিয়ে ফেলব, আপনি ভাববেন না। ও রাজি না...'

'থাক, ওকে আর বোঝানর দরকার নেই,' তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন মিস্টার কলিন্স। 'ঘরের বউ বোকা আর জেদি হলে সুখ শান্তি হয় না।'

ঢোক গিললেন মিসেস বেনেট। 'মিস্টার কলিন্স,' প্রায় ককিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনি আমার কথা বোঝেননি। ওর মত ভদ্র আর মিষ্টি মেয়ে দুটো পাবেন না আপনি। আমি এখুনি ওর বাপের সঙ্গে কথা বলে সব পাকা করে ফেলছি।'

লাইব্রেরিতে ছুটে গেলেন মিসেস বেনেট। তাঁর স্বামী তখন পড়াশোনা করছেন।

'ওগো,' ডাকলেন তিনি, 'জলদি এসো। লিজি মিস্টার কলিন্সকে বিয়ে করতে চাইছে না। ওকে যে করে হোক রাজি করাও। দেরি করলে মিস্টার কলিন্স বেঁকে বসতে পারেন। শিগ্‌গির এসো।'

বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকালেন মিস্টার বেনেট। কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

'তুমি কি বলছ এসব?'

'মিস্টার কলিন্স আর লিজি। লিজি বলছে ওঁকে বিয়ে করবে না। মিস্টার কলিন্সও বিগড়ে যাচ্ছেন প্রায়।'

'তো আমি কি করব?'

'লিজির সঙ্গে কথা বলো! ওকে বিয়েতে বাধ্য করো।'

'ওকে ডেকে পাঠাও। ও কি বলে শুনি আগে।'

বেল বাজালেন মিসেস বেনেট। কাজের লোক মারফত লাইব্রেরিতে আনানো হলো এলিজাবেথকে।

'এদিকে আয় তো, মা,' ও ঢুকতেই বললেন মিস্টার বেনেট। 'তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। মিস্টার কলিন্স তোকে নাকি বিয়ে করতে চায়? কিরে সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'ভাল। তুই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'খুব ভাল। এবার আসল প্রশ্নে আসি। ওকে বিয়ে করার জন্যে তোর মা তোকে চাপাচাপি করেছে। কিগো করোনি?'

'করেছিই তো। ও রাজি না হলে ওর মুখ আর কক্ষনো দেখব না আমি।'

'তোর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। তুই উভয় সঙ্কটে পড়েছিসরে, মা। তোর বাবা অথবা মা আজ থেকে তোর মুখ আর দেখবে না। মিস্টার কলিন্সকে বিয়ে না করলে তোর মাকে, আর বিয়ে করলে আমাকে আর মুখ দেখাস নারে!'

হেসে ফেলল এলিজাবেথ। কিন্তু মহাখাপ্পা হলেন মিসেস বেনেট।

সতেরো

মিসেস বেনেটের রাগ পড়তে বেশ অনেকক্ষণ লাগল। মিস্টার কলিন্সও বোবা মেরে গেলেন, আঘাত পেয়েছেন তিনি। নিজের সম্বন্ধে অনেক উঁচু ধারণা ছিল তাঁর। এখনও বুঝে উঠতে পারেননি ঠিক কোন্ কারণে এলিজাবেথ ফিরিয়ে দিল তাঁকে। সৌভাগ্যক্রমে শার্লট লুকাস বেড়াতে এল ও বাড়িতে। আশাহত মিস্টার কলিন্সের নেক নজর পড়ল এবার তার ওপর।

ইতোমধ্যে ঘটে গেছে আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। নেদারফিল্ড থেকে জেনের জন্যে চিঠি এসেছে। ওটা খুলল ও। চিঠিটা পড়ার সময় বোনের চেহারার রং বদলাতে দেখল এলিজাবেথ। মুখে কিছুই বলল না জেন, চলে গেল ওপরে। তাকে অনুসরণ করল এলিজাবেথ।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কাঁদছে জেন। 'ক্যারোলিন বিংলে পাঠিয়েছে এটা,' কোনমতে বলল সে। 'ওরা সবাই নেদারফিল্ড ছেড়ে চলে গেছে। লন্ডনে যাচ্ছে। নেদারফিল্ডে আর ফেরার ইচ্ছে নেই ওদের।'

'কি লিখেছে পড়ো দেখি।'

চিঠিটা পড়ে শোনাল জেন। মিস বিংলে জানিয়েছে প্রিয় বান্ধবীকে ছেড়ে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। সে আরও লিখেছে লন্ডনে তার ভাইয়ের কাজ রয়েছে, তাই ওখানে কিছুদিন থাকতে হবে ওদেরকে। এলিজাবেথ বুঝল সবই মিথ্যে, বানোয়াট।

'তার মানে,' কান্না চেপে বলল জেন, 'এবারের শীতে নেদারফিল্ডে আসছে না ও।'

'বলো মিস বিংলে আসতে দিচ্ছে না ওকে,' বোনকে শুধরে দিল এলিজাবেথ।

'ও কারও তোয়াক্কা করে না। সব কিছু নিজের ইচ্ছে মতই করে,' বলে উঠল জেন। 'আরও আছে, শোনো।' পড়ে চলল জেন, 'আমার ভাই মিস্টার ডার্সির বোনকে পছন্দ করে। জর্জিয়ানাও আমার ভাইয়ের খুব ভক্ত। খুব শিগগিরই ওদের বিয়ের কথা ভাবছি আমরা।' গলা কেঁপে উঠল জেনের। 'শুনলে!' চিঠি পড়া শেষে বলল সে।

'যা বুঝলাম,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল এলিজাবেথ, 'মিস বিংলে জানে ওর ভাই তোমাকে ভালবাসে। ও চায় মিস্টার বিংলে মিস ডার্সিকে বিয়ে করুক। তোমার

কাছ থেকে ভাইকে সরিয়ে রাখতে চায় সে। কারণ, তোমার বাপের টাকা নেই। ও বোঝাতে চায় ওর ভাই জর্জিয়ানাকে ভালবাসে, তোমাকে নয়। আমার বিশ্বাস মিস্টার বিংলে তোমাকেই ভালবাসে। এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। জেন, তোমারও নয়।'

ওর কথায় সান্ত্বনা পেল জেন। সে বিশ্বাস ফিরে পেল, মিস্টার বিংলে আবার আসবেন নেদারফিল্ডে এবং শিগ্‌গিরই। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে অল্প কদিনের মধ্যেই।

দুবোন যুক্তি করল, মাকে জানাবে নেদারফিল্ডের বাসিন্দারা লন্ডনে গেছে, মাত্র কয়েক দিনের জন্যে।

আঠারো

সেদিন সন্ধ্যায় বেনেটরা গেল লুকাস লজে, ডিনারের দাওয়াতে। মিস্টার কলিন্সও গেলেন। শার্লটের সঙ্গে আবারও গল্প জমালেন তিনি। মেয়েটি চমৎকার শ্রোতা, মিস্টার বেনেটের মেয়েদের মত ফচকে নয়। কথা শুনতে মোটেই আপত্তি নেই ওর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এলিজাবেথ, শার্লটকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

অবশ্য শার্লটও যে বিনা কারণে কেবলমাত্র ভদ্রতাবশত মিস্টার কলিন্সের বকর বকর শুনে গেছে তা নয়। ভদ্রলোককে ইতোমধ্যেই সে স্বামী হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করেছে। সেদিন রাতে মিস্টার কলিন্স যখন বিদায় নিলেন তখন নিজের সাফল্য সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে শার্লট। পরদিন লংবার্ন ত্যাগ করবেন মিস্টার কলিন্স। ফলে ভাবার জন্যে আরও খানিকটা সময় পাবে শার্লট।

যাহোক পরদিন সাত সকালে মিস্টার কলিন্স হাঁটা দিলেন লুকাস লজের উদ্দেশে। শার্লট তখন জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোককে আসতে দেখল সে। অমনি ছুটে বেরিয়ে এল বাগানে। তারপর 'হঠাৎই' যেন মুখোমুখি পড়ে গেল তাঁর। মিস্টার কলিন্স বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, সানন্দে রাজি হলো সে।

স্যার উইলিয়াম আর লেডি লুকাসও সম্মতি দিলেন। শার্লট সন্তুষ্ট, মিস্টার কলিন্সকে স্বামী হিসেবে পেয়ে। লোকটির বুদ্ধি সুদ্ধি কম, যোগ্যতাও নেই তেমন একটা, কিন্তু হাজার হলেও পুরুষ মানুষ তো! শার্লটের বয়স সাতাশ পেরিয়েছে; এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব জোটার সম্ভাবনা নেই বড় একটা। বিয়ে যখন করতেই হবে তখন একে নয় কেন? বিত্তহীন শিক্ষিতা মেয়ের জন্যে এর বেশি আর কিইবা পাওয়ার আছে?

শার্লট তাদের বাগ্‌দানের কথা লংবার্নে জানাতে নিষেধ করল মিস্টার কলিন্সকে। যা বলার সে নিজের মুখেই বলবে। প্রথমে সে জানাল এলিজাবেথকে। বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে।

'বলো কি! শেষ পর্যন্ত মিস্টার কলিন্স? অসম্ভব!'

'অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল শার্লট। 'কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই বুঝতে পারবে ভুল করিনি আমি। আমার নিজের কোন পছন্দ নেই জানোই তো। আমার দরকার শুধু মাথা গোঁজার জন্যে একটা ঠাঁই। সুখী হব, সে বিশ্বাস আমার আছে।'

'আমারও,' শান্তস্বরে বলল এলিজাবেথ।

চলে গেল শার্লট। এলিজাবেথ যখন বুঝে উঠতে পারছে না বাসার সবাইকে ঘটনাটা জানাবে কিনা তখনই এলেন স্যার উইলিয়াম লুকাস। তিনি বাগ্‌দানের কথা বললেন সকলকে।

মিসেস বেনেট ভেঙে পড়লেন খবরটা শুনে। পরবর্তী একটা সপ্তাহ সুযোগ পেলেই এলিজাবেথের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়লেন। ভদ্রমহিলা পুরো এক মাস লুকাসদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলেন। আর শার্লটের কথা না বলাই ভাল। ওকে সারা জীবনেও ক্ষমা করতে পারবেন কিনা তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

ওদিকে লেডি লুকাস আগের চেয়ে ঘন ঘন আসছেন এখন লংবার্নে। মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়ে কিরকম খুশি লাগছে বারবার শোনাচ্ছেন মিসেস বেনেটকে। তবে মিসেস বেনেটের অগ্নিদৃষ্টি আর কথার বিষে তাঁর খুশি যে পালানর পথ পায় না তা বলাই বাহুল্য।

উনিশ

সমস্ত কিছু অসহ্য ঠেকছে মিসেস বেনেটের কাছে। বিংলে কেন ফিরছে না বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। জেনকে এ ব্যাপারে প্রশ্নবানে জর্জরিত করছেন। কি জবাব দেবে জানে না জেন। এলিজাবেথ এখনও মনে করে বিংলে ভালবাসে তার বোনকে। তবে এটাও ঠিক, মিস বিংলে জেনের কাছ থেকে যে করে হোক সরিয়ে রাখতে চাইবে তার ভাইকে।

জেন চিঠি পাঠিয়েছে মিস বিংলেকে। জবাবও পেয়ে গেছে দ্রুত। চিঠির প্রথমেই জানানো হয়েছে, পুরো শীতকালটা লন্ডনে কাটাতে মনস্থ করেছে ওরা। জেন বুঝল সব আশা শেষ হয়ে গেছে। চিঠির বাকি অংশে শুধু মিস ডার্সির কথা। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে মিস বিংলে।

চিঠিটা এলিজাবেথকে দেখাল জেন। এলিজাবেথের কষ্ট হল, রাগও। জেনের জন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর, আবার বিংলের মিনমিনে স্বভাবের জন্যে প্রচণ্ড রাগও হচ্ছে। বোনদের কথায় ওঠাবসা করে লোকটা! তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, এর পেছনে ডার্সিরও হাত রয়েছে।

চিঠির কথা পরিবারের আর কাউকে জানাল না জেন। সব দুঃখ আর হতাশা বুকে চেপে রইল।

মিস্টার উইকহ্যামের সঙ্গে লংবার্নের মেয়েদের ইদানীং প্রায়শই দেখা হচ্ছে। তার উপস্থিতি মাতিয়ে রাখছে ওদের। উইকহ্যামের প্রতি ডার্সির আচরণের কথা জেনে গেছে সবাই। প্রত্যেকের সহানুভূতি রয়েছে ওর জন্যে। দিনকে দিন সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে উইকহ্যাম। আর ওদিকে ডার্সির প্রতি বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে সকলের।

বিশ

মিসেস বেনেটের ভাই আর তাঁর স্ত্রী ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে লংবার্নে এলেন। মিস্টার গার্ডিনার বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বিচক্ষণ। বোনের সঙ্গে কোন মিলই নেই তাঁর। মিসেস গার্ডিনার মিসেস বেনেটের চাইতে বছর কয়েকের ছোট। হাসিখুশি, বুদ্ধিমতী ভদ্রমহিলা লংবার্নের মেয়েদের খুবই পছন্দের মানুষ। জেন আর এলিজাবেথ মামীর খুব ভক্ত। তাঁর লন্ডনের বাড়িতে অনেকবারই গিয়ে থেকে এসেছে ওরা।

পৌছেই সবার মধ্যে উপহার বেঁটে দিলেন মিসেস গার্ডিনার। তারপর লন্ডনের হালের ফ্যাশন নিয়ে গল্প করলেন খানিক। গোগ্রাসে তাঁর কথা গিলল মেয়েরা। এসবের পরপরই তাঁকে পেয়ে বসলেন মিসেস বেনেট। রাজ্যের নালিশ তাঁর, শেষ হতে চায় না কিছুতেই। বিয়ে হতে হতেও অল্পের জন্যে ঠেকে গেছে তাঁর বড় দু মেয়ে।

'জেনকে দোষ দিই না,' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন মিসেস বেনেট, 'ও চেষ্টার ক্রটি করেনি। বিংলে ছোকরা চলে না গেলে ঠিকই বাগিয়ে ফেলত। কিন্তু লিজি ছুঁড়ি! ওহ, ওর কথা আর কি বলব। মিস্টার কলিন্স ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল ছিল, ছুঁড়ি কিছুতেই রাজি হলো না! তারপর থেকে আর স্বস্তি পাচ্ছি না। কি যে কষ্ট ভাই, আর বোলো না।'

মিসেস গার্ডিনার মিস্টার কলিন্স সম্বন্ধে জনেন, এলিজাবেথের চিঠি থেকে। তাঁর ধারণা লোকটিকে ফিরিয়ে দিয়ে এলিজাবেথ ঠিকই করেছে। কিন্তু সেকথা আর বললেন না মিসেস বেনেটকে। বরঞ্চ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

পরে এলিজাবেথের সঙ্গে যখন একাকী কথা হলো মামীর তখন তিনি জেনের প্রসঙ্গ তুললেন, 'জেনের জন্যে দুঃখ হয়,' বললেন তিনি। 'ছেলেটিকে এত সহজে ভুলতে পারবে না ও। ওর উচিত আমাদের ওখানে গিয়ে কদিন থেকে আসা। মনটা ভাল লাগবে তাতে। তুমি কি বলো?'

এলিজাবেথের মনে ধরল কথাটা।

'তাছাড়া বিংলের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। তবে ছেলেটা যদি নিজে থেকেই আসে তো সে অন্য কথা,' বললেন তিনি।

'আসবে না,' বলল এলিজাবেথ, 'ওর বোনেরা আসতে দেবে না, ডার্সিও বাধা দেবে। জেন লন্ডনে আছে জানলে বিংলেকে চোখে চোখে রাখবে ওরা।'

'কিন্তু জেনের সঙ্গে ওর বোনের তো চিঠি লেখালেখি আছে। সে আসতে পারে।'

'আমার মনে হয় না। জেনকে ও মন থেকে বন্ধু ভাবেনি, সম্পর্ক রাখার কোন ইচ্ছেও ওর নেই।'

তবু মিসেস গার্ডিনার জেনকে আমন্ত্রণ জানালেন, লন্ডনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্যে। সানন্দে রাজি হলো জেন।

ক্রিসমাসের একটা সপ্তাহ চমৎকার কাটল। বিভিন্ন বাড়িতে পালা করে পার্টি হলো, বল হলো। এরপর জেন চলে গেল লন্ডনে, মামা-মামীর সঙ্গে।

বিদায়ের আগে মিসেস গার্ডিনার এলিজাবেথের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলাপ

সেরে নিলেন, উইকহ্যাম প্রসঙ্গে। 'ছেলেটা সুন্দর, ভাল লাগার মতই,' বললেন তিনি, 'কিন্তু সাবধান, এলিজাবেথ! ওর টাকাকড়ি নেই। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমাকে নিয়ে অনেক আশা আমাদের।'

একুশ

এলিজাবেথের নিরানন্দ সময় কাটতে লাগল। শার্লট লুকাসের বিয়ে হয়ে গেছে। হান্সফোর্ডে চলে গেছে সে। তাকে প্রায়ই চিঠি লেখে এলিজাবেথ, জেনকেও লেখে।

জেন বোনকে চিঠি লিখে তার পৌছনর সংবাদ জানিয়েছিল। এক সপ্তাহ পর আবার চিঠি এল। ক্যারোলিন বিংলে এখনও দেখা করেনি ওর সঙ্গে। 'তবে,' লিখেছে সে, 'মামী কাল যাচ্ছেন ওদের ওদিকটাতে। আমিও যাচ্ছি, দেখা করব ক্যারোলিনের সঙ্গে।'

কদিন পর আবার চিঠি এল। 'ক্যারোলিনের ভাবগতিক সুবিধের ঠেকল না,' লিখেছে জেন, 'বলল ওর ভাই ভাল আছে। মিস ডার্সির সেদিন আসার কথা, ওদের সঙ্গে ডিনার করার জন্যে। বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, ক্যারোলিন বাইরে যাচ্ছিল। খুব শিগ্‌গিরই মামীর বাসায় হয়ত আসবে ও।

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। মিস বিংলেকে চিনতে আর বাকি নেই ওর, এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বিংলে জেনের লন্ডনে থাকার ব্যাপারে কিছুই জানে না।

চার সপ্তাহ পেরোল। বিংলের কোন খবর নেই। মিস বিংলে এসে জেনের সঙ্গে দেখা করে গেছে, খানিকক্ষণের জন্যে। এসেই তড়িঘড়ি চলে গেছে সে, তার ব্যবহারে আগেকার সেই বন্ধুত্বের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। চলে যাওয়ার সময় আবার দেখা করার কোন ইচ্ছেই প্রকাশ করেনি সে। এবার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে জেনের! মিস বিংলের ভণ্ডামি স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও। মেয়েটির সঙ্গে আর যোগাযোগ করবে না ঠিক করল জেন। বিংলেকেও চিরতরে হারিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না ওর।

খবরটায় এলিজাবেথ দুঃখ পেল, খুশিও হলো। যাক দেরিতে হলেও জেন মিস বিংলের অভিনয় ধরতে পেরেছে। বিংলের নমনীয় স্বভাবের জন্যে নতুন করে ঘৃণা এল ওর মনে। জর্জিয়ানা ডার্সিকেই বিয়ে করুক ও। উইকহ্যাম বলেছে মেয়েটি তার ভাইয়ের মতই। বিংলেকে কখনোই সুখী করতে পারবে না সে। 'খুব ভাল হবে। মজা বুঝবে ব্যাটা,' মনে মনে বলল এলিজাবেথ।

এলিজাবেথ মামীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে। লিখেছে উইকহ্যামের সঙ্গে তার কদাচিৎ দেখা হচ্ছে। জেনেছে ইদানীং উইকহ্যাম অন্য আরেকজন তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। মেয়েটির নাম মেরি কিং। অধুনা মেয়েটি উত্তরাধিকার সূত্রে দশ হাজার পাউন্ডের মালিক হয়েছে। দুঃখ পায়নি এলিজাবেথ। উইকহ্যামকে পছন্দ করত সে, ভালবাসত না। কাজেই দুঃখ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এলিজাবেথ উপলব্ধি করল ওর টাকা থাকলে উইকহ্যাম ওকেই বেছে নিত।

মার্চ মাসে এলিজাবেথ স্যার উইলিয়াম লুকাস আর তাঁর মেজ মেয়ে মারিয়ার সঙ্গে হানসফোর্ডে গেল, শার্লটকে দেখতে। পথে একদিন থাকতে হলো লন্ডনে। ওরা গার্ডিনারদের বাসায় উঠল। জেনকে হাসিখুশি দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল

এলিজাবেথের। 'জেন সব সময় ফুর্তিতে থাকার চেষ্টা করে, তবে কখনও কখনও দেখি মন খারাপ করে বসে রয়েছে,' মামী বললেন তাকে। 'সময়ে অবশ্য সব ঠিক হয়ে যাবে, দুঃখ ভুলে যাবে ও।'

লন্ডনে সেদিনটা চমৎকার কাটল এলিজাবেথের, মামা-মামীর সঙ্গে সবসময় যেমনটি কাটে আরকি। বিকেলে কেনাকাটা করল ওরা। সন্ধেয় গেল থিয়েটারে।

গরমকালে এলিজাবেথকে তাঁদের সঙ্গে এসে থাকতে বললেন মামা-মামী। ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা। খুশি মনে সায় জানাল এলিজাবেথ।

বাইশ

হানসফোর্ডের উদ্দেশে নতুন উদ্যমে রওনা দিল ওরা। জেনকে দেখার পর থেকে ওর জন্যে দুশ্চিন্তা অপেক্ষাকৃত কমেছে এলিজাবেথের। তাছাড়া গরমের ছুটিটা এবার দারুণ কাটবে, সেজন্যেও ফুর্তি হচ্ছে। হানসফোর্ডে যখন পৌঁছুল তখন উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে সে।

পারসোনেজের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন মিস্টার এবং মিসেস কলিন্স। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল শার্লট তার বান্ধবীকে। মিস্টার কলিন্সের আচরণ এতটুকু বদলায়নি। গর্বভরে বাড়ি আর আসবাবপত্র দেখাতে লাগলেন তিনি। আসলে এলিজাবেথকে তিনি বোঝাতে চাইলেন কী বিরাট ভুল করেছে সে, তাঁকে বিয়ে না করে। পুরো বাড়ি ঘুরিয়ে প্রশংসা কুড়োলেন ভদ্রলোক। তারপর নিয়ে এলেন বাগানে।

বলার অপেক্ষা রাখে না ইতোমধ্যেই লেডি ক্যাথরিনের নাম বারবার উচ্চারণ করে সবার কান পচিয়ে ছেড়েছেন তিনি। ডিনারের সময় এলিজাবেথকে বললেন মিস্টার কলিন্স, 'আগামী রবিবার গির্জায় দেখতে পাবেন লেডি ক্যাথরিনকে। তিনি আমাদের সঙ্গে আপনাকেও দাওয়াত দেবেন। শার্লটকে খুব পছন্দ করেছেন উনি। সপ্তাহে দুদিন ডিনারে ডাকেন আমাদের, আর কক্ষনো হেঁটে বাড়ি ফিরতে দেন না। আমাদের জন্যে তাঁর ক্যারিজ সবসময় রেডি থাকে।'

বাড়ির খবরাখবর বলে সন্ধেটা কাটল ওদের। রাতে এলিজাবেথ বিছানায় শুয়ে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো শার্লট সত্যিই মিস্টার কলিন্সের মনের মত বউ।

পরদিন দুপুর। এলিজাবেথ তখন ঘরে, বাইরে বেরনর জন্যে তৈরি হচ্ছে; এসময় নিচে উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তা কানে এল। ছুটে ওপরে উঠে এল মারিয়া লুকাস। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে সে।

'জলদি নিচে নেমে এসো,' কোনমতে বলল ও।

'কেন কি হয়েছে?' আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাইল এলিজাবেথ।

এক ছুটে নিচে নেমে গেল মরিয়া, জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়াল না। তাকে অনুসরণ করল এলিজাবেথ। ডাইনিংরুমের একটা জানালা দিয়ে দেখল গেটের কাছে এসে থেমেছে একটা ক্যারিজ। ভেতরে বসা দুজন ভদ্রমহিলা।

'এই ব্যাপার?' হাঁফ ছেড়ে বলে উঠল এলিজাবেথ। 'আমি ভেবেছি না জানি কি। লেডি ক্যাথরিন তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

'উহুঁ,' বলল মারিয়া। আঘাত পেয়েছে এলিজাবেথের ভুলে।

'উনি লেডি ক্যাথরিন নন। মিসেস জেনকিনসন, ওঁদের সঙ্গে থাকেন। অন্য জন অবশ্য মিস অ্যানি ডি বার্গ।'

'শার্লটকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন ও? ভেতরে এলেই পারে,' বলল এলিজাবেথ।

'ভেতরে বেশি আসে না ও। ইচ্ছে হলে মাঝেমধ্যে আসে, সে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার,' বুঝিয়ে দিল মরিয়া। তারপর যোগ করল, 'কিরকম রোগা না মেয়েটা?'

অ্যানি ডি বার্গের দিকে ভাল করে চাইল এলিজাবেথ। উইকহ্যামের কথা সত্যি হলে এই মেয়েই ডার্সির ভাবী বধূ। 'এমন মেয়েই দরকার ওর জন্যে। দুজনকে জব্বর মানাবে,' মনে মনে হাসল এলিজাবেথ।

'মিস্টার কলিন্স আর শার্লট দুজনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যারিজটার পাশে। ওটা চলে গেলে বাড়ি ফিরে এল তারা। ভেতরে ঢুকে এলিজাবেথ আর মারিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই তাদেরকে অভিনন্দন জানালেন মিস্টার কলিন্স। বড় সৌভাগ্যবতী মেয়ে এরা! আগামীকাল সকলকে ডিনারের নিমন্ত্রণ দিয়ে গেছেন ক্যারিজের ভদ্রমহিলারা।

তেইশ

বাকি দিন এমনকি পরদিন সকালেও 'রোজিংস' অর্থাৎ লেডি ক্যাথরিনের বাসস্থানের বর্ণনা দিয়ে চললেন মিস্টার কলিন্স। বলে দিলেন ও বাড়িতে কি কি দেখবে ওরা। বিশাল সব ঘর! কাজের লোকে গমগম করে! রাজকীয় ডিনার! তাঁর ভয় এত সব জাঁকজমক দেখে এরা না আবার ঘাবড়ে যায়। মারিয়া লুকাস বড়লোকদের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত নয়, ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল বেচারী।

আধ মাইলের পথ, পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেল ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন কাজের লোক—যে ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এল। বিশাল কয়েকটা ঘর পেরিয়ে ড্রইংরুমে পৌঁছল ওরা। ওখানে বসে রয়েছেন লেডি ক্যাথরিন, তাঁর মেয়ে আর মিসেস জেনকিনসন। মিস্টার কলিন্স লেডি ক্যাথরিনের সঙ্গে তাঁর অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

চারপাশের চমৎকারিত্ব দেখে তাক লেগে গেল স্যার উইলিয়াম লুকাসের। নার্ভাস হয়ে পড়ল মারিয়া লুকাস, চেয়ারের সামনের কোণে কোনমতে বসে রইল ও। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। এলিজাবেথ সহজ ভঙ্গিতে তাকাল সামনে বসে থাকা মহিলাদের দিকে।

লেডি ক্যাথরিন দোহারা গড়নের লম্বা মহিলা। তাঁর ভাবভঙ্গিতে ফুটে উঠছে আভিজাত্যের ছাপ, কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব। নিঃসন্দেহে অন্যদের চেয়ে নিজেকে অনেক উঁচু শ্রেণীর মানুষ মনে করছেন তিনি। তাঁর মেয়ে অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। মলিন, রোগা মেয়েটি খুব কম কথা বলে, আর বললেও নিচু স্বরে।

আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু ডিনার পরিবেশন করা হলো। মিস্টার কলিন্স ঠিকই বলেছিলেন, ডিনারের সময় কাজের লোকদের সংখ্যা খানিকটা আঁচ করল ওরা। মিস্টার কলিন্স সব কিছুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন, স্যার উইলিয়ামও। সন্তুষ্ট দেখাল

লেডি ক্যাথরিনকে।

ডিনারের পর মহিলারা ড্রইংরুমে গিয়ে বসল। লেডি ক্যাথরিনের মুখে তখন খই ফুটছে। এটা ওটা নিয়ে অবিরাম কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্য, ব্যাপারটা পছন্দ হলো না এলিজাবেথের। ওকে ওর পরিবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা। ওর বোন কজন? কারও বিয়ে হয়েছে কিনা? এমনি সব প্রশ্ন। বিরক্ত বোধ করতে লাগল এলিজাবেথ। তবে যথাসম্ভব নম্র গলায় জবাব দিয়ে গেল সে।

'গান বাজনা পারো?' লেডি ক্যাথরিন জানতে চাইলেন।

'সামান্য।'

'তবে তো ভালই হলো। পরে শোনা যাবে এক সময়। আমাদের পিয়ানোটা চমৎকার। এ পাড়ায় এমন আর দুটো নেই। আমার বিশ্বাস তোমাদেরটার চেয়েও…তোমার বোনেরা এ ব্যাপারে আগ্রহী?'

'একজন।'

'মাত্র একজন? সবারই শেখা উচিত ছিল। আঁকতে পারো?'

'একদম না।'

'বলো কি! কেউ না?'

'কেউ না।'

'আশ্চর্য! বয়স কত তোমার?'

'আমার তিনটে ছোট বোন রয়েছে। বয়স বলব আশা করেন কিভাবে?'

এমন উত্তর পাবেন ভাবেননি ভদ্রমহিলা। থতমত খেয়ে গেলেন প্রথমটায়। ভাবল এলিজাবেথ, 'মুখের ওপর আর কেউ কখনও তাঁকে এভাবে জবাব দেয়ার সাহস করেনি বোধহয়।'

'তোমার বয়স বড়জোর বিশ, তার বেশি কিছুতেই নয়। আমার কাছে বয়স লুকানর কোন দরকার দেখছি না।'

'আমার বয়স একুশ।'

এ সময় ঘরে ঢুকলেন পুরুষরা। তাসের জন্যে টেবিল সাজানো হয়ে গেল তক্ষুণি। একটি টেবিলে লেডি ক্যাথরিন, স্যার উইলিয়াম, মিস্টার এবং মিসেস কলিন্স বসে পড়লেন। অন্যটিতে অ্যানি ডি বার্গ, মিসেস জেনকিনসন, মারিয়া আর এলিজাবেথ। পুরো সময়টাই বকর বকর করলেন লেডি ক্যাথরিন, অন্যদের ভুল ধরিয়ে দিলেন। মিস্টার কলিন্স তাঁর প্রতিটি কথায় যথারীতি সম্মতি জানালেন। ভদ্রলোক একবার করে খেলায় জেতেন আর লেডি ক্যাথরিনকে ধন্যবাদ জানান। বেশি জিতে ফেলার জন্যে ক্ষমাও চাইলেন। অন্য টেবিলটিতে খেলা চলল নিঃশব্দে, কোন মজা পেল না এলিজাবেথ।

বাড়ি ফেরার পথে মিস্টার কলিন্সের মুখে তাঁর প্যাট্রোনেস লেডি ক্যাথরিন ছাড়া আর কারও কথা শোনা গেল না। ওদিকে এলিজাবেথের মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে ভদ্রমহিলার কর্তৃত্বপূর্ণ, গা জ্বালানো কথাগুলো। তবে সেটা মনেই চেপে রাখল ও।

চব্বিশ

হানসফোর্ডে প্রথম সপ্তাহ দুয়েক ভালই কাটল এলিজাবেথের। আবহাওয়াও অনুকূলে, ফলে যখন তখন বেরিয়ে পড়া যায়। হাঁটতে ভালবাসে ও। পার্কের ভেতরে হাঁটার আনন্দ দারুণ উপভোগ করে।

ঈস্টারের আগে রোজিংসে দুজন অতিথি এল। লেডি ক্যাথরিনের দু বোনপো, মিস্টার ডার্সি আর কর্নেল ফিটজউইলিয়াম, পরদিন তাঁরা এলেন মিস্টার কলিন্সের পারসোনেজে।

কর্নেল ফিটজউইলিয়ামের বয়স ত্রিশের মত। ভদ্রলোক দেখতে সুন্দর না হলেও ভদ্রজনোচিত। ডার্সির অবশ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। নেদারফিল্ডে যেমন দেখেছিল তেমনি রয়েছে সে। ওকে বো করল এলিজাবেথ, মুখে বলল না কিছু। খানিকক্ষণের মধ্যেই গল্প জমিয়ে ফেললেন কর্নেল ফিটজউইলিয়াম। দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল ডার্সি, জানতে চাইল এলিজাবেথের বাড়ির খবর, স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল এলিজাবেথ। তারপর যোগ করলঃ

'আমার বড় বোন মাস তিনেক হলো লণ্ডনে রয়েছে। দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে?'

'সে সৌভাগ্য হয়নি,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল ডার্সি।

কিছুক্ষণ বাদে বিদায় নিল ওরা। কর্নেল ফিটজউইলিয়ামকে পছন্দ হয়ে গেল সকলের। রোজিংসে আবার দেখা হবে তাঁর সঙ্গে, এমন আশা করল ওরা।

ওদেরকে অবশ্য অপেক্ষা করতে হলো পরবর্তী দাওয়াতের জন্যে। লেডি ক্যাথরিনের এখন কাউকে ডাকার তেমন প্রয়োজন নেই। তাঁর বাড়িতে মেহমান তো রয়েছেই। তবে একদিন ডাক এল ঠিকই। একপায়ে খাড়া ছিল সবাই। খুশি হয়ে উঠল।

কর্নেল ফিটজউইলিয়াম ওদের পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রোজিংস বড় একঘেয়ে তাঁর কাছে। মিস্টার কলিন্সের সুন্দরী অতিথির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, পাশে বসে।

কৌতূহলী চোখে ওদের জরিপ করল ডার্সি, লেডি ক্যাথরিনও। চেঁচিয়ে বললেন তিনিঃ 'কি নিয়ে কথা বলছ, ফিটজউইলিয়াম? মিস বেনেটকে বলছটা কি শুনি। আমিও শুনতে চাই।'

'গানবাজনার আলাপ করছি আরকি,' বললেন তিনি।

'গান! তবে আলাপটা একটু জোরে করো। ওটা আমার প্রিয় বিষয়। মিউজিক খুব উপভোগ করি আমি। শিখলে হয়ত কিছু একটা হতে পারতাম, ভেতরে জিনিসটা রয়েছে আমার।'

কফি খাওয়া শেষে ফিটজউইলিয়াম এলিজাবেথকে পিয়ানো বাজাতে অনুরোধ করলেন। চেয়ার টেনে বসে পড়ল এলিজাবেথ। ওর পাশে বসলেন ভদ্রলোক। গানের অর্ধেকখানি শুনেই ধৈর্য হারালেন লেডি ক্যাথরিন, কথা বলতে লাগলেন ডার্সির সঙ্গে। ভদ্রমহিলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সরে পড়ল ডার্সি, চলে এল এলিজাবেথের কাছে।

গান গাওয়া শেষ হলে ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল এলিজাবেথ।

'আমাকে নার্ভাস করতে চাইছিলেন তো? এত সহজ নয়।'

'ঠিকই বলেছেন,' জবাব দিল ডার্সি। 'তবে আপনাকে কিন্তু ভয় দেখাতে চাইনি। 'আপনি মাঝে মধ্যে এমন সব কথা বলে ফেলেন যা আসলে মনের কথা নয়।'

হেসে ফেলল এলিজাবেথ। কর্নেল ফিটজউইলিয়ামের দিকে ফিরে বলল, 'উনি কিন্তু আপনাকে ঠিক সাবধান করে দেবেন, যাতে আমার কোন কথা আপনি বিশ্বাস না করেন।'

'কেন, ওর বিরুদ্ধে কিছু বলার আছে নাকি আপনার?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন কর্নেল ফিটজউইলিয়াম।

'শুনুন তবে—মিস্টার ডার্সির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা একটা বল-এ। উনি কি করলেন শুনবেন? মাত্র চার বার নাচলেন। ভাবুন একবার! মাত্র চারবার—ওদিকে পার্টনারের অভাবে একটি মেয়ে একাকী বসে ছিল, ব্যাপারটা পাত্তাই দিলেন না উনি।'

হেসে উঠল এলিজাবেথ। ফিরল ডার্সির দিকে।

'অস্বীকার করতে পারেন?'

'আমি আসলে ওখানকার কোন মেয়েকে চিনতাম না।'

'ঠিক। কিন্তু বলক্রমে আপনি তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন।'

'বোধহয় তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু অচেনা কারও সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারি না আমি।'

'আপনার ভাইকে এর কারণটা জিজ্ঞেস করব?' হেসে কর্নেল ফিটজউইলিয়ামকে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'আমিই জবাব দিচ্ছি ওর হয়ে,' বললেন কর্নেল ফিটজউইলিয়াম। 'ও কারও সঙ্গে মিশতে চায় না।'

'বলো, পারে না,' বলল ডার্সি। 'অনেকেই মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে। এটা বিরাট বড় গুণ, আমার ও গুণটা নেই।'

ওদের আলোচনায় বাদ সাধলেন লেডি ক্যাথরিন। চিৎকার করে বললেন তিনি, 'তোমাদের এত গল্প কিসের শুনি?'

এলিজাবেথ বাধ্য হয়ে আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। লেডি ক্যাথরিন পিয়ানোর কাছে দাঁড়ানো দলটির দিকে এগিয়ে এলেন। মিনিট খানেক শুনে মন্তব্য করলেন, 'ও খারাপ বাজায় না। তবে অ্যানি হলে আরও ভাল বাজাত। বেচারীর কপালটাই খারাপ। ওর অনেক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কি করবে; শরীরটাই মেরে দিল।'

ডার্সির দিকে তাকাল এলিজাবেথ। বুঝতে চাইল সে-ও একই মত পোষণ করে কিনা। চেহারায় সম্মতির কোন লক্ষণ ফুটতে দেখল না ও। অ্যানির প্রতি কোন দুর্বলতাও প্রকাশ পেল না সেখানে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

পঁচিশ

পার্কে একাধিকবার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল এলিজাবেথ আর ডার্সির। ডার্সিকে এড়ানর জন্যে এলিজাবেথ তাকে জানিয়ে দিল এখানে হাঁটতে ভালবাসে ও। কিন্তু তারপরও ওখানে বারবার দেখা যেতে লাগল ডার্সিকে, অবাক হয়ে গেল এলিজাবেথ।

একদিনের কথা। এলিজাবেথ হাঁটছে, জেনের নতুন চিঠিটা পড়তে পড়তে। ওটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এসময় তার কানে এল কে যেন আসছে। ডার্সি নাকি? না, কর্নেল ফিটজউইলিয়াম। চটজলদি চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল ও। হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'আপনিও এখানে হাঁটতে আসেন নাকি? জানতাম না তো!'

ভদ্রলোক জানালেন আসেন মাঝেমধ্যে। পরে দুজনে ফিরে চলল পারসোনেজে।

'শনিবার চলে যাচ্ছেন শুনলাম,' বলল এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ, অবশ্য ডার্সি যদি আবার মত না পাল্টায়।'

'উনি খুব সম্ভব নিজের খেয়াল খুশিতে চলেন।'

'তা ঠিক। তবে আমাদেরও তো ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে।'

'তাতে ওনার কিছু যায় আসে না। উনি চান সবাই ওঁকে মেনে চলবে। বিয়ের পর বউকেও তাঁর কথায় ওঠবস করতে হবে। আমার মনে হয় ওনার বোন খুব মানে ওঁকে।'

'আমাকেও মানে,' বললেন কর্নেল ফিটজউইলিয়াম।

'আমি কজন মহিলাকে চিনি যাঁরা মিস ডার্সিকে খুব পছন্দ করেন—মিসেস হার্স্ট, মিস বিংলে। চেনেন নিশ্চয়ই?' বলল এলিজাবেথ।

'খুব সামান্য। ওদের ভাইকে চিনি। ডার্সির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্টার ডার্সি বন্ধুকে বড় ভালবাসেন।'

'ডার্সি কিছুদিন আগে মিস্টার বিংলেকে বাঁচিয়েছে, অযোগ্য এক মেয়েকে বিয়ে করতে বসেছিলেন মিস্টার···।'

'অযোগ্য মেয়ে? তার মানে?' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'আমাকে এর বেশি কিছু বলেনি ও। মেয়েটির বংশ ভাল নয় আরকি।'

কথাগুলো প্রচণ্ড আঘাত করল এলিজাবেথের হৃদয়ে। তবে নিজের অনুভূতি সহজেই গোপন করে গেল সে। কর্নেল ফিটজউইলিয়ামকে বুঝতে দিল না কিছু। তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। মিস বিংলে নয়, জেন আর মিস্টার বিংলের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডার্সি। তার কারণেই আজ জেনের এই দুরবস্থা, জেনের মানসিক কষ্টের কারণ আর কেউ নয়, ডার্সি।

পারসোনেজে ফিরে প্রচুর কাঁদল এলিজাবেথ। মাথা ধরে গেল তার। সন্ধের দিকে বাড়ল ব্যথাটা। ফলে রোজিংসে চায়ের দাওয়াতে অনুপস্থিত থাকল ও।

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সকলে রোজিংসে চলে গেলে এলিজাবেথ জেনের ইদানীংকার চিঠিগুলো নিয়ে বসল। ওগুলো আবার পড়তে গিয়ে ডার্সির প্রতি ঘৃণা তার বেড়েই চলল। লোকটা দু একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে এখান থেকে ভেবে আনন্দ বোধ করল ও। জীবনে আর কোনদিন ওর মুখ দেখতে চায় না সে।

এ সময় বেজে উঠল ডোরবেল। এলিজাবেথকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকল ডার্সি। মাথা ব্যথা কমেছে কিনা জানতে চাইল। শীতলভাবে তার প্রশ্নের জবাব দিল এলিজাবেথ। মিনিট কয়েক চুপ করে বসে রইল ডার্সি। তারপর উঠে দাঁড়াল। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগল। শেষে ওর কাছে এসে বলল, 'নিজেকে সামলানর বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি···ভালবাসি।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এলিজাবেথ। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধ হয় এতখানি বিস্মিত হত না সে। মুখটা তার লাল হয়ে গেছে লজ্জায়, বাক্যহারা। ডার্সি বলল এলিজাবেথের প্রতি দুর্বলতা চেপে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ও। যদিও মানুষ বলবে, বংশ মর্যাদায় এলিজাবেথ ওর কাছে কিছুই নয়, এলিজাবেথের মত মেয়েকে ভালবাসা তার জন্যে অমর্যাদাকর; কিন্তু কোন উপায় নেই। ওকে ভালবেসে ফেলেছে সে, বিয়ে করতে চায়।

ওর কথায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো এলিজাবেথ। 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, কিন্তু পারছি না। আপনাকে বিয়ে করব না আমি।'

ডার্সির চেহারায় একই সঙ্গে রাগ আর বিস্ময় ফুটে উঠল। এলিজাবেথের দিকে স্থির চেয়ে রয়েছে সে।

'কারণটা জানতে পারি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কেন ফিরিয়ে দিলেন আমাকে এবং এত অভদ্রভাবে?'

'আমি অভদ্রতা করেছি? আর আপনি? এতক্ষণ কি বলেছেন সব ভুলে গেছেন? আমাকে বিয়ে করে উদ্ধার করতে এসেছেন?'

সামান্য বিরতি দিয়ে আবার বলতে লাগল এলিজাবেথ, 'আপনাকে ফিরিয়ে দেয়ার আরও কারণ আছে। যে লোক আমার বোনের এত বড় ক্ষতি করেছে তাকে আমি ক্ষমা করব ভেবেছেন? অস্বীকার করতে পারেন জেন আর বিংলের বিয়েতে বাধা দেননি আপনি?'

'অস্বীকার করব কেন?' গর্বিত প্রত্যুত্তর দিল ডার্সি। 'ভাগ্যিস বাধা দিয়েছিলাম! বিংলের কোন ক্ষতি চাই না আমি।'

'আপনাকে অপছন্দ করার আরেকটা কারণ আছে, কমাস আগে আপনার আসল চরিত্র আমাকে জানিয়েছে উইকহ্যাম।'

'ওর ব্যাপারে আপনি খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে,' খানিকটা বিদ্রূপ ডার্সির কণ্ঠে।

'তার দুর্ভাগ্যের কথা শুনলে যে কেউ দুঃখ পাবে।'

'ওর দুর্ভাগ্য!' বলে উঠল ডার্সি। 'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যই বটে।'

'এবং আপনিই সেজন্যে দায়ী। তার এই গরীবি হালের কারণ এই আপনি।'

'ও, আমার সম্পর্কে তবে এই ধারণা আপনার!' পায়চারি করতে করতে প্রায়

চিৎকার করে বলে উঠল ডার্সি। 'আপনাকে ধন্যবাদ, সব জানালেন বলে।' এলিজাবেথের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'ওর ব্যাপারটা গায়ে লাগত না আপনার যদি না আমার ব্যবহারে দুঃখ পেতেন আপনি। কিন্তু আমি কি করব বলুন। আমি তো ইচ্ছে করে দুঃখ দিইনি। আপনার আত্মীয় স্বজনরা সাধারণ ঘরের—ওদের সঙ্গে মিশি কি করে?'

এলিজাবেথ অনুভব করল প্রতি মুহূর্তে ক্ষোভ বাড়ছে তার। বহু চেষ্টা করে শান্ত গলায় বলতে পারল সে, 'আপনি আমাকে ভদ্রভাবে প্রস্তাব দিলেও গ্রহণ করতাম না আমি। প্রথম দেখাতেই অপছন্দ হয়েছে আপনাকে, আপনার অহঙ্কার আর স্বার্থপরতার জন্যে। পরে আরও ভাল করে চিনে বুঝলাম আপনাকে সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'বুঝেছি। আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত। আমি সব সময়ই ভাল চাইব আপনার, আসি।'

দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়াল ডার্সি। বেরিয়ে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

হতাশ হয়ে বসে পড়ল এলিজাবেথ। তার দু চোখে কান্নার বান ডাকল। আধ ঘণ্টা পর ক্যারিজের চাকার শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও। রোজিংস থেকে ফিরেছে সকলে। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে এল এলিজাবেথ, এ মুহূর্তে কারও মুখোমুখি হতে চায় না সে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সাতাশ

সে রাতে দু চোখের পাতা এক করতে পারল না এলিজাবেথ। রাজ্যের চিন্তায় বোঝাই হয়ে রয়েছে মাথা, ঘুম হলো না। পরদিন ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল ভোরের তাজা বাতাসে হেঁটে এলে মনটা সতেজ হয়ে উঠবে। পার্কে যখন হাঁটছে তখন কানে এল নাম ধরে কে যেন ডাকছে তাকে। ডার্সি। পার্কের গেটের কাছে দাঁড়ানো, হাতে চিঠি। তার দিকে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেল এলিজাবেথ। বাড়ানো চিঠিটা নিল ওর হাত থেকে।

'চিঠিটা পড়লে খুশি হব,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ডার্সি, তারপর ঘুরে হেঁটে চলে গেল।

ওটা খুলল এলিজাবেথ। পড়তে শুরু করলঃ

'ভাববেন না গতকালের ব্যাপারে চিঠি লিখছি। এটা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাকে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়া।

গতরাতে দুটো ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করেছেন আপনি। প্রথমতঃ জেন আর বিংলের সম্পর্কচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়তঃ উইকহ্যামের প্রতি অবিচার। আমি এবার সমস্ত কিছু বর্ণনা করছি।

নেদারফিল্ডে দেখলাম বিংলে আপনার বোনের প্রেমে পড়ে গেছে। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিইনি আমি। এর আগেও বেশ কবার একই জিনিস ঘটেছে ওর ক্ষেত্রে। লোকে যখন ওদের বিয়ের কথা তুলতে লাগল তখন দুজনকেই খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছি আমি। নিঃসন্দেহ হলাম বিংলের ভালবাসায় কোন খাদ নেই, কিন্তু আপনার বোনের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েই গেল। হয়ত ভুল হয়েছিল আমার।

আগেও বলেছি, আপনার মায়ের দিককার আত্মীয়-স্বজনরা বংশ মর্যাদায়

বিংলের ধারে কাছেও আসে না। আপনার মা এবং বোনদের আচরণ ভদ্র সমাজের অনুপযোগী। জেন এবং আপনার কথা অবশ্য বলছি না।

বিংলের বোনেরা তাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নেদারফিল্ড ছাড়িয়েছি। আমি বিশ্বাস করতাম, আপনার বোন ভালবাসে না ওকে। একথা জানানয় বিংলেও অবিশ্বাস করতে পারেনি। সেজন্যে নিজেকে দায়ী ভাবতে রাজি নই আমি। তবে দায় আমার একটা আছে, আপনার বোন লন্ডনে রয়েছে জেনেও জানাইনি বিংলেকে।

এবার উইকহ্যামের প্রসঙ্গে আসছি। সে আমার বাবার সরকারের ছেলে। বাবা-ছেলে দুজনের প্রতিই বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন আমার বাবা। ছেলেটিকে যাজক করার জন্যে যা যা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সবই নিয়েছিলেন তিনি। উইলে ওর জন্যে একটা পারসোনেজ রেখে গিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলে যাতে ও সেটার দায়িত্ব নিতে পারে। উইকহ্যামের ওপর অনেক আশা ছিল বাবার, ভালবাসতেন খুব। কিন্তু স্বভাব খারাপ ওর, যাজক হওয়ার কোন যোগ্যতা বা ইচ্ছাই ছিল না। ও চিঠি লিখল আমাকে। পারসোনেজের বদলে টাকা দাবি করল। তিন হাজার পাউন্ড দিলাম আমি। খুব দ্রুত টাকাগুলো উড়িয়ে দিল সে। আরও টাকা দাবি করলে প্রত্যাখ্যান করলাম। দিনকে দিন অধঃপতন হতে লাগল ওর। ব্যবহার খারাপ হতে লাগল।

আপনাকে একটি গোপন পারিবারিক কথা জানাচ্ছি। উইকহ্যাম গোপনে আমার বোনের সঙ্গে দেখা করেছিল। ভালবাসার কথা বলে ওর সঙ্গে পালানর জন্যে ফুসলাচ্ছিল। আমার বোন সবই জানিয়ে দেয় আমাকে। আমার মনের অবস্থা কি হলো বুঝতেই পারছেন!

টাকার আগে দৌড়য় উইকহ্যাম। বছরে ত্রিশ হাজার পাউন্ড আয় আমার বোনের। সেজন্যে পটাচ্ছিল ওকে। তাছাড়া আমার ওপর ওর প্রতিশোধস্পৃহাও কাজ করছিল।

আমার কথাগুলো সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থেকে থাকলে কর্নেল ফিটজউইলিয়ামকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। তিনি সবই জানেন।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

ফিটজউইলিয়াম ডার্সি।'

মিশ্র অনুভূতি হলো এলিজাবেথের। চিঠিটির এক বর্ণও বিশ্বাস করতে মন চাইল না তার। আপন মনেই বলল সে, 'সব মিথ্যে কথা।' কিন্তু খচখচ করছে মনটা। আরও বার কয়েক চিঠিটি আগাগোড়া পড়ল সে। শেষমেষ ভাবতে বাধ্য হলো, 'সত্যি হতেও পারে।'

নিজের আচরণের কথা ভেবে ভীষণ লজ্জা পেল, উইকহ্যামকে ভালমত না জেনেই সাধু ভেবে বসেছিল সে! আর জেনের কথা যা লিখেছে তা ঠিকই। ওকে বোঝা বড় দায়। বড় চাপা মেয়ে ও, কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না নিজেকে। ওর পরিবারের সবার আদিখ্যেতাও তো মিথ্যে নয়।

চিঠিটি লজ্জায় ফেলে দিয়েছে ওকে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

লংবার্নে ফেরার পথে এলিজাবেথ আর মারিয়া লুকাস লন্ডনে কদিন থাকল, গার্ডিনারদের বাড়িতে। তারপর জেনকে নিয়ে ফিরে চলল লংবার্নে।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। চমৎকার মনকাড়া আবহাওয়া। মিস্টার বেনেটের ক্যারিজ যে সরাইখানাটায় অপেক্ষা করছে সেখানে পৌঁছল ওরা। কিটি আর লিডিয়া এসেছে, ঘন্টাখানেক হয়। তবে মোটেও বিরক্ত বোধ করেনি তারা। ইতোমধ্যেই একটা হ্যাটের দোকানে ঢুঁ মেরে এসেছে, সৈনিকদের প্রাণ ভরে দেখেছে আর সালাদ বানিয়েছে। ডিনার টেবিলের দিকে আঙুল দেখাল ওরা। প্লেটে ঠাণ্ডা মাংস রাখা রয়েছে, সালাদের সঙ্গে।

'কেমন চমকে দিলাম? দারুণ না?' বারবার একই প্রশ্ন করে কান ঝালাপালা করে দিল মেয়ে দুটো।

'তোমাদেরকেই অবশ্য বিল মেটাতে হবে। হ্যাটের দোকানে সব টাকা গেছে। দেখো কি কিনেছি!' বলল লিডিয়া। উঁচিয়ে ধরল বাজে একটা হ্যাট। 'সুন্দর না?' বলল সে, 'বাড়ি ফিরে এটাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ব, তারপর মনের মত করে জোড়া দেব।'

'একদম বাজে,' বোনেরা বলল ওকে।

'কিছু যায় আসে না,' বলল লিডিয়া, 'কি পরলাম দেখবে না কেউ। অফিসাররা দু সপ্তাহের মধ্যে মেরিটন ছাড়ছে।'

'সত্যি বলছিস?' খুশিতে বলে উঠল এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ, ব্রাইটন যাচ্ছে ওরা। ইস্, বাবা যদি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেত ওখানে! মারও ভাল লাগত।'

এলিজাবেথ চুপ করে থাকলেও উদ্বিগ্ন বোধ করল ভেতর ভেতর। লিডিয়া আর কিটির মত বোকা মেয়েদের জায়গা নয় ব্রাইটন।

ডিনারের সময় লিডিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের জন্যে খবর আছে। বলো তো কি? যাকে নিয়ে খবর সে আমাদের সবার প্রিয়।'

জেন আর এলিজাবেথ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বেয়ারাকে তক্ষুণি ওরা চলে যেতে বলল সামনে থেকে। বলে চলল লিডিয়া, 'মানুষটি উইকহ্যাম। মেরি কিংকে বিয়ে করছে না ও। কারণ মেরি চলে গেছে মেরিটন ছেড়ে। বেঁচে গেছে উইকহ্যাম।'

'বেঁচেছে আসলে মেরি কিং,' ভাবল এলিজাবেথ। ডিনার শেষে বিল মেটাল জেন। তারপর সবাই রওনা দিল লংবার্নের উদ্দেশে।

লিডিয়া আর কিটি সারাটা পথই তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে গলা ফাটিয়ে হাসাহাসি করল। বোনদের কাণ্ডকারখানা দেখে মরমে মরে গেল এলিজাবেথ। ডার্সি ভুল বলেনি, ভাবল সে।

মিস্টার এবং মিসেস বেনেট মেয়েদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। জেনকে আগের মত উচ্ছল দেখে খুশি হয়ে উঠলেন ওর মা, আর মিস্টার বেনেট এলিজাবেথকে বারবার বললেন, 'তোকে ফিরে পেয়ে খুব ভাল লাগছে রে।'

ডাইনিংরুমে বিরাট আড্ডা বসে গেল। লুকাসরা এসেছে মারিয়ার সঙ্গে দেখা করে খবর শুনতে।

উচ্চস্বরে কথা বলছে প্রত্যেকে, তবে সকলকে ছাড়িয়ে গেল লিডিয়ার গলা।

'ওহ্ মেরি!' বোনকে বলল সে, 'কেন যে গেলে না তুমি। যা মজা করে এলাম আমরা!'

'আমি ওসবে মজা পাই না,' বলল মেরি, 'বাসায় বসে বই পড়তেই ভাল লাগে আমার।'

ওর কথায় কান দিল না লিডিয়া। মেরিকে পাত্তাই দেয় না ও। ধৈর্য ধরে কারও কথা আধ মিনিটের বেশি শুনতে পারে না। নিজের গলার আওয়াজ ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

'চলো না সবাই মিলে মেরিটনে গিয়ে ঘুরে আসি,' খানিক পরে বোনদের প্রস্তাব করল লিডিয়া।

রাজি হলো না এলিজাবেথ। লোকে ভাববে কি? এইমাত্র ফিরেছে ওরা এবং সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেছে অফিসারদের পেছনে। অসম্ভব! তাছাড়া উইকহ্যামকে দেখার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

উনত্রিশ

পরদিন সকালে এলিজাবেথ ডার্সির চিঠি আর বিয়ের প্রস্তাবের কথা জেনকে জানাল। তবে ডার্সি জেন আর বিংলে সম্বন্ধে চিঠিতে যা লিখেছে তা গোপন করে গেল। বোনের কষ্ট বাড়াতে চায় না ও।

'বেচারা ডার্সি!' বলল জেন।' 'কি কষ্টটাই না পেয়েছে! আহারে!'

'হ্যাঁ,' বলল এলিজাবেথ। 'লোকটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। তবে ব্যাপারটা ভুলতে সময় লাগবে না ওর। যা অহঙ্কারী!'

উইকহ্যামের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল জেন। 'এত বাজে লোক!' বলল সে। 'বিশ্বাসই হতে চায় না। কোন ভুল হচ্ছে না তো?' কাউকে মন্দ ভাবতে শেখেনি জেন।

'উঁহুঁ,' জবাব দিল এলিজাবেথ। মিনিট দুয়েক চুপ করে ভাবল কি যেন। তারপর বলল, 'জেন, একটা পরামর্শ দাও। উইকহ্যামের মুখোশ খুলে দেব সবার সামনে?'

ভাবল জেন। 'দরকার কি?' বলল সে। 'তোমার কি মনে হয়?'

'আসলেই দরকার নেই। উইকহ্যাম শিগ্গিরই মেরিটন ছাড়ছে। কাজেই ও ভাল না মন্দ তাতে এখানকার লোকের যায় আসে না কিছু।'

'ঠিক, বলতে যাব কেন? ওর ক্ষতিই হবে কেবল, কারও তো কোন লাভ নেই। হয়ত ও ভালও হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে।'

বেশ অনেকখানি স্বস্তি বোধ করল এবার এলিজাবেথ, জেনের সঙ্গে আলাপের পর। দুটো গোপন ব্যাপার খোঁচাচ্ছিল ওকে, ঝেড়ে দিতে পেরেছে সেগুলো। এখন বাকি রইল কেবল জেন আর বিংলের ব্যাপারটা। জেনকে কিছু বলতে পারবে না ও। বেচারী এখনও বিংলের প্রেমে অন্ধ, বড্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করছে। জেন সিরিয়াস প্রকৃতির মেয়ে। ওর ভালবাসা অনেক গভীর এবং স্থায়ী।

ত্রিশ

এলিজাবেথ ফিরে এসেছে দু সপ্তাহ আগে। কদিনের মধ্যে অফিসাররা মেরিটন ত্যাগ করছে। মুষড়ে পড়েছে পাড়ার তরুণী মেয়েরা। তবে সবচেয়ে বেশি দুরবস্থা কিটি আর লিডিয়ার।

'হাসছ কেন, লিজি?' চেঁচাল ওরা। 'অফিসাররা চলে গেলে আমাদের সময় কাটবে কিভাবে? কিছুই করার থাকবে না যে। ওহ!'

ওদের অন্তরের ব্যথা বুঝলেন মিসেস বেনেট। পঁচিশ বছর আগে তিনিও যে দারুণ যাতনা ভোগ করেছিলেন!

'কর্নেল মিলারের সেনাবাহিনী চলে গেলে পুরো দুটো দিন কেঁদেছিলাম আমি,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'বুকটা ভেঙে যাবে মনে হচ্ছিল।'

'আমারটা ইতিমধ্যেই গেছে,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল লিডিয়া।

'ব্রাইটনে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে,' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মিসেস বেনেট।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইস্, ব্রাইটনে যদি যেতে পারতাম! কিন্তু বাবা যেতে দেবে না।'

মা-বোনদের কণ্ঠে অভিযোগের সুর শুনে হাসি পেল এলিজাবেথের, আবার দুঃখও হলো। ডার্সির কথাগুলোয় কোন ভুল নেই। এরা সত্যিই বড় অমার্জিত।

লিডিয়া আচমকা চুপ মেরে গেল। সে সেনাবাহিনীর কর্নেলের স্ত্রীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে, তাঁকে ব্রাইটন পর্যন্ত সঙ্গ দেয়ার জন্যে। লিডিয়ার প্রিয় বান্ধবী মিসেস ফর্স্টার এক নব বিবাহিতা তরুণী।

লিডিয়ার সৌভাগ্য দেখে হিংসেয় জ্বলতে লাগল কিটি।

'আমাকে ডাকল না কেন বুঝলাম না। লিডিয়ার চেয়ে আমারই তো দাবি বেশি। আমি ওর চেয়ে দু বছরের বড়।'

আমন্ত্রণটা চিন্তায় ফেলে দিল এলিজাবেথকে। লিডিয়ার বয়স কম, বোকাও বটে। ব্রাইটনে গেলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ওর। মিসেস ফর্স্টারের ওপর ভরসা করা যায় না, তারও বয়স অল্প। এলিজাবেথ তক্ষুণি চলে গেল বাবার কাছে। লিডিয়াকে যেতে দিতে নিষেধ করল।

মিস্টার বেনেট এলিজাবেথের কথা মন দিয়ে শুনলেন, 'ভাবিস না, লিজি। লিডিয়া বোকা মেয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওকে যেতে না দিলে বাড়িতে চরম অশান্তি শুরু হবে। কর্নেল ফর্স্টার নিশ্চয়ই দেখে শুনে রাখবেন ওকে।'

হতাশ হতে হলো এলিজাবেথকে। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে লিডিয়ার জন্যে। ব্রাইটন ওর মত বোকা মেয়ের জায়গা নয়।

সেনাবাহিনীর বিদায়ের দিন কজন অফিসারকে লংবার্নে ডিনারের দাওয়াত দিলেন মিসেস বেনেট। উইকহ্যামও রয়েছে তাদের মধ্যে।

লোকটিকে অসহ্য লাগে এখন এলিজাবেথের। ডিনারের সময় সে বলল ডার্সি আর কর্নেল ফিটজউইলিয়ামের সঙ্গে রোজিংয়ে দেখা হয়েছে ওর। উইকহ্যামের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রশ্ন করল, 'কর্নেল ফিটজউইলিয়ামকে চেনেন বোধহয়?'

অসন্তুষ্ট এবং ভীত দেখাল উইকহ্যামকে। যাহোক, সামলে নিয়ে বলল সামান্যই চেনে ভদ্রলোককে।

'ওঁকে কেমন লাগল আপনার?' এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভাল,' তারপর যোগ করল, 'ডার্সিকেও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বুঝি

আমি, পছন্দও করি।'

কথাটা হজম করতে কষ্ট হলো উইকহ্যামের। লাল হয়ে গেল তার চেহারা, নির্বাক হয়ে পড়ল। পার্টি শেষ হলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও।

পার্টি শেষে লিডিয়া মিসেস ফর্স্টারের সঙ্গে মেরিটন রওনা হয়ে গেল। পরদিন মেরিটন থেকে ব্রাইটনে চলে যাবে ওরা। বিদায়ক্ষণে লিডিয়ার জন্যে একমাত্র কিটিকেই কাঁদতে দেখা গেল। ঈর্ষা এবং রাগই যে কান্নার কারণ। তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেনাবাহিনী মেরিটন ত্যাগ করার পর জীবনযাত্রা কেমন যেন পানসে ঠেকতে লাগল সবার কাছে। লিডিয়া মাঝে মধ্যে চিঠি লেখে। ধীরে ধীরে অফিসারদের কথা ভুলে গেল কিটি। শান্তি ফিরল লংবার্নে।

গার্ডিনারদের সঙ্গে এলিজাবেথের ছুটি কাটানর সময় এগিয়ে আসছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে। ব্যবসার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ওর মামা। ফলে লন্ডন ছেড়ে দু সপ্তাহের বেশি বাইরে থাকতে পারবেন না। কাজেই গার্ডিনারদের প্রাথমিক পরিকল্পনায় কিছু কাটছাঁট করতে হলো। ঠিক হলো ডার্বিশায়ারে বেড়াতে যাবে ওরা। মিসেস গার্ডিনার শৈশব কাটিয়েছেন ওখানে।

তাঁর জন্মস্থান ল্যামটন, পেমবারলি থেকে বেশি দূরে নয়। এলিজাবেথের জানা আছে পেমবারলি হচ্ছে ডার্সির গ্রামের বাড়ি।

'ও থাকবে না ওখানে,' ভাবল সে। 'কাজেই দেখা হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। খামোকা ওর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করার কি আছে?'

একত্রিশ

মিস্টার এবং মিসেস গার্ডিনার লংবার্ন হাউজে এলেন। সঙ্গে এসেছে তাঁদের চার বাচ্চা। ওদের দেখে রাখবে জেন। বাচ্চারা খুব ভক্ত ওর।

লংবার্নে রাত কাটিয়ে পরদিন রওনা দিলেন মামা-মামী, এলিজাবেথকে নিয়ে। ডার্বিশায়ারে বেশ কটি আকর্ষণীয় জায়গা ঘুরে দেখল ওরা। তারপর ধরল ল্যামটনের রাস্তা। পথে রাত কাটাতে হলো এক সরাইখানায়। এখানে জানতে পারল পেমবারলি আর মাত্র পাঁচ মাইলের পথ। মিসেস গার্ডিনার পেমবারলিতে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। আপত্তি করলেন না তাঁর স্বামী। এলিজাবেথ নিশ্চুপ রইল।

'ভালই হবে কি বলো?' জানতে চাইলেন মামী। 'উইকহ্যাম নিশ্চয় বলেছে ওখানকার কথা? ছেলেবেলায় তো ওখানেই থাকত সে।'

কি বলবে ভেবে পেল না এলিজাবেথ। ডার্সির সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়! ভাবনাটা মাথায় আসতেই লাল হলো ও। সেরাতে পরিচারিকাকে পেমবারলি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করল এলিজাবেথ। জায়গাটা কেমন? মালিক কে? এখন ওখানে কেউ থাকে কিনা? শেষ প্রশ্নটির উত্তরে পরিচারিকা জানাল, 'না।' খানিকটা সহজ হলো এবার এলিজাবেথ।

পরদিন সকালে মামী যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, লিজি, পেমবারলি যাচ্ছি তো?'

'হ্যাঁ, মামী, শুনলাম খুব নাকি সুন্দর জায়গা,' জবাব দিল এলিজাবেথ।

ওরা পেমবারলির দিকে যাত্রা করল।

চমৎকার বন আর পার্ক নজরে এল ওদের। তারপর দেখতে পেল বাড়িটা, পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছেপিঠেই নদী, দারুণ! 'আমি হয়ত,' ভাবল এলিজাবেথ, 'এ বাড়ির বউ হতে পারতাম!'

অনুমতি নিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখল ওরা, হাউজকিপার মহিলা সব দেখাল। ঘরগুলো বিশাল, দামী আসবাবপত্রে ঠাসা। হাউজকিপারকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো এলিজাবেথের, বাড়ির মালিক সত্যিই অনুপস্থিত কিনা। কিন্তু সাহস করে আর করা হলো না প্রশ্নটা। তবে এলিজাবেথের হয়ে প্রশ্নটা করলেন ওর মামা। জবাবে হাউজকিপার জানাল, 'হ্যাঁ, তবে আশা করছি আগামীকাল এসে পড়বেন উনি, বন্ধু বান্ধব সহ।'

হাঁফ ছাড়ল এলিজাবেথ।

মামী একটি ছবি দেখার জন্যে ডাকলেন ওকে। ছবিটি উইকহ্যামের। 'ভদ্রলোক,' হাউজকিপার জানাল, 'এবাড়ির সাবেক সরকারের ছেলে। এখন সেনাবাহিনীতে আছেন। খুব উচ্ছৃঙ্খল।'

হাউজকিপার অন্য আরেকটি ছবির দিকে আঙুল তাক করল।

'ইনিই আমাদের মালিক,' বলল সে। 'ছবিটা বছর আটেক আগের আঁকা।'

'এই-ই নাকি?' এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস গার্ডিনার।

হাউজকিপার ফিরল এলিজাবেথের দিকে।

'আপনি মিস্টার ডার্সিকে চেনেন?'

'চিনি অল্প স্বল্প,' লজ্জা পেয়ে বলল এলিজাবেথ।

'উনি খুব সুদর্শন না?'

'হ্যাঁ, খুবই সুদর্শন।'

'এত সুন্দর ছেলে আর দেখিনি আমি,' বলল হাউজকিপার।

'পেমবারলিতে কি প্রায়ই আসেন উনি?' মিস্টার গার্ডিনার জানতে চাইলেন।

'খুব একটা না, স্যার, তবে মিস ডার্সি গরমকালটা এখানেই কাটান।'

'ভদ্রলোক বিয়ে করলে ঘন ঘন আসতেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু বিয়ে করার মত মেয়েই তো পাচ্ছেন না। যাকে তাকে তো আর বিয়ে করতে পারেন না।'

মৃদু হাসলেন মিস্টার এবং মিসেস গার্ডিনার।

'ঠিকই বলছি আমি। কখনও মেজাজ গরম করতে দেখিনি ওঁকে। ওঁর চার বছর বয়স থেকে তো দেখছি।'

অবাক না হয়ে পারল না এলিজাবেথ। 'এ আবার কোন ডার্সি?' মনে মনে বলল সে।

'তাঁর চেয়ে ভাল মনিব আর জন্মাননি,' বলে চলল মহিলা, 'কেউ কেউ বলে উনি অহঙ্কারী। কিন্তু আমার কখনও তা মনে হয়নি।'

'তা হলে উইকহ্যামের সঙ্গে অমন করল কেন?' ফিসফিসিয়ে এলিজাবেথকে প্রশ্ন করলেন মামী।

'হয়ত...হয়ত উইকহ্যাম মিথ্যে বলেছে,' একই ভাবে জবাব দিল ও। হাউজকিপারের কথা ইতোমধ্যেই বিশ্বাস করে ফেলেছে সে। কি ভুলটাই না বুঝেছিল, ছিঃ! লজ্জায় মাথা নুয়ে এল ওর।

বত্রিশ

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, বাগানগুলো দেখবে। লন পেরনোর সময় থামল এলিজাবেথ, ঘুরে চাইল বাড়িটার দিকে। ঠিক সে মুহূর্তে ডার্সি বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে।

দুজনের দূরত্ব এখন মাত্র বিশ গজ। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়েছে দুজনেই। দু জোড়া চোখের মিলন হলো। লাল হয়ে গেল দুজনের চেহারাই।

সামলে নিল ডার্সি। এগিয়ে এল সে। এলিজাবেথ এবং ওর পরিবারের সকলের কুশল জিজ্ঞেস করল। আলোড়িত এলিজাবেথ কি বলল নিজেই বুঝল না। হতচকিত ডার্সি ক মিনিট পর সরে গেল ওখান থেকে।

এলিজাবেথ এখন আবার লজ্জা পেতে শুরু করেছে। ও কি ভাববে? ওকে দেখার জন্যে সে এখানে এসেছে এটাই কি মনে করবে ডার্সি? ও তো খুব ভদ্র ব্যবহার করল! তবে কি মাফ করে দিয়েছে এলিজাবেথকে? আচ্ছা, ওকে কি এখনও ভালবাসে ডার্সি? এমনি হাজারো চিন্তা মাথায় ভর করল ওর।

এলিজাবেথ যোগ দিল ওর সঙ্গীদের সঙ্গে। 'ইস্, ডার্সির মনের অবস্থাটা যদি জানতে পারতাম,' ভাবল সে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছে ওরা। হঠাৎ যেন আবার মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ডার্সি, অনেকটা আবিষ্টের মতন তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল এলিজাবেথ। মুক্ত কণ্ঠে পেমবারলির প্রশংসা করল। 'দারুণ!' বলল সে,. 'চমৎকার!' তারপর থেমে গেল হঠাৎ। ডার্সি কিছু মনে করল না তো? লজ্জা পেল ও।

ডার্সি ওর মামা-মামীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইল। খুশি মনে কাজটা করল এলিজাবেথ, ওর সব আত্মীয় যে নিচু শ্রেণীর নয় সেটা জানা দরকার ডার্সির। গভীর মনোযোগে সে মামা আর ডার্সির কথোপকথন শুনল। ডার্সিকে ব্যক্তিত্ব দিয়ে সহজেই প্রভাবিত করলেন মিস্টার গার্ডিনার। এলিজাবেথের মনে খুশি ধরে না। মাছ ধরার ব্যাপারে দুজনকে কথা বলতে শুনল ও। ডার্সি এখানকার নদীতে মাছ ধরতে আমন্ত্রণ জানাল মিস্টার গার্ডিনারকে, তাঁর যখন খুশি। মিসেস গার্ডিনার এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার অবাক হয়ে চাইলেন এলিজাবেথের দিকে। মুখে কিছু বলল না এলিজাবেথ, ভাল লাগছে তার। নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'ও এত বদলে গেল কিভাবে? এত ভদ্র ব্যবহার করছে কেন? আমার জন্যে নয় নিশ্চয়ই···আমাকে ভালবাসে কি এখনও?'

হাঁটছে ওরা। মিসেস গার্ডিনার স্বামীর বাহু পেঁচিয়ে ধরলেন। ডার্সি নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল এলিজাবেথের দিকে, ধরল সে। তারপর বলল, 'আপনার হাউজকিপার বলল আপনি কাল আসবেন।'

ডার্সি জানাল তেমনই কথা ছিল। কিন্তু সরকারের সঙ্গে জরুরী আলাপ থাকায় আগে আসতে হয়েছে।

'বন্ধুরা কাল আসছে,' বলল সে। 'কজনকে তো চেনেনই—বিংলে আর তার বোনেরা।'

চুপ করে রইল এলিজাবেথ।

'আমার বোনও আসছে,' বলে চলল ডার্সি। 'আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে ওর। আপনার আপত্তি না থাকলে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ল্যামটনেই তো থাকছেন?'

এলিজাবেথ বিস্মিত হলো, খুশিও।

মিস্টার এবং মিসেস গার্ডিনার ওদের কাছে এলে ডার্সি অনুরোধ করল তার বাড়িতে গিয়ে জলখাবার করতে। রাজি হলেন না তাঁরা। ডার্সি মহিলাদের ক্যারিজে উঠতে সাহায্য করল। ক্যারিজ চলতে শুরু করলে ফিরে চাইল এলিজাবেথ। ধীর পায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে ডার্সি।

মামা-মামী ডার্সির কথা তুললেন, দুজনই পছন্দ করেছেন ওকে।

'লিজি, ওকে অহঙ্কারী বলেছিলে কেন?' মামী মানতে চাইলেন। তারপর যোগ করলেন, 'উইকহ্যামকে ঠকিয়েছে, একথা মানতে পারছি না আমি।'

'আমারই ভুল হয়েছিল···মিথ্যে কথা শুনে বিশ্বাস করেছিলাম,' এলিজাবেথ বলল তাঁকে।

সৌভাগ্যক্রমে এ ব্যাপারে আর বেশি আলোচনা হলো না। ওরা ল্যামটনের কাছাকাছি পৌছে গেছে এখন। মিসেস গার্ডিনার শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে গেলেন। এলিজাবেথের কাছে স্বপ্নের মত ঠেকছে সব। বসে বসে সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে লাগল ও।

তেত্রিশ

ডার্সি তার বোনকে নিয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে এল। মিস ডার্সিকে মোটেই ডাঁটিয়াল মনে হলো না ওর। মেয়েটি লাজুক, কম কথা বলে। ফলে লোকে ভুল বোঝে। ওকে পছন্দ হয়ে গেল এলিজাবেথের।

খানিক বাদে এল বিংলে। আগের মতই রয়েছে সে, একটুও বদলায়নি। এলিজাবেথের পরিবারের সবার কুশল জিজ্ঞেস করল। বিংলে আর মিস ডার্সিকে কাছ থেকে লক্ষ্য করল এলিজাবেথ। দুজনের মধ্যে প্রেমের কোন লক্ষণ দেখতে পেল না ও। জেনের কথা এ সময় বড্ড মনে পড়ছে ওর। বিংলেও কি ভাবছে তার কথা?

আধ ঘন্টা পর বিদায় নিল ওরা। যাওয়ার আগে এলিজাবেথ আর তার মামা-মামীকে বলে গেল ডার্সি, 'পেমবারলিতে আপনারা যদি ডিনার করতেন তো আমরা দু ভাই বোন খুব খুশি হতাম।'

একদিন পর ডিনারের তারিখ ঠিক হলো।

পরদিন সকালে পাল্টা বেড়াতে গেলেন মিসেস গার্ডিনার, এলিজাবেথকে নিয়ে। মিসেস হার্স্ট আর মিস বিংলে শীতল অভ্যর্থনা জানাল ওদের। মিস ডার্সির সঙ্গী এক ভদ্রমহিলা গল্প করলেন এলিজাবেথ এবং তার মামীর সঙ্গে। সর্বক্ষণ এলিজাবেথকে লক্ষ করে গেল মিস বিংলে। মিনিট পনেরো পরে কথা ফুটল তার মুখে। ঠাণ্ডা গলায় কটা প্রশ্ন করল সে। একইভাবে জবাব দিল এলিজাবেথ।

কজন কাজের লোক এসময় মাংস, কেক আর ফল নিয়ে ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরেই এল ডার্সি। মিস্টার গার্ডিনারের সঙ্গে এতক্ষণ মাছ ধরছিল সে।

ভাইকে দেখে আড়ষ্টতা কিছুটা কমল মিস ডার্সির। এলিজাবেথের সঙ্গে গল্প করতে লাগল সে। এটা স্পষ্ট, ডার্সি চায় তার বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক এলিজাবেথের।

মিস বিংলেরও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল সে। অনুভব করল কড়া কিছু বলা দরকার, যাতে এলিজাবেথের মনে আঘাত দেয়া যায়।

চট করে উইকহ্যামের কথা মনে পড়ল ওর। এলিজাবেথকে বলল, 'শুনেছি অফিসাররা চলে গেছে মেরিটন ছেড়ে। তোমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল!'

ওর কথা গায়ে মাখল না এলিজাবেথ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত স্বরে জবাব দিল। লক্ষ করল অস্বস্তি বোধ করছে ডার্সি আর তার বোন। মিস বিংলে বুঝল না পরোক্ষভাবে উইকহ্যামের কথা উঠিয়ে কষ্ট দিয়েছে সে ভাই বোনকে।

এর কিছুক্ষণ পর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ডার্সি ওদের এগিয়ে দিল ক্যারিজ পর্যন্ত। সে যখন ফিরল তখন মিস বিংলে মুণ্ডুপাত করছে এলিজাবেথের। ওর কাপড় চোপড়, ব্যবহার—সবই অসহ্য তার কাছে। জর্জিয়ানা অবশ্য তার ভাইয়ের সঙ্গে একমত—এলিজাবেথের সব কিছুই পছন্দ ওর।

'এলিজাবেথ আগের মত নেই,' মিস বিংলে বলল ডার্সিকে। 'কেমন যেন রুক্ষ হয়ে গেছে।'

'রোদে পুড়েছে খানিকটা,' সহজ গলায় বলল ডার্সি। 'আসলে ঘোরাঘুরিও তো কম করেনি।'

'ওর চেহারায় কোন লাবণ্য নেই, সৌন্দর্য নেই। মুখটা চোখা মার্কা আর চোখগুলো কেমন যেন তীক্ষ্ণ।'

অসন্তুষ্ট হলেও চুপ করে রইল ডার্সি।

আরও রেগে গেল মিস বিংলে। জেদ চেপে গেছে তার। কথা বলাতে হবে ডার্সিকে।

'মনে আছে,' বলল সে, 'নেদারফিল্ডে একদিন বলেছিলেন, 'এলিজাবেথ বেনেট আবার সুন্দরী! তবে তো বলতে হয় ওর মাও খুব বুদ্ধিমতী!' কি মনে নেই? অথচ পরে আপনার মনে হয়েছে ও সত্যিই দেখতে সুন্দর, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডার্সি। আর চুপ রইতে পারল না সে। 'প্রথমবার দেখে ওকথা বলেছিলাম। এতদিন পরে মনে হচ্ছে ও সত্যিই অসাধারণ।'

মিস বিংলের মুখে কথা সরল না। ডার্সির মুখ খুলিয়েছে সে, কিন্তু যা শুনল তাতে সব আশা উবে গেছে ওর।

চৌত্রিশ

ল্যামটনে এসে জেনের চিঠি পাবে আশা করেছিল এলিজাবেথ। হতাশ হতে হলো তাকে। কিন্তু তৃতীয় দিন একসঙ্গে দুটো চিঠি এসে গেল। মামা-মামী হাঁটতে গেছেন। জেনের চিঠিগুলো পড়ার জন্যে জাঁকিয়ে বসল এলিজাবেথ।

প্রথম চিঠিটা পাঁচ দিন আগে লেখা। লংবার্নের খবর দেয়া হয়েছে। পড়তে লাগল এলিজাবেথ। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার লেখা দেখে খটকা লাগল ওর। উত্তেজিত হাতে লেখা হয়েছে। পড়ল সেঃ "ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে। কাল রাত বারোটায় কর্নেল ফর্স্টারের কাছ থেকে একটা এক্সপ্রেস লেটার পেয়েছি। লিডিয়া স্কটল্যান্ডে পালিয়েছে, তাঁর এক অফিসার—উইকহ্যামের সঙ্গে। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না আমরা। উইকহ্যামকে তো চিনি। লিডিয়া ওকে নিয়ে কিভাবে সুখী হবে? তবে লোকটি হয়ত অতটা খারাপ নাও হতে পারে। মোট কথা, লিডিয়াকে ও টাকার জন্যে বিয়ে করছে না। কারণ বাবা যে কিছু দিতে পারবেন না জানে সে। কর্নেল ফর্স্টার শিগ্‌গিরই আসছেন। আজ এখানেই শেষ করছি। মা খবরটা জেনে

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

দ্রুত দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল এলিজাবেথ। তিন দিন আগে লেখা।

"প্রিয় লিজি,

অনেক কষ্ট নিয়ে চিঠি লিখছি। চরম দুঃসংবাদ আছে একটা। লিডিয়াকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছে নেই উইকহ্যামের। মিস্টার ডেনিকে সেরকমই বলেছে সে। কর্নেল ফর্স্টার ওদের সন্ধান বার করতে পারেননি। খানিক আগে খবরটা বলতে এসেছিলেন উনি। মা অসুস্থ, বাবাও ভেঙে পড়েছেন।

লিজি, আমাদের বড় বিপদ। যত জলদি পারো চলে এসো। মামা-মামী নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। বাবা লিডিয়ার খোঁজে লন্ডনে যাচ্ছেন। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। মামা যদি বাবার সঙ্গে যেতেন তো খুব ভাল হত। একবার বলে দেখবে? জানি বিপদে পাশে পাব তাঁকে।"

পঁয়ত্রিশ

চিঠিটা পড়া শেষে দরজার কাছে ছুটে গেল এলিজাবেথ। মামাকে দরকার, এই মুহূর্তে। কাজের লোক এসময় হঠাৎ খুলে দিল দরজা। ডার্সি ঘরে এসে ঢুকল। ওর মলিন মুখ দেখে থমকে গেল সে। তবে ও কিছু বলার আগেই বলে উঠল এলিজাবেথ, 'আমাকে এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না, মামাকে খুব জরুরী দরকার।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?' অবাক হলো ডার্সি, 'আমি গিয়ে না হয় খোঁজ করছি। আপনি থাকুন, আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

কথাটা সত্যি। গায়ে জোর পাচ্ছে না এলিজাবেথ। একজন কাজের লোক পাঠানো হলো, গার্ডিনারদের খুঁজে আনার জন্যে। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল এলিজাবেথ, মুষড়ে পড়েছে।

'এক গ্লাস ওয়াইন দেব? খেলে ভাল লাগত,' নরম গলায় বলল ডার্সি।

'থাক, দরকার নেই,' বলল এলিজাবেথ। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। 'আমার কিছু হয়নি, আমি ভালই আছি। বাড়ি থেকে খারাপ খবর এসেছে।'

কথা কটা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল এলিজাবেথ। খানিকক্ষণ পর বলল, 'আমার সবচেয়ে ছোট বোনটা পালিয়েছে। উইকহ্যামের সঙ্গে। ওকে বিয়ে করবে না উইকহ্যাম। লিডিয়া হারিয়ে গেছে। ওকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

রেগে গেল ডার্সি, তার চোখজোড়া জ্বলে উঠল।

'সব দোষ আমার,' কান্না চেপে বলল এলিজাবেথ, 'আমি ব্যাপারটা ঠেকাতে পারতাম। উইকহ্যাম বাজে লোক, কথাটা যদি বাবা-মাকে জানাতাম তবে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটত না। এখন আর বলে কোন লাভ নেই, বড় দেরি হয়ে গেছে, উফ্!'

'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' গম্ভীর মুখে বলল ডার্সি। 'কিন্তু আপনারা কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গে ব্রাইটন ছেড়েছে ওরা। লন্ডনে দেখা গেছে ওদের।'

'কেউ গেছে লন্ডনে?'

'বাবা গেছেন। জেন লিখেছে মামাও যেন যান। মামা চেষ্টার ক্রটি করবেন না।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

কথা বলল না ডার্সি। চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে লাগল। এলিজাবেথ আচমকা অনুভব করল ওকে হারিয়েছে সে, চিরতরে। এমন পরিবারের মেয়েকে কেন ভালবাসবে ডার্সি? কি করে বাসবে? ওদের বিয়ে হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। কি জঘন্য পারিবারিক কলঙ্ক! রুমালে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে ফেলল এলিজাবেথ।

'আপনাকে যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারতাম!' আবেগ ঝরে পড়ল ডার্সির কণ্ঠে। তারপরই সামলে নিল নিজেকে। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'তারমানে আজ আপনি পেমবারলিতে যেতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, মিস ডার্সিকে বলবেন যেন কিছু মনে না করেন। বলবেন বাড়িতে জরুরী ডাক পড়েছে। সত্যি কথাটা বলবেন না প্লীজ···অন্তত এ মুহূর্তে।'

সায় দিল ডার্সি। তারপর ওর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন মামা-মামী। ছলছল চোখে তাঁদেরকে খবরটা জানাল এলিজাবেথ। মামা কথা দিলেন সাধ্যমত সাহায্য করবেন।

তক্ষুণি গোছগাছ করতে শুরু করল ওরা। তৈরি হয়ে গেল দ্রুত। এক ঘন্টার মধ্যেই ক্যারিজে চেপে রওনা দিল ওরা, লংবার্নের উদ্দেশে।

ছত্রিশ

জোরে ছুটে চলেছে ক্যারিজ। তবু লংবার্নে পৌছতে পৌছতে পরদিন, ডিনারের সময় তখন।

নিচে দৌড়ে নেমে এল জেন। সে আর এলিজাবেথ চুমু খেল পরস্পরকে, চোখে জল।

'ওদের পাওয়া গেছে?'

'না।'

'বাবা লন্ডনে?'

'হ্যাঁ, মঙ্গলবার গেছেন।'

'মা কেমন আছেন এখন?'

'আগের চেয়ে ভাল। মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন, এখনও বিছানা ছাড়তে পারেননি। মেরি আর কিটি ভালই আছে।'

'আর তুমি? তুমি ভাল আছ তো? এত মলিন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

'কই না তো। আমি তো ভালই আছি।'

সবাই চলল মিসেস বেনেটকে দেখতে। ওদেরকে যথারীতি চোখের জলে বরণ করলেন ভদ্রমহিলা। রাজ্যের অভিযোগ তাঁর, সবার বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনিই যে সব গণ্ডগোলের মূল সে কথা একবারও মনে হলো না তাঁর। তিনি কঠোর হলে এতবড় বিপদ নেমে আসত না পুরো পরিবারের ওপর; কিন্তু একথা তাঁকে বোঝাবে কে?

'ফর্স্টাররা করছিলটা কি? আমার মেয়েটাকে দেখে রাখতে পারল না? বেচারী ছেলেমানুষ! ওকি কিছু বোঝে?' কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করে চললেন তিনি। 'ওদের বাপ গেছে লন্ডনে, উইকহ্যামের সঙ্গে লড়াই করে নির্ঘাত মারা পড়বে। তখন আমাদের কি উপায় হবে গো? মানুষটার লাশ ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই কলিন্স সবাইকে বার করে দেবে এবাড়ি থেকে। আমাদের কে দেখবে গো···'

কান্না মাখা মুখ ফেরালেন তিনি মিস্টার গার্ডিনারের দিকে। 'ভাইরে, এই বিপদে যদি তুমি পাশে না থাকো—'

মিস্টার গার্ডিনার বললেন পরদিন লন্ডনে যাবেন তিনি। মিস্টার বেনেটকে সাহায্য করবেন, লিডিয়াকে খোঁজার কাজে।

'ভাই, ও ভাই,' চেঁচালেন মিসেস বেনেট, 'ওদের খুঁজে বার করে বিয়ে দিয়ে দাও। নতুন কাপড়ের জন্যে লিডিয়াকে চিন্তা করতে বারণ কোরো। টাকা পেয়ে যাবে ও। আর ভাই, ওদের বাপ যেন উইকহ্যামের সঙ্গে মারামারি না করে। তাকে দেখে রেখো, আর বলবে আমি গুরুতর অসুস্থ। দেখতেই তো পাচ্ছ, শরীর কাঁপছে, মাথা ব্যথা। পাগলই হয়ে যাব বোধহয়···খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না। লিডিয়াকে বলবে ভাল ভাল দোকানের নাম পাঠাব আমি, নতুন কাপড় কিনতে পারবে খুশি মত। তোমার মত মানুষ হয় না, ভাই। জানি আমার সব কথা রাখবে তুমি।'

বিকেলে জেন আর এলিজাবেথের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হলো। এলিজাবেথ জানতে পারল উইকহ্যাম মেরিটন ছেড়েছে প্রচুর দেনা রেখে।

'জেন, ওর সম্বন্ধে সত্যি কথাগুলো যদি গোপন না করতাম তবে আজ আর এই দশা হত না।'

'আমরা তো ভালর জন্যেই চেপে গিয়েছিলাম, লিজি।'

সাঁইত্রিশ

লংবার্নে এখন প্রতিটি দিন কাটে চরম উৎকণ্ঠায়। চিঠি এলে বহুগুণ বেড়ে যায় উদ্বেগ। মিস্টার গার্ডিনার ভাল খবর পাঠাতে পারেননি এখনও। তিনি লিখেছেন ব্রাইটনে বিপুল ধার করে কেটে পড়েছে উইকহ্যাম। লোকে কমপক্ষে এক হাজার পাউন্ড পায় তার কাছে।

মিস্টার কলিন্স চিঠি পাঠিয়েছেন মিস্টার বেনেটকে। বাবার অনুপস্থিতিতে ওটা খুলল জেন। পড়ল সে আর এলিজাবেথ।

"প্রিয় স্যার,

আমি অত্যন্ত মর্মাহত, আপনার মেয়ে মারা গেলেও বরং এর চেয়ে ভাল হত। দায় দায়িত্ব অবশ্যই আপনাদের ওপর বর্তাবে। মেয়েকে মানুষ করতে পারেননি। তাছাড়া মেয়েটি এমনিতেও বেয়াড়া প্রকৃতির।

আপনার জন্যে দুঃখ হয়। আপনি আমার স্ত্রী, লেডি ক্যাথরিন এবং তাঁর মেয়ের সমবেদনা গ্রহণ করুন। তাঁরা আমার সঙ্গে একমত, লিডিয়ার কাণ্ড অন্যান্য মেয়েদেরকেও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ওদের এখন বিয়ে করবে কে? এ মুহূর্তে নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি গত নভেম্বরে!

আপনাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি। মেয়েকে ত্যাজ্য করে দিন চিরজীবনের জন্যে, কর্মফল ভোগ করুক।

আপনারই,
উইলিয়াম কলিন্স"

চিঠিটা পড়ে কেঁদে ফেলল জেন। আর খেপে আগুন হলো এলিজাবেথ। পরিবারের আর কাউকে চিঠিটির কথা না জানানোর সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

এর পরের যে চিঠিটি ওরা পেল সেটি লিখেছেন ওদের বাবা। বাড়ি ফিরে আসছেন তিনি। মিস্টার গার্ডিনারের ওপর খোঁজার দায়িত্ব দিয়ে।

মিসেস বেনেট খবরটা শুনে মোটেও খুশি হলেন না। 'কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'লিডিয়াকে না নিয়েই ফিরে আসছে? তবে উইকহ্যামের সঙ্গে মারামারি করবে কে? ব্যাটাকে বিয়েতে বাধ্য করতে হবে না?'

মিস্টার বেনেট ফিরে এলেন। আগের মতই শান্ত, ধীরস্থির রয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ লিডিয়ার ব্যাপারে মুখ খুললেন না। মেয়েরাও কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

সন্ধ্যায় সবার সঙ্গে চা খেতে বসে এলিজাবেথ বলল, 'বাবার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। আসলে খুব হয়রানি হয়েছে তো!'

'ওকথা থাক, হয়রানি তো হবেই। দোষ তো আমারই।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিস্টার বেনেট এলিজাবেথকে বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিলি রে। তোর কথা শোনা উচিত ছিল।'

এসময় মায়ের জন্যে চা নিতে এল জেন, মিস্টার বেনেট তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আমুদে গলায় বললেন, 'বেশ ভালই চলছে সব। আমিও তোদের মায়ের নকল করব। আগামীকাল লাইব্রেরিতে গ্যাঁট মেরে বসে থাকব, আর যতটা সম্ভব বিরক্ত করব সবাইকে,' সামান্য হাসলেন তিনি। 'নাহ থাক, কিটি পালাক আগে।'

'আমি পালাচ্ছি না, বাবা,' বলল কিটি। 'আমি ব্রাইটনে গেলে কখনই লিডিয়ার মত করতাম না।'

'ব্রাইটন! বলিস কি! ও জায়গার ত্রিসীমানায়ও যাবি না তুই। আমার বাসায় অফিসারদের ঢোকা নিষেধ। নাচার ইচ্ছে হলে যত খুশি নাচবি, বাসায়; বোনদের সঙ্গে।

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল কিটি।

'আরে শোন, শোন,' বললেন মিস্টার বেনেট, 'কাঁদিস না। আগামী দশটা বছর ধৈর্য ধরে থাক, তারপর সৈন্যদের প্যারেড দেখাতে নিয়ে যাব তোকে।'

আটত্রিশ

মিস্টার বেনেট ফেরার দুদিন পর এল মিস্টার গার্ডিনারের চিঠি। জেন আর এলিজাবেথ তখন বাগানে, হাউজকিপার জানাল কথাটা।

'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম,' বলল মহিলা, 'লন্ডন থেকে কোন খবর এসেছে?'

'জানি না। শুনিনি।'

'এসেছে, ম্যাডাম! এক্সপ্রেস লেটার পাঠিয়েছেন মিস্টার গার্ডিনার। এই তো আধ ঘন্টা মত হবে।'

দু বোন তখুনি ছুটল বাড়িতে। তবে বাবাকে দেখতে পেল না ওরা।

'মিনিট দশেক আগে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি,' একজন কাজের লোক জানাল।

দুজন দৌড়ল জঙ্গলের দিকে। এলিজাবেথ বাবার কাছে আগে পৌছল।

'বাবা, খবর কি? ভাল না খারাপ?'

'ভাল আর কি হবে বল?' জবাব দিলেন মিস্টার বেনেট। তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বার করে এলিজাবেথের হাতে দিলেন। 'পড়ে দেখ,' বললেন। হাঁফাতে হাঁফাতে তখন এসে গেছে জেন। 'জোরে পড়,' বাবা বললেন।

পড়তে শুরু করল এলিজাবেথঃ

গ্রেস চার্চ স্ট্রিট, সোমবার
২ আগস্ট।

"প্রিয় ভাই,

সুসংবাদ আছে। লিডিয়া আর উইকহ্যামকে পাওয়া গেছে। বিয়ে হয়নি। বিয়ে করার কোন ইচ্ছেও নেই ওদের। তবে ছেলেটি বিয়ে করতে রাজি আছে, কিন্তু তার কতগুলো শর্ত আগে পূরণ করতে হবে। আশা করি তাতে আপত্তি থাকবে না আপনার।

প্রথমতঃ আপনাকে কথা দিতে হবে লিডিয়া তার সম্পত্তির অংশ ঠিকমত বুঝে পাবে, আপনার এবং আমার বোনের মৃত্যুর পর।

দ্বিতীয়তঃ বছরে লিডিয়াকে একশো পাউন্ড করে দিতে হবে। যাতে সব দেনা শোধ করার পরও যথেষ্ট রয়ে যায় তার হাতে। বুঝতেই পারছেন টাকা ছাড়া বিয়ে করবে না উইকহ্যাম।

লন্ডনে আসতে হবে না আপনাকে। আমি সব ব্যবস্থা করব। যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দেবেন।

আমার বাসা থেকে লিডিয়ার বিয়ে হতে পারে। অবশ্যই আপনার অনুমতি সাপেক্ষে।

সবার জন্যে শুভেচ্ছা আর ভালবাসা—

আপনারই
এডওয়ার্ড গার্ডিনার।"

'উত্তর লিখেছ?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'উঁহু, এখন লিখব,' বললেন বাবা। হাঁটা দিলেন বাড়ির উদ্দেশে।

'বিয়ে হতেই হবে! অতি জঘন্য লোক!' দুঃখ ভরে বলল এলিজাবেথ।

'বিয়ে ছাড়া উপায় নেই,' বললেন মিস্টার বেনেট। হঠাৎ থেমে পড়লেন তিনি। চিন্তিত মুখে বললেন, 'দুটো জিনিস জানতে হবে। কত টাকা দিয়ে উইকহ্যামকে রাজি করিয়েছে তোদের মামা, আর টাকাটা আমি শোধ করব কিভাবে?'

'মামা টাকা দেবে কেন, বাবা? কি বলছ তুমি?' বিস্মিত জেন প্রশ্ন করল।

'তোদের মামা যেসব শর্তের কথা লিখেছে সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোন বোকাও রাজি হবে না ওতে, উইকহ্যামের তো প্রশ্নই ওঠে না। টাকা ভাল চেনে ও। কমপক্ষে দশ হাজার পাউন্ডের লোভ দেখিয়েছে তোদের মামা।'

'দশ হাজার পাউন্ড! তার দশ ভাগের এক ভাগই বা শোধ দেব কোত্থেকে আমরা?'

জবাব দিলেন না মিস্টার বেনেট। চিন্তামগ্ন। বাড়ি ফিরে এল ওরা, উদ্বিগ্ন। চিঠির জবাব দেয়ার জন্যে লাইব্রেরিতে চলে গেলেন মিস্টার বেনেট।

মাকে খবরটা জানাতে গেল দু বোন। সব শুনে ভদ্রমহিলার খুশি ধরে না। ভুলে গেলেন লিডিয়ার সব বেয়াড়াপনা। লিডিয়া উইকহ্যামকে নিয়ে সুখী হবে কিনা সে চিন্তাও এল না তাঁর। 'দারুণ!' আনন্দে বলে উঠলেন তিনি। 'ষোলো বছর বয়সে বিয়ে! ইস্, ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে! জামাইটাকেও! কিন্তু বিয়ের পোশাকের কি হবে? তোদের মামীকে চিঠি লিখব।' কিটির দিকে ফিরলেন তিনি, 'বেলটা বাজা

তো, কাজের মেয়েটাকে ডাক। কাপড় পাল্টে মেরিটন যাব। বোনকে সুখবরটা দিতে হবে না? ফেরার পথে লেডি লুকাস আর মিসেস লংকেও জানিয়ে আসব।' জেন মিস্টার গার্ডিনারের সাহায্যের কথা বোঝাতে চাইল মাকে। কত টাকা খরচ হয়েছে তাঁর কে বলতে পারে?

কিন্তু কে শোনে কার কথা? 'মামা হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেছে, আবার কিরে?' তারপর আরও বললেন, 'যা খুশি লাগছে! এক মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে! মিসেস উইকহ্যাম! কি সুন্দর শোনাচ্ছে! গত জুনে মাত্র ষোলো হয়েছে ওর! ওহ্, লিডিয়া!'

উনচল্লিশ

তক্ষুণি সুস্থ হয়ে উঠলেন মিসেস বেনেট। কোথায় পালাল তাঁর মাথা ব্যথা! নবোদ্যমে ভরপুর এখন তিনি। একে তাকে বলে বেড়াচ্ছেন লিডিয়ার বিয়ের খবর, নিঃসঙ্কোচে। এখন তাঁর চিন্তা কেবল লিডিয়ার জন্যে পোশাক, ক্যারিজ, চাকরবাকর আর একটি বাড়ি।

'শোনো,' বললেন তাঁর স্বামী, 'মেয়ের জন্যে যে কোন বাড়ির কথা ভাবতে পারো তুমি, শুধু আমারটা বাদে।'

দীর্ঘক্ষণ ঝগড়া চলল এ নিয়ে, কিন্তু মিস্টার বেনেট অনড়। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, লিডিয়ার বিয়ের পোশাক কিনতে একটি পেনিও খরচ করতে রাজি নন তিনি। লিডিয়ার চেয়েও ওর বাপের আচরণে বেশি ভেঙে পড়লেন মিসেস বেনেট, দুঃখ পেলেন।

ডার্সিকে লিডিয়ার কথা বলে ফেলে এখন অনুতাপ হচ্ছে এলিজাবেথের। সে নিশ্চিত, এ ঘটনার পর ওর প্রতি আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা অবশিষ্ট নেই ডার্সির। হয়ত আর কোনদিন দেখাই হবে না! চার মাস আগে ফিরিয়ে দেয়া প্রস্তাবটার জন্যে এখন আফসোস হচ্ছে ওর।

লন্ডনে মামার বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেল লিডিয়া আর উইকহ্যামের। বিয়ের পরপরই লংবার্নে বেড়াতে এল ওরা। ওদের গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন মিস্টার বেনেট, বড় দু মেয়ের শত অনুরোধে। বর-কনেকে বরণ করার জন্যে নাস্তার ঘরে অপেক্ষা করছিল সবাই।

এসেই উচ্চস্বরে হাসাহাসি করতে লাগল লিডিয়া। মা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। মিষ্টি হাসি উপহার দিলেন জামাইকে। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল উইকহ্যাম।

শীতল ব্যবহার করলেন মিস্টার বেনেট। কথা বললেনই না প্রায়। তাতে অবশ্য নব বিবাহিত দম্পতির কোন ভাবান্তর হলো না।

লিডিয়া আগের মতই রয়েছে—উদ্দাম, আদেখিলে। উইকহ্যামও বদলায়নি এতটুকু—ভদ্র, বিনয়ের অবতার।

কনে আর তার মা ততক্ষণে অনর্গল কথা বলে চলেছে।

'মা,' চেঁচিয়ে উঠল লিডিয়া, 'মেরিটনের লোকেরা জানে তো আজ সকালে আমার বিয়ে হয়েছে? আমি অবশ্য ক্যারিজের জানালা দিয়ে হাত ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে সবাই আঙটিটা দেখতে পায়।'

এলিজাবেথ আর সহ্য করতে পারল না। নিজের ঘরে গিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

ডিনারের সময় যখন নিচে নেমে এল তখন লিডিয়া জেনকে বলছে, 'তোমার জায়গায় আজ আমি বসব। হাজার হলেও আমি বিবাহিতা মেয়ে।'

খাওয়া শেষে লিডিয়া তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমার স্বামীকে কেমন লাগল? সুন্দর না? জানি বোনেদের হিংসে হচ্ছে। ওদেরও ব্রাইটনে যাওয়া উচিত। ওখানে স্বামীর ছড়াছড়ি। তাছাড়া আমার কাছে বেড়াতে গেলেও চলবে, আমি উপযুক্ত স্বামী খুঁজে দেব।'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল এলিজাবেথ, 'তোমার মত করে স্বামী খোঁজার দরকার নেই আমাদের।'

লিডিয়া আর উইকহ্যাম লংবার্নে দিন দশেক থাকবে। তারপর উইকহ্যাম চলে যাবে উত্তর ইংল্যান্ডে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে। বিদায়ের কদিন আগে লিডিয়া বলল এলিজাবেথকে, 'আমার বিয়ের গল্প শুনেছ, লিজি? অন্যদের যখন বলেছি তখন তো তুমি ছিলে না। এখন শুনবে?'

'না।'

'আশ্চর্য! এত মজার ঘটনা শুনতে চাও না? বিয়ের দিন ব্যবসার কাজে চলে গিয়েছিলেন মামা। আসেন না তো আসেনই না। শেষে গির্জায় যাওয়ার মাত্র দশ মিনিট আগে এসে হাজির হলেন। অবশ্য তিনি গির্জায় যেতে না পারলেও অসুবিধে ছিল না। মিস্টার ডার্সি তো ছিলেনই, মামার কাজটা তিনি করতেন।'

'ডার্সি ওখানে ছিল!' চরম বিস্মিত হলো এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ, ছিল…ওহ্, তোমাকে বলা ঠিক হলো না। উইকহ্যামকে কথা দিয়েছিলাম বলব না। ও জানতে পারলে রেগে যাবে…'

'আমরা কিছুই বলব না,' জেন বলল। ওখানে এলিজাবেথের সঙ্গে সে-ও রয়েছে।

আরও শোনার ইচ্ছে হচ্ছে এলিজাবেথের। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজের ঘরে চলে গেল সে।

ওর বোনের বিয়েতে কেন এল ডার্সি? কারণটা কি? জানতেই হবে। মামাকে তক্ষুণি চিঠি লিখতে বসল ও।

চল্লিশ

চিঠির জবাবও এসে গেল শিগ্‌গির।

গ্রেস চার্চ স্ট্রিট,
লন্ডন
৬ সেপ্টেম্বর

"প্রিয় লিজি,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেয়েছি। পড়ে বুঝলাম তোমার বোনের বিয়েতে ডার্সির উপস্থিতি সম্বন্ধে জানো না তুমি। অবাক হয়ে গেলাম! তোমার সব কিছু জানা দরকার।

তোমার মুখে লিডিয়ার কথা শুনে লন্ডনে চলে এসেছিল ডার্সি, ওকে খোঁজার জন্যে। ও কোথায় রয়েছে আন্দাজ করেছিল সে। উইকহ্যাম তার বোনের এক প্রাক্তন গভর্নেসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ। লন্ডনে মহিলার একটি বোর্ডিং হাউজ রয়েছে,

ডার্সি ওখানেই পেয়েছে ওদেরকে।

প্রথমে লিডিয়াকে সে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু উইকহ্যামকে ছাড়তে রাজি হয়নি ও। লিডিয়া নিশ্চিত ছিল উইকহ্যাম তাকে বিয়ে করবেই, আগে পরে যখনই হোক।

কিন্তু ওকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই ছিল না উইকহ্যামের। যাহোক, তোমার মামা আর ডার্সি বহু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে তাকে। তবে কতগুলো শর্ত দিয়েছিল সে : হাজার পাউন্ডের ওপর দেনা রয়েছে ওর, সব শোধ করে দিতে হবে। লিডিয়াকে বছরে এক হাজার পাউন্ড করে দিতে হবে। আর সেনাবাহিনীতে তাকে উঁচুপদে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার সব দাবি মিটিয়েছে ডার্সি।

লিডিয়া তখন আমাদের সঙ্গে ছিল। ওর ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছি আমরা। উইকহ্যাম প্রায়ই আসত বাড়িতে। যথারীতি হাসিখুশি!

ডার্সি বিয়েতে উপস্থিত ছিল, লিডিয়া তো বলেছেই। পরদিন আমাদের সঙ্গে ডিনারও করেছে। অত্যন্ত ভাল, ভদ্র ছেলে, ওকে পছন্দ না করে উপায় নেই। লিডিয়া আর উইকহ্যামের জন্যে ওর এত কিছু করার কারণটা পানির মত স্বচ্ছ।

আজ এখানেই শেষ করছি। সবার জন্যে শুভেচ্ছা—

তোমার মামী।"

এলিজাবেথ বারবার পড়ল চিঠিটা। তারমানে ডার্সি লিডিয়া এবং পুরো পরিবারটিকেই অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এমন এক মেয়ের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যাকে সে পছন্দ করে না। আর মেয়েটির স্বামী তো তার শত্রু! এলিজাবেথের মন বলছে ডার্সি এসব কিছু করেছে শুধু ওরই জন্যে—ওকে ভালবাসে বলে। তার ভালবাসার কাছে হেরে গেছে আগেকার অহঙ্কার। চিঠিতে ডার্সির প্রশংসার অংশটুকু আবার পড়ল এলিজাবেথ। মামী খুব বেশি কিছু লেখেননি, তবু মনটা ভরে উঠল ওর।

একচল্লিশ

লিডিয়ার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে মায়ের।

'আবার কবে দেখা হবে রে?'

'কে জানে কবে। দু তিন বছরের মধ্যে নয় নিশ্চয়ই,' নিরুত্তাপ গলায় বলল লিডিয়া।

'ঘনঘন চিঠি লিখবি কিন্তু।'

'চেষ্টা করব। বিবাহিতা মেয়েরা চিঠি লেখার সময় পায় না। বোনেদের উচিত আমাকে চিঠি লেখা। ওদের আর কোন কাজ তো নেই।'

বিদায় নিল ওরা।

উইকহ্যাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই তিক্ত কণ্ঠে বললেন মিস্টার বেনেট, 'চমৎকার ছেলে! কি মিষ্টি করে হাসে! কত সৌভাগ্য আমার, এমন জামাই কজন পায়? স্যার উইলিয়াম লুকাসের জামাই এর কাছে কিছুই নয়।'

বেশ কদিন মন খারাপ করে রইলেন লিডিয়ার মা, তারপর আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, সুসংবাদ শুনে। নেদারফিল্ডের হাউজকিপার নির্দেশ পেয়েছে ঘরবাড়ি গোছানোর, তার মনিব আসছে।

জেন এলিজাবেথকে বলল, 'খবরটা শুনে ভাল বা খারাপ কিছুই লাগছে না। আমার আর কিছু যায় আসে না।'

বিংলে এল নেদারফিল্ডে। তৃতীয় দিন তাকে আসতে দেখা গেল এ বাড়ির দিকে, মিসেস বেনেট দেখলেন। মেয়েদেরকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন তিনি, জানালার কাছে এসে দেখার জন্যে।

একচুল নড়ল না জেন। জানালায় গিয়ে চাইল এলিজাবেথ। হ্যাঁ, বিংলেই বটে। তার পাশের লোকটি কে? ডার্সি না? সঙ্গে সঙ্গে জেনের পাশে গিয়ে বসে পড়ল ও।

'মা, আরেকজন লোক রয়েছে ওঁর সঙ্গে,' বলল কিটি। 'কে উনি?'

'বন্ধু-টন্ধু হবে হয়ত,' বললেন মা।

'মনে হচ্ছে সেই লম্বা লোকটা, ডাঁটিয়াল, সব সময় লেগে থাকত মিস্টার বিংলের সঙ্গে। কি যেন নাম—মিস্টার··· মিস্টার।'

'মিস্টার ডার্সি। এহ্‌হে, সেই বিচ্ছিরি লোকটা!'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জেন আর এলিজাবেথ। তবে এলিজাবেথই ভুগল বেশি। মিসেস গার্ডিনারের চিঠির ব্যাপারে কিছু জানে না জেন। ডার্সির প্রতি এলিজাবেথের দুর্বলতার কথাও জানা নেই তার। এলিজাবেথের মনে প্রশ্ন জাগল, 'আমার জন্যেই কি আসছে?' উজ্জ্বল হলো ওর চেহারা, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। মন দিয়ে সেলাই করতে লাগল সে।

দু বন্ধু ঘরে ঢুকল। যথারীতি খোশ মেজাজে রয়েছে বিংলে, আর ডার্সি গম্ভীর। বিংলেকে খুব খাতির করলেন মিসেস বেনেট। ডার্সিকে পাত্তা দিলেন না বড় একটা। আহত হলো এলিজাবেথ। 'মা যদি জানতেন ডার্সি কি না করেছে লিডিয়ার জন্যে!' ভাবল সে।

কম কথা বলল ডার্সি। মাঝেমধ্যে চকিতে ওর দিকে চাইল এলিজাবেথ। জেনের দিকে দৃষ্টি ডার্সির। খানিকটা হতাশ হলো সে। তারপর হতাশার কারণে নিজের ওপরই রেগে উঠল।

মিসেস বেনেট বিংলেকে লিডিয়ার বিয়ের গল্প শোনাতে লাগলেন। 'মেয়ের বিয়ে হয়েছে, খুশি হওয়াই স্বাভাবিক,' বললেন তিনি, 'তবে খারাপও লাগছে। মেয়ে পর হয়ে গেল। উত্তর ইংল্যান্ডে চলে গেছে ওরা। উইকহ্যামের পদোন্নতি হয়েছে, ওর বন্ধুদের কল্যাণে।' মিসেস বেনেট এবার চাইলেন ডার্সির দিকে। তারপর তাকে আঘাত দেয়ার জন্যে বললেন, 'ওর বেশ কিছু ভাল বন্ধু-বান্ধব আছে।'

কথাটা শুনে প্রায় কেঁদে ফেলার দশা হলো এলিজাবেথের। তবে জেনের দিকে চাইতেই মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর। হাসিতে ভরে রয়েছে জেনের মুখ। ওর প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে বিংলে।

উঠে পড়ল দু বন্ধু। তাদের ডিনারের দাওয়াত দেয়া হলো, কদিন পরে।

ওরা চলে গেলে হাঁটতে বেরোল এলিজাবেথ। এ মুহূর্তে একা থাকতে চায় সে—ভাবতে চায় কেবল ডার্সির কথা। ও এত গোমড়া মুখো হয়ে চুপচাপ বসে ছিল কেন? এলই বা কেন? বুঝে উঠতে পারল না এলিজাবেথ। 'ওকে বুঝি না আমি। আর ভাবব না ওর কথা,' আপন মনে বলল সে।

ও বাড়ি ফিরে এলে প্রথমেই দেখা হলো জেনের সঙ্গে, মুখে হাসি ওর। 'দেখা তো হলো,' বলল সে, 'অনেকটা স্বাভাবিক লাগছে। ও মঙ্গলবার আসবে, সবাই দেখবে আমরা ভাল বন্ধু; এর বেশি আর কিছু নয়।'

'জেন, সাবধান,' হেসে বলল এলিজাবেথ।

'সাবধান? কেন?'
'তোমার প্রেমের নেশা কাটেনি এখনও।'

বিয়াল্লিশ

মঙ্গলবারের ডিনার পার্টিতে অনেকে এলেন। যে দুজন সবচেয়ে বেশি কাম্য তারা এল সবার আগে। ডাইনিংরুমে জেনের পাশে বসল বিংলে। নিজেকে গোপন করল না সে। জেনের প্রতি তার ভালবাসার প্রকাশ ঘটাল। দুজনেই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সেটা বুঝতে বাকি রইল না কারও।

ওদিকে এলিজাবেথ বিষণ্ন বোধ করছে। ডার্সির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু সে বসেছে টেবিলের উল্টোদিকে, একদম মায়ের কাছে।

ডিনারের পর যখন এলিজাবেথ কফি পরিবেশন করছে তখন এগিয়ে এল ডার্সি। কিন্তু কফি টেবিল ঘিরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকায় ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যেতে হলো তাকে। ওকে নজর করতে লাগল এলিজাবেথ। কিন্তু ওর দিকে লক্ষ নেই ডার্সির। কয়েকবার কাপে কফি ঢালতে গিয়ে চলকে ফেলে দিল এলিজাবেথ। নিজের ওপর রাগ হয়ে যাচ্ছে তার।

ডার্সি খালি কাপ হাতে ওর কাছে এগিয়ে এল।

'আপনার বোন ভাল আছেন?' প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'খুব ভাল আছে।'

'পেমবারলিতে?'

'হ্যাঁ, ক্রিসমাস পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।'

বলার মত আর কিছু ভেবে পেল না এলিজাবেথ, চুপ মেরে গেল। তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডার্সি, নিশ্চুপ। তারপর চলে গেল।

কাপ তস্তরি সরানো হলো, তৈরি হয়ে গেল তাসের টেবিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এলিজাবেথেরটার চেয়ে অনেক দূরের একটি টেবিলে বসল ডার্সি। কথা বলার কোন সম্ভবনাই রইল না। এলিজাবেথ বুঝল মাটি হয়ে গেল আজকের সন্ধে।

সন্ধেটা বিরক্তিকর ঠেকল এলিজাবেথের কাছে। তবে জেন এবং তার মায়ের কাছে অবশ্যই নয়। পার্টি শেষে খুশিতে গদগদ হয়ে পড়লেন মিসেস বেনেট।

'সব কিছুই ভালয় ভালয় শেষ হলো। রান্নাও চমৎকার হয়েছে। রোস্টটা তো দারুণ! স্যুপও খুব ভাল হয়েছে, লুকাসদের চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ গুণ ভাল। জেন, মিসেস লং কি বলেছে শুনেছিস? "মিসেস বেনেট, মেয়ে তবে নেদারফিল্ডে যাচ্ছেই!" মহিলা মানুষ হিসেবে সত্যিই অসাধারণ। এজন্যেই তো পছন্দ করি তাকে।'

তেতাল্লিশ

কদিন বাদে আবার এল বিংলে। এবারে একা। তার মুখে জানা গেল ডার্সি গেছে লন্ডনে, ব্যবসার কাজে, ফিরবে দশ দিন পর। মিসেস বেনেট বিংলেকে পরদিন ডিনারে ডাকলেন। খুশি মনে রাজি হলো ও।

পরদিন সন্ধে লাগতেই হাজির হয়ে গেল বিংলে, যথারীতি তাকে সাদরে

আমন্ত্রণ জানালেন মিসেস বেনেট। এলিজাবেথ তখন নাস্তার ঘরে, চিঠি লিখছে। বুঝতে পারল মা এবং অন্যান্যরা রয়েছে ড্রইংরুমে, তাস খেলছে। ভুল বুঝল সে। পরে ড্রইংরুমে গিয়ে দেখল তার বোন বসে রয়েছে বিংলের সঙ্গে। কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে।

সরে যাচ্ছে এলিজাবেথ এসময় হঠাৎ উঠে পড়ল বিংলে। তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর জেন ছুটে এসে চুমু খেল বোনকে।

'আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। লিজি, অনেক বেশি পেয়ে গেছি আমি। ওহ্, আমার যে কেমন লাগছে!'

এলিজাবেথ বুঝে ফেলল। বিংলে জেনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। বোনকে অভিনন্দন জানাল সে।

'মাকে বলি গিয়ে,' বলল জেন, 'ও গেছে বাবাকে বলতে। লিজি, এত সুখ কি কপালে সইবে আমার!'

তক্ষুণি ফিরে এল বিংলে। হাসি মুখে।

'শুনেছ নিশ্চয়ই?' এলিজাবেথকে প্রশ্ন করল সে। হাত মেলাল দুজনে, জেন না ফেরা পর্যন্ত কেবল হবু স্ত্রীর প্রশংসাই করে গেল ও।

উৎসবমুখর হয়ে উঠল সন্ধেটা। অপরূপা লাগছে জেনকে। মিষ্টি হাসি কিটির মুখে, নিজের বিয়ের কথা ভাবছে সে। মিসেস বেনেটের মুখে কথার খই ফুটছে, কোনমতেই থামতে পারছেন না তিনি। রাতে খাওয়ার টেবিলে সবার সঙ্গে যোগ দিলেন মিস্টার বেনেট, তিনিও আনন্দিত। বিংলে বিদায় নিয়ে চলে গেলে জেনকে বললেন, 'তুই খুব সুখী হবি রে, মা।'

জেন উঠে গিয়ে চুমু খেল বাবাকে।

'তুই ভাল মেয়ে,' বললেন বাবা, 'স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে পারবি। তবে চিন্তার কথা হচ্ছে তোদের দুজনেরই মন নরম, সব বিশ্বাস করে ফেলিস। লোকে তোদের ঠকাতে চাইবে। দিলদরিয়া মানুষরা কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে ফেলে...'

'আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি!' স্বামীকে থামিয়ে দিলেন মিসেস বেনেট। 'উল্টোপাল্টা কিসব বলছ তুমি? বছরে চার-পাঁচ হাজার পাউন্ড কামাই করে, বেশিও হতে পারে।' জেনের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'কি যে খুশি লাগছে! আজ রাতে ঘুমাতে পারব না রে। বাপের জন্মে এত সুন্দর ছেলে দেখিনি। বছরে পাঁচ হাজার পাউন্ড!'

লিডিয়া আর উইকহ্যামের কথা একদম ভুলে গেছেন মিসেস বেনেট। জেন এ মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে আদরের।

বিংলে প্রতিদিন আসে লংবার্নে। ওদের বাগদানের খবর ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। মিসেস বেনেট জানালেন মিসেস ফিলিপসকে, তিনি জানিয়ে দিলেন মেরিটনের সকলকে। লোকে বলতে লাগল বেনেটেরা পাড়ার সবচেয়ে সুখী পরিবার। অথচ কিছুদিন আগেই লিডিয়া যখন পালাল তখন সবার বিবেচনায় এই পরিবারটা ছিল সবচেয়ে অসুখী।

চুয়াল্লিশ

সপ্তাহ খানেক পরে এক সকালে একটি ক্যারিজ এসে থামল লংবার্ন হাউজের সামনে। ক্যারিজটি অপরিচিত। কে এল? জেন আর বিংলে চলে গেল বাগানে। কিটি, এলিজাবেথ আর তাদের মা জল্পনা করছে, এসময় লম্বা, উদ্ধত এক মহিলা নামলেন ক্যারিজ থেকে।

'লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ,' ফিসফিসিয়ে মাকে বলল এলিজাবেথ। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে ঘরে পৌঁছে গেছেন। মেয়েদের উদ্দেশে বো করলেন। তারপর কোন কথা না বলে বসে পড়লেন। চুপ করে রয়েছে সকলে। খানিক বাদে এলিজাবেথকে ঠাণ্ডা গলায় বললেন লেডি ক্যাথরিন, 'ভাল আছ নিশ্চয়ই? এই ভদ্রমহিলা তোমার মা?'

'হ্যাঁ।'

'আর এ তোমার বোন?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' এলিজাবেথের হয়ে জবাব দিলেন মিসেস বেনেট। তারপর জানতে চাইলেন, 'মিস্টার এবং মিসেস কলিন্স ভাল আছেন তো?'

'আছে।'

এলিজাবেথের মনে হলো ভদ্রমহিলা কলিন্সদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তবে লেডি ক্যাথরিন কেন এসেছেন?

মিসেস বেনেট অতিথিকে চা খেতে অনুরোধ করলেন। রাজি হলেন না ভদ্রমহিলা। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বললেন, 'মিস বেনেট, তোমাদের বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই। আসবে তুমি?'

বাগানের পথ ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল এলিজাবেথ আর লেডি ক্যাথরিন। ভদ্রমহিলার গর্ব এতই বেশি যে তাঁর সঙ্গে বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না এলিজাবেথ।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটি বেঞ্চে বসে পড়লেন লেডি ক্যাথরিন। ইশারায় বসতে বললেন এলিজাবেথকে।

'কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ,' বললেন তিনি।

অবাক চোখে তাঁর দিকে চাইল এলিজাবেথ।

'মিস বেনেট,' ক্রুদ্ধ শোনাল ভদ্রমহিলার কণ্ঠ, 'ভণিতা করার চেষ্টা কোরো না। সব কানে এসেছে আমার। সবই জানি। শুনলাম আমার বোনপোর সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে তোমার। এ হতেই পারে না—অসম্ভব।'

'অসম্ভব মনে করলে আর এত কষ্ট করে এত দূর এলেন কেন?' অপমানিত এলিজাবেথ বলল।

'সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি, সেজন্যেই এসেছি। ডার্সি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে?'

'আপনিই তো বললেন সেটা অসম্ভব।'

'মিস বেনেট, আমি কে জানা আছে তোমার? ডার্সির সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে রয়েছে সে খবর জানো? তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

'আপনার কথা সত্যি হলে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

থামলেন লেডি ক্যাথরিন। তারপর বললেন, 'আমরা জানতাম বিয়ে হবে ওদের। ডার্সির মায়ের সেরকমই ইচ্ছে ছিল, আমারও। ডার্সির আত্মীয় স্বজনদের ইচ্ছার কোন দাম নেই তোমার কাছে?'

'তার নিজের কাছেই কি আছে?'

'বাজে বকবে না, আমার মেয়ে এবং ডার্সি পরস্পরের যোগ্য। দুজনেই ভদ্র ঘরের ছেলে মেয়ে, সম্পত্তির মালিক।'

'আপনার বোনপো ভদ্রলোক। আমিও ভদ্রলোকের মেয়ে।'

'কিন্তু তোমার মা? আত্মীয়স্বজন? মনে করেছ ওদের খবর জানি না? তার ওপর ঘর পালানো বোন…'

'মিস্টার ডার্সির এসবে আপত্তি না থাকলে আপনার এত মাথা ব্যথা কিসের?'

'তোমাদের দুজনের পাকা কথা হয়ে গেছে?'

'না।'

সন্তুষ্ট হলেন লেডি ক্যাথরিন।

'কথা দাও হবে না কখনও।'

'তেমন কথা দিতে পারছি না।'

'ও এই কথা! তারমানে ডার্সিকে বাগাবেই তুমি।'

'ওকথা বলিনি। কিন্তু আমি কি করব না করব সে আমার ব্যাপার। আপনি নাক গলাতে আসবেন না।'

'বেশ, পরে পস্তাবে।'

'আপনার বকবকানি আর ভাল্লাগছে না। আমি বাড়ি ফিরব।'

উঠে পড়ল এলিজাবেথ। লেডি ক্যাথরিনও উঠলেন। ক্যারিজের দিকে একসঙ্গে হেঁটে গেল ওরা। পৌঁছে থেমে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মিস বেনেট, আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি।'

তাঁকে বাড়ি আসতে অনুরোধ করল না এলিজাবেথ। নিঃশব্দে হাঁটা দিল বাড়ির উদ্দেশে।

মিসেস বেনেট অপেক্ষা করছিলেন হলরুমে।

'কি বললেন উনি?'

'তেমন কিছু না।'

সোজা নিজের ঘরে চলে এল এলিজাবেথ, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করছে সে।

পঁয়তাল্লিশ

পরদিন সকাল। নিচে নেমে আসছে এলিজাবেথ, এসময় দেখা হয়ে গেল বাবার সঙ্গে। লাইব্রেরি থেকে বেরচ্ছেন, হাতে চিঠি।

'লিজি,' ডাকলেন তিনি, 'তোর খোঁজেই যাচ্ছিলাম। ঘরে আয়।' বাবার পিছন পিছন লাইব্রেরিতে ঢুকল এলিজাবেথ। বসল দুজনেই।

'তোর সম্পর্কে একটা চিঠি এসেছে। আজব চিঠি। জানা ছিল না আমার দু মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। তোর হবু বরের নাম শুনলে তুই নিজেও চমকে যাবি।'

লজ্জা পেল এলিজাবেথ, মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো বাবাকে চিঠি লিখেছে

ডার্সি।

'কলিন্স লিখেছে।'

'মিস্টার কলিন্স! তিনি আবার কি লিখলেন?'

'বলব। জেনকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রথমে। তারপর লিখেছে, "শুনলাম এলিজাবেথের বিয়ে হচ্ছে—উঁচু বংশের কোন এক ধনী যুবকের সঙ্গে।" মিস্টার বেনেট চেঁচিয়ে উঠলেন প্রায়, 'লিজি, নামটা শুনলে হাসি পাবে তোর।' আবার পড়ে চললেন ভদ্রলোক, "তবে এই ছেলেটির সঙ্গে বিয়েতে ওর রাজি না হওয়াই ভাল। কারণ ছেলেটির খালা লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গের এই বিয়েতে প্রবল আপত্তি রয়েছে।" মিস্টার বেনেট পড়া থামিয়ে বললেন, 'ডার্সি নাকি তোকে বিয়ে করবে? ভাব একবার! ও তো কোনদিন তাকায়ইনি তোর দিকে! হাস্যকর ব্যাপার!'

হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো এলিজাবেথ। 'আর কি লিখেছে পড়।'

পড়ে চললেন ওর বাবাঃ "আপনাকে এসব জানানোর কারণ হচ্ছে সাবধান করে দেয়া। মেয়ে যেন ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।" মিস্টার বেনেট থেমে আবার পড়তে শুরু করলেন, "লিডিয়ার কুকীর্তি ঢাকা পড়ে গেছে জেনে ভাল লাগছে। কিন্তু ওকে আর কোনদিন বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। ওকে ত্যাগ করুন।"

হঠাৎ মেয়ের দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিস্টার বেনেট। 'কিরে, তোর মনে হচ্ছে শুনতে ভাল লাগছে না? ডার্সিকে নিয়ে কথা রটেছে বলে মন খারাপ করছে? বোকা মেয়ে, লোকে তো তিলকে তাল করবেই।'

'আমার কিছুই লাগছে না। চিঠিটা মজার সন্দেহ নেই; আজবও।'

'সেখানেই তো মজাটা। অন্য কারও কথা লিখলে কি এমন জমত? আর লোক পেল না! ডার্সি! তোরা দুজন দুজনকে দেখতে পারিস না সে তো সবাই জানে। লিজি, গতকাল লেডি ক্যাথরিন এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন? আপত্তির কথা জানিয়েছেন?'

জবাব দিল না এলিজাবেথ, হাসল শুধু। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। তবে কি বাবার কথাই ঠিক? ডার্সি পছন্দ করে না ওকে? শুধুই কি কল্পনার জাল বুনেছে সে এতদিন?

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ছেচল্লিশ

এলিজাবেথের মন বলছিল ডার্সি লন্ডনে থেকে যাবে। আশঙ্কা হচ্ছিল আর কোনদিন দুজনের দেখা হবে না। কিন্তু দূর হয়ে গেল সব ভয়, বিংলে লংবার্ন হাউজে নিয়ে এল ডার্সিকে। লেডি ক্যাথরিনের ঘটনার কদিন বাদেই।

দিনটি চমৎকার। বিংলে বাইরে থেকে হেঁটে আসার কথা তুলল। মিসেস বেনেট হাঁটতে অভ্যস্ত নন, বাড়ি থাকতেই মনস্থ করলেন। মেরি যাবে না, বই পড়বে। সুতরাং বিংলে, জেন, ডার্সি, এলিজাবেথ আর কিটি বেরিয়ে পড়ল।

ধীর গতিতে হাঁটছে বিংলে আর জেন। ফলে অন্যদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ল তারা। লুকাস লজের কাছে এসে সরে পড়ল কিটি, তার বান্ধবী মারিয়ার সঙ্গে দেখা করার ছুতোয়। আসলে ডার্সিকে খানিকটা ভয় পায় ও।

হাঁটতে লাগল ডার্সি আর এলিজাবেথ।

'আমার বোনের জন্যে আপনি যা করেছেন—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব...'

'মিসেস গার্ডিনার আপনাকে এত কথা বলতে গেলেন কেন?'

'মামীর দোষ নেই। লিডিয়ার মুখে কিছুটা শুনেছিলাম। বাকিটা জানার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম তাঁকে, তিনি জানিয়েছেন। আপনার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ, মিস্টার ডার্সি।'

'ধন্যবাদ জানাতে হলে কেবল আপনি জানান। আপনার পরিবারের জন্যে কিছু করিনি আমি। যা করেছি সবই শুধু আপনার জন্যে।'

কথা বন্ধ হয়ে গেল এলিজাবেথের। সামান্য বিরতি দিয়ে ডার্সি বলতে লাগল, 'আপনার মন কি আগের মতই আছে না বদলেছে? আমার দুর্বলতা কিন্তু এতটুকু কমেনি...'

এলিজাবেথ বলল পুরোপুরি পাল্টে গেছে তার মনের অবস্থা। এখনও ওর কথা ভাবে বলে ধন্যবাদ জানাল ডার্সিকে। কথা বলার সময় এলিজাবেথের গলা এবং চেহারায় ফুটে উঠল আবেগ।

কোন্ দিকে হাঁটছে জানে না ওরা। কি বলছে তাও বুঝতে পারছে না ভাল করে। ঘোরের মধ্যে রয়েছে দুজনেই।

পরে ডার্সি জানাল এলিজাবেথের সঙ্গে লেডি ক্যাথরিনের সাক্ষাতের কথা জানে সে, লেডি ক্যাথরিনই বলেছেন।

'তাঁর কথাতেই আশা জাগল মনে,' বলল ডার্সি, 'যদিও সেজন্যে বলেননি তিনি। বুঝতে পারলাম আমাকে অপছন্দ করলে সরাসরি তাঁকে সে কথা জানিয়ে দিতেন আপনি।'

হাসল এলিজাবেথ। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'আপনার বিরুদ্ধে কত কথাই না বলেছি! সে সব ভেবে এখন লজ্জা করছে। এতদিন অন্ধ ছিলাম।'

'সবই আমার প্রাপ্য। আগ বাড়িয়ে অভদ্র ব্যবহার করেছি। আমি আসলে স্বার্থপর আর অহঙ্কারী,' বলল সে, 'বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, বখে গিয়েছি। বাপ-মা ভাল ছিলেন, কিন্তু গর্ব বড় বেশি ছিল তাঁদের। আমিও নিজেকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ভেবে এসেছি। তোমাকে দেখলাম, ভালবাসলাম—বদলে গেলাম। উচিত শিক্ষা পেয়েছি তোমার কাছে। নিজেকে চিনতে শিখেছি।'

'হানসফোর্ডের ঘটনার পর থেকে আমাকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করেছ তুমি?'

'তোমাকে! আমার অহং-এ ঘা লেগেছিল, রেগে গিয়েছিলাম। শিক্ষাটা তো সেদিনই পেলাম।'

'পেমবারলিতে গিয়েছিলাম বলে খারাপ মনে করোনি তো আমাকে?'

'একদম না। বড় অবাক লেগেছিল।'

'তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি।'

'তোমাকে খুশি করতে চেয়েছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম যতটা মনে করো ঠিক ততটা খারাপ লোক নই আমি।'

কথা বলতে বলতে কয়েক মাইল পেরিয়ে এল ওরা। পথ হারিয়ে ফেলল, ভুলে গেল সময়ের কথা। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল দেরি হয়ে গেছে অনেক। জেন আর বিংলে কোথায়? মনেই ছিল না ওদের কথা!

জেন আর বিংলের প্রসঙ্গ উঠল। ডার্সি জানাল ওদের মিলনে খুশি হয়েছে সে।

'অবাক হওনি?'

'একটুও না। লন্ডনে যাওয়ার সময়ই বুঝেছিলাম এমন একটা কিছু হবে।

বিংলেকে জানিয়ে গিয়েছিলাম জেন ওকে ভালবাসে। নিজের ভুলটাও স্বীকার করেছিলাম। আসলে জেনকে বুঝতে পারিনি আমি।'

'তোমার বন্ধুটি খুব বাধ্যগত,' ভাবল এলিজাবেথ। তবে বলল না সেটা। খুশি মনে লংবার্ন হাউজে ফিরে এল ওরা।

সাতচল্লিশ

'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?' জানতে চাইল জেন।

'পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম,' লাজুক হেসে বলল এলিজাবেথ।

চমৎকার কেটে গেল সন্ধেটা। অনর্গল কথা বলে গেল জেন আর বিংলে, এটা ওটা নিয়ে হাসাহাসি করল। ওদিকে চুপচাপ বসে রইল ডার্সি আর এলিজাবেথ। কথা জোগাচ্ছে না তাদের মুখে, কিন্তু অন্তরে সুখ। খানিকটা উদ্বিগ্ন বোধ করছে এলিজাবেথ। পরিবারের সবাই কি বলবে? জেন ছাড়া আর কেউ তো পছন্দ করে না ডার্সিকে।

রাত্তিরে জেনকে মনের কথা খুলে বলল এলিজাবেথ। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না জেন। চেয়ে রইল হাঁ করে।

'ঠাট্টা করছ তুমি! ডার্সির সঙ্গে বিয়ে! অসম্ভব!'

'আমি সত্যি বলছি, জেন।'

'কি করে সম্ভব? ওকে পছন্দ করো না তুমি।'

'করতাম না, এখন করি।'

'ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হতে পারবে?'

'কোন সন্দেহ নেই। তুমি খুশি হওনি, জেন?'

'খুব খুশি হয়েছি। বিংলেও খুশি হবে।'

সেদিন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত গল্প করল দু বোন।

পরদিন সকালে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস বেনেট।

'এহ-হে রে, ডার্সিটা আসছে আবার। সঙ্গে অবশ্য আমাদের বিংলেও আছে,' বললেন ভদ্রমহিলা।

দুবন্ধু ঘরে ঢুকল। বিংলে জেনে গেছে এতক্ষণে। ওর দৃষ্টি তাই বলল এলিজাবেথকে। উষ্ণ করমর্দন হলো দুজনের। তারপর হেসে মিসেস বেনেটকে বলল বিংলে, 'এলিজাবেথ আজ কোথায় পথ হারাবে জানেন নাকি?'

'মিস্টার ডার্সি, লিজি আর কিটির ওকহ্যাম হিলের দিকে যাওয়া উচিত,' বললেন মিসেস বেনেট। 'চমৎকার লম্বা রাস্তা। মিস্টার ডার্সি তো দেখেননি আগে।'

'কিটির জন্যে খুব দূর হয়ে যায় না?' জিজ্ঞেস করল বিংলে।

কিটি জানাল সে বাড়িতে থাকবে। ডার্সি হেঁটে আসার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করল। সানন্দে রাজি হলো এলিজাবেথ।

ওপরতলায় গেল এলিজাবেথ, তৈরি হয়ে নিতে। পেছন পেছন এলেন ওর মা। 'জানি ভাল লাগবে না তোর, কিন্তু কি করবি বল, জেনের স্বার্থে একটু না হয় সহ্যই করলি লোকটাকে, দুটো একটা কথা বলবি, ব্যস! তাতেই চলবে।'

মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ল ওরা দুজন। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল সেদিন সন্ধেয় মিস্টার বেনেটের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবে ডার্সি। এলিজাবেথ বলবে তার

মাকে।

সন্ধেয় লাইব্রেরিতে গেল ডার্সি। ও ফেরা তক উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এলিজাবেথ। ফিরে এল ডার্সি। মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার বাবার কাছে যাও।' তক্ষুণি গেল এলিজাবেথ।

পায়চারি করছেন মিস্টার বেনেট, চিন্তিত।

'লিজি,' বললেন তিনি, 'এসব কি শুনছি? তোর হলোটা কি? একে না অপছন্দ তোর?'

'না, বাবা। এখন আর নয়···ওকে ভালবাসি আমি।'

'ও বড়লোক। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির অভাব হবে না কোনদিন। কিন্তু সুখী হতে পারবি?'

'বাবা,তুমি জানো না। আমি ওকে অসম্ভব ভালবাসি।'

'আমরা ওকে নাক উঁচু লোক বলেই জানি। কিন্তু তোর যদি ওকে ভাল লাগে···'

'লাগে, অনেকই লাগে। আসলে ওকে চেনো না তোমরা। ও অমন নয়,' চোখে পানি এসে গেছে এলিজাবেথের।

'আমার তবে আপত্তি নেই। কিন্তু এখনও সময় আছে, লিজি। ভেবে দেখ। স্বামীকে সম্মান করতে না পারলে কোনদিন সুখী হওয়া যায় না।'

এলিজাবেথ জানাল ডার্সিকে খুবই সম্মান করে সে। যুক্তি দিয়ে বাবাকে বোঝাল। লিডিয়ার জন্যে সে কি করেছে তা বলল। শেষ পর্যন্ত সন্দেহ দূর হলো বাবার।

'ও সত্যিই ভাল মানুষ,' বললেন বাবা, 'তোরা সুখী হবি।'

মিস্টার বেনেটের মনে পড়ে গেল মিস্টার কলিন্সের চিঠিটার কথা। হেসে উঠলেন তিনি। এলিজাবেথের তখনকার মনের অবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। এলিজাবেথ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাকলেন বাবা, 'শোন রে, মেরি আর কিটির জন্যে কেউ এলে তাদেরও পাঠিয়ে দিস।'

হেসে ফেলল এলিজাবেথ। এখন কেবল মাকে বলা বাকি। সে রাতে মায়ের ঘরে গেল সে। খুলে বলল সব ঘটনা।

ফল হল অচিন্ত্যনীয়। কথা না বলে চুপ করে ক মিনিট বসে রইলেন মিসেস বেনেট। হতভম্ব হয়ে গেছেন। উঠে দাঁড়ালেন, আবার বসে পড়লেন। শেষমেষ চেঁচিয়ে উঠলেনঃ

'ডার্সি! এও কি সম্ভব? লিজি সোনা, তুই তো বিরাট বড়লোকের বউ হবি রে! সোনা-দানা, ক্যারিজ! ওহ্, জেন তো তোর কাছে কিছুই না রে! কিচ্ছুই না! ওহ্, আমি যে কি করব—এত ভাল ছেলে! রাজপুত্রের মত সুন্দর! লম্বা-চওড়া! এতদিন ওর সম্বন্ধে যা বলেছি সব ভুলে যা রে। লিজি মণি, লন্ডনে বাড়ি! তিন মেয়ের বিয়ে! বছরে দশ হাজার পাউন্ড! উফ্, আমি পাগল হয়ে যাব।'

মায়ের সম্মতির জন্যে আর অপেক্ষা করল না এলিজাবেথ। যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়ল ওখান থেকে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

আটচল্লিশ

জেন আর এলিজাবেথের বিয়ের দিন মিসেস বেনেট কি খুশিটাই না হলেন! 'আমার মেয়ে, মিসেস বিংলে,' বলতে লাগলেন তিনি, 'আমার মেয়ে, মিসেস ডার্সি।'

মেজ মেয়েকে বড় মনে পড়ে মিস্টার বেনেটের। প্রায়ই পেমবারলিতে যান তিনি।

বিংলে আর জেন বছর খানেক থাকল নেদারফিল্ডে। তারপর চলে গেল ডার্বিশায়ারে, প্রিয় বন্ধুদের কাছেপিঠে।

বড় দু বোনের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটায় কিটি, ওদের সঙ্গে মিশে অনেক উন্নতি হয়েছে তার। আগের মত আর নেই সে, জীবনকে গভীরভাবে বুঝতে শিখেছে। লিডিয়া প্রায়ই ডাকে তাকে। নাচ, অফিসার এবং অন্যান্য অনেক কিছুর লোভ দেখায়। মিস্টার বেনেট কখনওই যেতে দেননি ওকে।

মেরি বাসাতেই থাকে। মাকে সঙ্গ দেয়। বই পড়ার সময় কমে গেছে তার ফলে। লোকের সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক বেশি মেলামেশা এখন ওর।

লিডিয়া আর উইকহ্যাম বদলায়নি এতটুকু। সব সময় টাকার দরকার ওদের। মাঝে মধ্যে গোপনে তাদের টাকা পাঠায় এলিজাবেথ। কখনও সখনও পেমবারলিতে বেড়াতে আসে লিডিয়া। কিন্তু উইকহ্যামের জন্যে বন্ধ ও বাড়ির দরজা। উইকহ্যাম আর লিডিয়া প্রায়ই দেখা করে বিংলেদের সঙ্গে। কখনও কখনও ও বাড়িতে এত বেশি দিন থেকে যায় যে বিরক্ত হয়ে পড়ে বিংলে।

ডার্সির বিয়ে মন ভেঙে দিয়েছে মিস বিংলের। তবে পেমবারলিতে এলে দুঃখটা গোপন করে সে। ভদ্রভাবে কথা বলে এলিজাবেথের সঙ্গে।

জর্জিয়ানা ভাই-ভাবীর সঙ্গে পেমবারলিতে থাকে। ভাবী-ননদের সম্পর্ক বড় মধুর। ডার্সি এতে খুব সন্তুষ্ট।

বোনপোর কুকীর্তিতে (!) বড় দাগা পেয়েছেন লেডি ক্যাথরিন। বলেওছেন সেকথা, এলিজাবেথ এবং তার পরিবারের বদনামও করেছেন ডার্সির কাছে। ফলশ্রুতিতে খালার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে ডার্সি।

ক্রুদ্ধ লেডি ক্যাথরিনের ভয়ে মিস্টার কলিন্স স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন শ্বশুর বাড়ি, লুকাস লজে। পরে অবশ্য এলিজাবেথের অনুরোধে ডার্সি আবার সম্পর্ক স্থাপন করেছে খালার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা পেমবারলিতে এসে বেড়িয়েও গেছেন। এ ঘটনার পর কলিন্সরা আবার ফিরে গিয়েছে হানসফোর্ডে।

গার্ডিনারদের সঙ্গে ডার্সি আর এলিজাবেথের সুসম্পর্ক অটুট রয়েছে। তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এরা, পেমবারলিতে তাঁরাই তো প্রথম নিয়ে এসেছিলেন এলিজাবেথকে।

www.facebook.com/groups/Boi...

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Groups :www.facebook.com/groups/boiliverspolapan

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan